রমেন ও রেখা

(এডভেঞ্চার উপন্যাস)

বনস্পতি সম্পাদিত

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীবরেন্দ্র নাথ ঘোষ
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা

শ্রাবণ ১৩৪৯

প্রকাশক কর্ত্তৃক
সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রিণ্টার—বি, এন, ঘোষ, আইডিয়াল প্রেস
১২।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকতা

রমেন ও রেখা

(এডভেঞ্চার-উপন্যাস)

স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী

DIST. HOWRAH

রমেন ও রেখা

(১)

হাতে করবার মতো তেমন কিছু কাজ ছিল না বলিয়াই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক রমেন পাঁচটার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়িল। শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর ফটকের নিকট আসিয়া একখানা এস্প্লানেডের গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। বাড়ী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে সে তাহার গন্তব্য স্থানের বিষয় কিছুই স্থির করে নাই কিন্তু ট্রামে উঠিয়াই হঠাৎ তাহার মনে পড়িল নীতীশের কথা—তাই বালীগঞ্জে নীতীশের ওখানে যাওয়াই স্থির করিল এবং ট্রামের জানলার দিকের একটা আসন দখল করিয়া বসিল। কেস্ হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইবার উদ্যোগ করিতেছে হঠাৎ তাহার কাণে আসিল "রমেন দা"—

কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে রমেন ফুটপাতের দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল একটী ১০।১১ বছরের বালক আকুল দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। ট্রামখানা তখন সবেমাত্র ছাড়িয়াছে সে ট্রাম হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বালকের নিকট ছুটিয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় রমেনকে কাছে পাইয়াও

তাহার প্রয়োজনের কথা বলা দূরে থাক বালকটী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

—ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিরক্তিপূর্ণস্বরে রমেন বালককে জিজ্ঞাসা করিল "কাঁদছিস্ কেন রে নন্দ—হয়েছে কি ?

কাঁদো কাঁদো স্বরে বালক বলিল "কাল সেই সন্ধ্যে বেলা দিদিমনি নেমন্তন্ন খেতে গেছে আজ এখনো ফিরে আসেনি।"

যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া রমেন বলিল "এই কথা! তা এর জন্যে এত কান্নাকাটি কেন বল দেখি ? নেমন্তন্নে গেছে যাদের বাড়ী তারা হয়ত আসতে দেয়নি—বিশেষ আজ যখন ছুটির দিন। ভাবনা নেই তোর—হয়ত সন্ধ্যার পরই আসবে না হয় একটু রাত হবে যদি খেয়ে দেয়ে আসে। তুই বাড়ী যা—তোর কাজ কর্ম্ম সেরে বাড়ীতেই থাকিস কোথাও যাসনি। আমি ফেরবার সময় তোর দিদিমনির সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো'খন। আহাম্মুক কোথাকার—শুধু শুধু কান্না!"

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া দৃঢ়স্বরে বালক বলিল "দিদিমনি আর আসবে না।

তীব্র দৃষ্টিতে বালকের দিকে চাহিয়া রমেন বলিল "মানে ? আসবে না কি রকম ?" তারপর স্বরটাকে অপেক্ষাকৃত কোমল করিয়া লইয়া বলিল "তুই যে আজকাল গণককার হয়েছিস্ দেখছি রে! কে বললে তোকে যে রেখা আর আসবে না ?" ধীর অথচ সহজ সুস্পষ্টস্বরে বালক বলিল "আমি দুপুর বেলা

সেখানে গিয়েছিলাম তারা বললে কাল রাত্রেই দিদিমনি তাদের বাড়ী থেকে চলে এসেছে খাওয়া দাওয়ার পর।"

সোৎসুকে রমেন প্রশ্ন করিল "জিজ্ঞাসা করেছিলি তাঁদের, তখন রাত্রি ক'টা ?"

অবিচলিত স্বরে বালক উত্তর করিল "হ্যাঁ জিজ্ঞাসা ক'রে ছিলাম তারা বললে তখন দশটা।"

তীব্র কণ্ঠে রমেন বলিল "সেখান থেকে ফিরে এসে আমায় খবর দিলি নি কেন ?"

পূর্ব্বের মতই অবিচলিত স্বরে বালক বলিল "আমার তখন মনে সন্দেহ হ'ল হয়ত বা দিদিমনি বালীগঞ্জ থেকে বাড়ী না এসে কোন বন্ধুর বাড়ী গেছে, তাই সে সব বাড়ীতে খোঁজ ক'রে তবে আপনাকে খবর দিতে গেলাম—। বাড়ী গিয়ে দেখলাম আপনি বেরিয়ে পড়েছেন।"

কোন কথা না বলিয়া রমেন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তার স্থির তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বালকের মুখের উপর। পথের লোক চলাচল, যান বাহনের যাতায়াত পূর্ব্বের মত সমভাবেই চলিতে লাগিল কিন্তু এই দুইটী প্রাণীর মনের ভিতর যে ঝড় বহিতেছিল সেদিকে কে লক্ষ্য করিবে ?

কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। রমেনের এই প্রচণ্ড মৌনতা বালক নন্দের যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। সে আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিল "কি হবে রমেন দা ?" প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই বালকের চক্ষুদুটী আবার অশ্রু সজল হইয়া উঠিল।

বালকের প্রশ্নে রমেনের চিন্তাস্রোতে সহসা বাধা পড়িল; তাহার অশ্রু-সজল মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তে সে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া সান্ত্বনাপূর্ণ স্বরে কহিল "তুই এখন বাড়ী যা নন্দ—আমি যাচ্ছি তোর দিদিমানির খোঁজ করতে। বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি যেন।

রমেনের কথায় যেন একটু আশ্বস্ত হইয়া নন্দ বলিল "আপনি কখন ফিরবেন রমেনদা?

"ঠিক বলতে পারিনি তবে ফিরবো নিশ্চয়" বলিতে বলিতে রমেন একখানা চলন্ত ট্রামে উঠিয়া পড়িল। বালক নন্দ আর সেখানে অপেক্ষা করিল না—তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী একটা গলির দিকে ছুটিয়া গেল।

ডিটেক্টিভ ইনস্পেক্টর নীতীশ রায় তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া নিবিষ্ট মনে একখানা খবরের কাগজ দেখিতে ছিলেন। ডান হাতের চায়ের পেয়ালার চাটুকু কখন যে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে সে দিকে তাঁহার খেয়াল ছিল না। যখন খেয়াল হইল, পেয়ালাটায় একটা চুমুক দিয়াই সেটা নামাইয়া রাখিলেন। আলমারি হইতে প্রকাণ্ড এ্যালবাম বাহির করিয়া ক্ষিপ্র হস্তে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। হঠাৎ একখানা ছবি চোখে পড়িতেই তাহা এ্যালবাম হইতে খুলিয়া লইয়া খবরের কাগজের পৃষ্ঠার ছবিখানার সহিত মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে আপন মনে বলিলেন "একই ছবি বিশ বছর আগেকার!"

ঠিক সেই সময় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রমেন আসিয়া উপস্থিত হইল।

"আরে রমেন যে! হঠাৎ কি মনে ক'রে? সেই মাস দুই আগে একদিন ঝড়ের মতো এলে আর চলে গেলে—তারপর আর দেখাশুনো নেই—আজ আবার হঠাৎ এই মেহেরবানীর মানে কি বলত?" বলিতে বলিতে নীতীশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া রমেনের হাত ধরিয়া খুব জোরে বারকতক নাড়া দিলেন।

"বলছি ভাই আগে একটু হাঁপ ছাড়তে দাও" বলিয়া রমেন একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল।

নীতীশ বেয়ারাকে ডাকিয়া দু'পেয়ালা চা আর কিছু খাবারের কথা বলিয়া দিল। তারপর এ্যালবাম খানাকে টেবিলের এক পার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিয়া বলিল—"তারপর ব্যাপার কি বলত ? হঠাৎ এমন ডুমুরের ফুল হয়ে গেলে কেন বল দেখি ? যখন তোমার এম-এ পাশের খবর শুনলুম মনে করলুম এইবার বুঝি তুমি দেশে গিয়ে জমিদারী দেখবে কিন্তু তা না ক'রে তুমি কোল্‌কেতাতেই পড়ে রইলে অথচ এদিকে আসবার তোমার মোটেই ফুরসৎ হয় না।"

সহাস্যে রমেন বলিল "সত্যি ভাই, ফুরসৎ একেবারে নেই বল্লেই হয়"—

"কি রকম ?" বলিয়া নীতীশ সোৎসুকে রমেনের মুখের দিকে চাহিল।

রমেন বোধ হয় সে চাহনীর অর্থ বুঝিয়াই বলিল "তুমি হয়ত মনে করছো...

বাধা দিয়া নীতীশ বলিল "আমি কিছুই মনে করিনি রমেন, বনেদী বড় লোকের ছেলে তুমি, কখন কি খেয়াল নিয়ে থাক তা বুঝিও না—বুঝতে চেষ্টাও করিনা। আর তার জন্তে তোমার দোষ দিইনি—তবে তুমি বলেই একটু আগ্রহ হয়...

নীতীশ হঠাৎ থামিয়া গেল। রমেন জিজ্ঞাসা করিল "মন্তব্যটা শেষ না ক'রেই হঠাৎ থেমে গেলে যে ?"

সহাস্যে নীতীশ কহিল "ওটা মুলতবী রইলো আর এক দিনের জন্যে—উপস্থিত তোমার এই আকস্মিক আবির্ভাবের কারণটা ..

কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই রমেন বলিল "একটা আকস্মিক বিপদের জন্যেই তোমার কাছে এসেছি তোমার পরামর্শ নিতে।"

সচকিতে রমেন জিজ্ঞাসা করিল "বিপদ ? কি রকম ?"

একটা সিগারেট ধরাইয়া উপর্যুপরি তাহাতে কয়েকটা টান দিয়া রমেন বলিল "রেখা মেয়েটীকে তোমার বোধ হয় বেশ মনে আছে ?"

সহাস্যে নীতীশ বলিল—"তোমার সেই ছাত্রীটী ত—এখন বোধ হয় থার্ডইয়ারে পড়ছে ?"

"হ্যাঁ সেই রেখা—কাল রাত্রে এই বালীগঞ্জ এসেছিল নিমন্ত্রণে, আজও ফেরেনি।" বলিয়া রমেন নীতীশের মুখের দিকে চাহিল।

সচকিতে নীতীশ বলিল—"মানে" ?

রমেন বলিল "যেখানে তার নিমন্ত্রণ ছিল সেখানে খোঁজ করা হয়েছে—তাঁরা বলেছেন রাত্রি দশটার সময় সে বাড়ী ফিরে গেছে !"

সবিস্ময়ে নীতীশ জিজ্ঞাসা করিল "তোমার কি মনে হয় কিড্‌ন্যাপ্‌ড" ?

দৃঢ়স্বরে রমেন বলিল "আমার তাই মনে হয়।"

"হুঁ" বলিয়া নীতীশ অন্যমনস্কভাবে এ্যালবাম খানার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

ভৃত্য চা ও খাবার লইয়া আসিল। এ্যালবাম খানাকে ঠেলিয়া রাখিয়া নীতীশ এক টুক্‌রা কাগজে তাড়াতাড়ি কয়েক ছত্র লিখিয়া ভৃত্যের হাতে দিয়া বলিল "মিস্ রেণুকা রায়কে এক্ষুণি দিয়ে আয়"—ভৃত্য চলিয়া গেল।

রমেনের পৃষ্ঠদেশে একটা মৃদু চাপটাঘাত করিয়া নীতীশ বলিল "ভাবনা পরে, আগে এসো এগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক্..."

চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া রমেন বলিল "আমার ভাই কিছুই ভালো লাগছে না যতক্ষণ না এর একটা কিনারা হয়।"

গম্ভীরভাবে নীতীশ বলিল "বড় দরদ দেখছি যে—এর মধ্যে একটু ইয়ে আছে বলে মনে হব। যাক্ যাই থাক্ ডিটেক্‌টিভ-গিরি নিজেই করো—কেস্‌টাও বেশ ইন্‌টারেষ্টিং, তবে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে একবার সেই নিমন্ত্রণকারী বা কারিণীর সঙ্গে সাক্ষাত করা যদি এর আগে তাঁর সঙ্গে তোমায় দেখা না হয়ে থাকে। পরের মুখের কথার উপর নির্ভর ক'রে ডিটেক্‌টিভ-গিরি চলে না। বুঝলে?"

খালি পেয়ালাটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া রমেন বলিল "আমিও তাই মনে করেছি নীতীশ, তবে বলতে পারিনা কতদুর কি করে উঠতে পারবো। তোমাকে জানিয়ে রাখছি

দরকার হলেই তোমার কাছে ছুটে আসবো", বলিয়া রমেন উঠিয়া পড়িল।

ঘর হইতে বাহির হইবার পথেই বাধা পড়িল মিস্ রেণুকা রায়ের আবির্ভাবে! সসম্ভ্রমে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া নীতীশ বলিল "আসুন মিস্ রায়, আমার নোট পেয়েছেন বোধ হয়?"

"কৈ না—কখন পাঠিয়েছেন বলুন ত?" বলিতে বলিতে মিস্ রায় একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন। সহাস্যে নীতীশ বলিল "এইমাত্র, বোধ হয় সে যাবার আগেই বেরিয়ে পড়েছেন।"

মিস্ রায়ের মুখখানা রমেনের পরিচিত বলিয়াই মনে হইল,—যেন রেখার সহিত তাঁহাকে কোথায় দেখিয়াছে অথচ ঠিক স্মরণ হয় না। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন কথা বলা নিতান্ত অসঙ্গত মনে করিয়াই রমেন দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

মিস্ রায় খবরের কাগজখানা টানিয়া লইতেই নীতীশ বলিল "আপনাকে জরুরী নোট পাঠাবার কারণ ঐ কাগজের একখানা বিজ্ঞাপন। আমাদের স্কুলের প্রেসিডেণ্ট এ্যটর্ণী ধনঞ্জয় সান্ন্যালের বিজ্ঞাপনটা আপনি বোধ হয় দেখেন নি..."

বলিয়া নীতীশ তাড়াতাড়ি ব্লু পেন্সিলের দাগ দেওয়া একটা সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপন দেখাইয়া দিল।

মিস্ রায় মনোযোগ সহকারে বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিলেন। বিজ্ঞাপনটীর মর্ম্মার্থ এইরূপ:—

"প্রায় বিশ বছর আগেকার কথা। টালার স্বনাম ধন্য জমিদার নিখিল চৌধুরী পত্নীর উপর সন্দিহান হইয়া তাহাকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করেন এবং নিজে খুনের অপরাধে ধরা পড়িবার ভয়ে দেশত্যাগী হন! এতদিন পরে ভোলানাথ নামে এক ব্যক্তি নিখিল বাবুর বিশাল সম্পত্তির দাবী করিতেছেন। এই ভোলানাথ বাবু নাকি নিখিল বাবুর ভাগিনেয়। যদি এক মাসের মধ্যে ঐ সম্পত্তির প্রকৃত ওয়ারিশান বলিয়া আর কেহ দাবী না করেন উক্ত ভোলানাথ বাবুই সম্পত্তির অধিকারী হইবেন।"

বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিয়া মিস রায় সহাস্যে বলিলেন "খবরের কাগজে এই ধরণের বিজ্ঞাপন ত প্রায়ই দেখা যায়, এতে আর নূতনত্ব কি আছে বলুন ত?"

গম্ভীরভাবে নীতীশ বলিল "এই খুনে আসামীটাকে ধরবার ভার একদিন আমাদের উপর পড়েছিল কিন্তু তখন কোন কিনারা হয়নি। আজ বিশ বছর পরে কেসটা যেন আবার সজীব হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে।"

সোৎসুকে মিস্ রায় বলিলেন "কেসটার তদন্তের ভার কি প্রথম থেকেই আপনারই হাতে পড়েছে?"

মিস রায়ের কথায় নীতীশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একজন মহিলার সম্মুখে তাহার এইরূপ আচরণ নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে মনে হইতেই সে মুহূর্ত্তে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া নিতান্ত অপরাধীর মতো বিনীতভাবে কহিল "কিছু মনে

করবেন না মিস রায়—আমি আমার এই অশিষ্ট আচরণের জন্য সত্যই লজ্জিত। বিশ বছর আগে আমি নিজেই জানতাম না আমার কর্ম্মজীবনের গতি কোন্‌মুখী হবে।”

সহাস্যে মিস রায় বলিলেন “আমার প্রশ্নটাই বোধ হয় সঙ্গত হয়নি—এখন আমার মনে হচ্ছে। যাক হঠাৎ এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন কেন বলুন ত ?”

স্মিতমুখে নাতীশ বলিল “আমি এখানে আসবার পর উপরওয়ালাদের মুখেই কেসটার কথা শুনেছিলাম। তারপর পুরাণো কাগজ পত্র দেখতে দেখতে এর সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে পারি—তারপর এই আকস্মিক বিজ্ঞাপন। যাক এখন এ বিষয়ে আপনার কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেতে পারি কিনা তাই বলুন।”

“আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছিনা নীতীশ বাবু আমি আপনাকে কতটুকু সাহায্য করতে পারবো।” বলিয়া মিস রায় নীতীশের মুখের দিকে চাহিলেন।

সম্মুখের জানালা দিয়া সহরের পথের জনস্রোত বেশ দেখা যাইতেছিল—নীতীশের দৃষ্টি ছিল সেইদিকে। সে সহসা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সোৎসুকে মিস্‌ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন “একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করলেন নাকি? আপনাদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপথ থেকে কিছু এড়িয়ে যাবার যো নেই।”

এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া নাতীশ বলিল "রেখার সঙ্গে আপনার একটু জানাশুনা ছিল বোধ হয় মিস রায় ?"

"কোন্ রেখার কথা বলছেন আপনি" বলিয়া মিস রায় কৌতুহলপূর্ণ-দৃষ্টিতে নাতীশের মুখের দিকে চাহিলেন ।

স্মিতমুখে নাতীশ বলিল "আমাদের রমেনের ছাত্রী শ্যাম-বাজারে থাকতেন—স্কুল মিষ্ট্রেস্ ।"

"ও রেখা হালদার, আলাপ হয়েছিল শুধু বললে সত্যের অপলাপ করা হয়—তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। তা হঠাৎ তার কথা তুললেন যে ?"

"কাল থেকে মেয়েটার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, এই মাত্র রমেনের মুখে শুনলুম।"

"কি বলছেন আপনি—কাল সন্ধ্যার পর আমি তাকে ছাত্রী নিবাসের একটী মেয়ের সঙ্গে লেকরোডে যেতে দেখেছি।"

"ঠিক সন্ধ্যার সময় ?"

"তখনও সাতটা বাজেনি বলেই মনে হয়।"

"আপনাদের কথাও মিথ্যা নয়—নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে সে কাল রাত্রে বালীগঞ্জে এসেছিল—কিন্তু বাড়ী ফেরেনি।"

"আশ্চার্য্য ব্যাপার ত ! নেহাত এতটুকু মেয়ে নয় !"

"আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই মিস রায়, সবই সম্ভব—বিশেষতঃ এই কলকেতা সহরে ! যাক্, আপনার অনেকখানি সময় অযথা নষ্ট করলুম—তার জন্যে ক্ষমা করবেন। প্রতিশ্রুতি যা দিয়ে যাচ্ছেন সেটা যেন ভুলবেন না। বেশী কিছু করতে

হবে না আপনাকে, চৌধুরী ষ্টেটের উত্তরাধিকারীত্বের দাবী নিয়ে আপনাদের সেক্রেটারী সাহেবের আপিষে যে সব নূতন মূর্ত্তির আবির্ভাব হবে তাদের সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পারবেন সেটুকু আমাকে জানাইলেই আমি কৃতার্থ হবো।"

"তাহলে রীতিমত গোয়েন্দা-গিরি করতে হবে বলুন? কিন্তু কাজটা আমার চেয়ে ভাল করতে পারবে সেক্রেটারী সাহেবের পেয়ারের চাকর ছোটু—কারণ তাঁর আপিষে আমি বড় একটা যাই না।"

"বেশ ভারটা তাহলে ঐ ছোটুর উপরেই দেবেন—তবে আমায় সংবাদ দেবার ভার রইলো আপনার উপর।"

মিস্ রায় বিদায় লইলে নীতীশ তাড়াতাড়ি বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির হইয়া পড়িল!

স্থাপিত ১৩৫১ সাল
পাড়া, বালী

৩

বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড স্বর্গীয় বার-এ্যাট-ল ষ্টিফেন হালদারের বাংলো। চারিদিকে অনুচ্চ প্রাচীর—সম্মুখে সুবৃহৎ ফটক। ফটক হইতে দুইটী কঙ্করময় পথ উঠানের ডিম্বাকৃতি কোমল-তৃণাচ্ছাদিত স্থানটী ঘুরিয়া সম্মুখের গাড়ী বারান্দায় গিয়া মিশিয়াছে। ফটকের দুই পার্শ্বের দুইটী থাম ও মাথার উপরটী দেশী বিলাতী লতায় ঢাকা সুন্দর কেয়ারী করা। বাংলোখানি তেমন বড় না হইলেও সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্যে পথচারী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। উঠানের দুই পার্শ্বে ফুলের বাগানে গোলাপ মল্লিকা বেল যূঁই সূর্য্যমুখী ক্রিসান্থিমাম প্রভৃতি নানা প্রকারের ফুলের গাছ—গাছে গাছে অজস্র ফুল!

হালদার সাহেবের পরলোক গমনের পর হইতে যদিও এই ফুল বাগানটীর উপর কাহারও তেমন যত্ন ছিল না তথাপি ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

ফুল বাগানে একটা ছোট্ট টেবিলের উপর চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম রাখিয়া উর্ম্মী—ওরফে মিষ্টার হালদারের একমাত্র কন্যা উর্ম্মীলা ছবি আঁকিতেছিল।

পশ্চাৎ হইতে রমেন ডাকিল "উর্ম্মী"—

সচকিতে উর্ম্মীলা ফিরিয়া চাহিল এবং রমেনকে দেখিতে পাইয়া হাতের তুলিটা টেবিলের উপর ফেলিয়া রমেনের কাছে ছুটিয়া গেল। এবং রমেনের ডান হাতখানা ধরিয়া টানিতে টানিতে চীৎকার করিয়া বলিল "মা কে এসেছে দেখ—"

বারান্দা হইতে উর্ম্মীলার মাতা বলিলেন "কে রে উর্ম্মী ?"

সহাস্থে উর্ম্মীলা বলিল "দেখ না কে—রমেনদা—কতকাল পরে হঠাৎ পথ ভুলে এসে পড়েছে।" বলিয়াই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

উর্ম্মীলার মাতা বলিলেন "ও রমেন, এসো বাবা—উর্ম্মি তোর রমেনদাকে ভেতরে নিয়ে আয়" বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

উর্ম্মিলা তখনও রামেনের হাতখানা ধরিয়াছিল, সে তাহাকে টানিতে টানিতে ভিতরের দিকে লইয়া গেল।

বসিবার হলঘরে উর্ম্মীলার মাতা তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। রমেন ও উর্ম্মিলা আসিবামাত্র উর্ম্মিলার মাতা বলিলেন "এতদিন মাসীমাকে কেমন ক'রে ভুলে ছিলে রমেন ?"

"কাজের ঝঞ্ঝাটে হয়ে ওঠেনি মাসিমা" বলিতে বলিতে রমেন একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। এবং উর্ম্মিলার মাতার দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই বলিল "একটা বিপদে পড়েই আজ আমায় এখানে আসতে হয়েছে মাসি-মা।"

সবিস্ময়ে উর্ম্মিলার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন "বিপদ, বিপদ কি বাবা ?"

রমেন রেখার আকস্মিক নিরুদ্দেশের কথা বলিল।

রমেণের কথা শুনিয়া উর্ম্মিলা বলিল "কাল রাত দশটা পর্য্যন্ত রায় বাহাদুরের বাটীতে আমি আর লীনা রেখাদির সঙ্গে গল্প করেছি। দশটার পর গাড়ী আসতেই রেখাদি চলে গেলেন।"

সবিস্ময়ে রমেন বলিল "গাড়ী এল কোথেকে ?"

রমেনের এই প্রশ্নটা যেন উর্ম্মিলার কাছে অসঙ্গত বলিয়া মনে হইল। সে যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল "কেন গাড়ী ত আপনিই পাঠিয়েছিলেন। এখন আবার গাড়ীর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেম যে ? গাড়ীর ড্রাইভার এসে বললে রমেনবাবু গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন, এই কথা শুনেই ত রেখাদি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন।

উর্ম্মিলার কথায় রমেনের এই আকস্মিক ভাবান্তরটুকু কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না। সে কোনরূপে আপনাকে একটু সংযত করিয়া লইয়া বলিল "বদমায়েসরা খাসা চাল চেলেছে। আমার নাম না কর্লে রেখা কখনও একটা অজানা লোকের গাড়ীতে উঠতো না। আচ্ছা বলতে পারো গাড়ীখানা কি রঙের —গাড়ীর ড্রাইভারটা বাঙ্গালী না পাঞ্জাবী ?"

উর্ম্মীলা বলিল "গাড়ীর রংটা কালো—নতুন মডেলের ঢাকা গাড়ী—ড্রাইভার একজন পাঞ্জাবী। রেখাদি গাড়ীখানা আর ড্রাইভার দেখেই চিনতে পারলো—বললে রমেনদা যখন দরকার হয় এই গাড়ীতেই যান ড্রাইভার লালজী বেশ ভাল লোক।"

রমেন চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "এ কথ্ খনো হতে পারে না—লালজী কখনো আমার সঙ্গে বেইমানী কর্ত্তে পারে না। আমিই তাকে গাড়ী কিনে দিয়েছি।"

প্রতিবাদ করিয়া উর্ম্মিলার মাতা বলিলেন "হয় বৈকি বাবা—মানুষের দ্বারা সবই হয়—মানুষেই নুন খেয়ে বেইমানী করে। আমাদের জীবনে আমি এমন দু-একজনকে দেখেছি।"

"আমি অস্বীকার করিনা মাসিমা, তবে লালজীকেও আমি অবিশ্বাস করতে পারিনে।" বলিয়া রমেন গমনোদ্যোগ করিলে উর্ম্মীলার মাতা বলিলেন "ওকি চলে যাচ্ছো যে বাবা, একটু চা-টা খেলে না—"

"আর একদিন আসবো মাসি মা, এখন একবার লালজীর সঙ্গে দেখা করতেই হবে।" বলিয়া রমেন দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

৪

বেলগেছিয়া রোডের নিকটবর্ত্তী একখানা তিনতালা বাড়ীতে পাঞ্জাবী ড্রাইভারদের বাসা। লালজী ড্রাইভারও এইখানে থাকিত।

রমেন বালীগঞ্জ হইতে যখন লালজীর বাসায় আসিয়া পৌঁছিল তখন ৭টা বাজিয়া গিয়াছে।

লালজী সাধারণতঃ সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিত এবং গাড়ীখানা গ্যারেজে তুলিয়া দিয়া রাত্রের মত বাসায় চলিয়া আসিত। তবে বিশেষ প্রয়োজন হইলে কখনও কখনও রাত্রে সে গাড়ী বাহির করিত কিন্তু যে দিন বেশী রাত্রে ফিরিয়া আসিত সেদিন বাকী রাত্রিটুকু গ্যারেজে থাকিয়াই কাটাইয়া দিত। ড্রাইভারদের মধ্যে একমাত্র ধনিসিংয়ের সহিত লালজী মিশিত—এবং এই ধনিসিংই ছিল লালজীর একমাত্র বন্ধু।

বাসায় অনুসন্ধান করিয়া রমেন লালজীর কোন সংবাদই পাইল না। তখন অগত্যা সে ধনিসিংয়ের সন্ধানে নিকটবর্ত্তী ষ্ট্যাণ্ডের দিকে গেল। সৌভাগ্যক্রমে বেশীদূর তাহাকে যাইতে হইল না—নিকটবর্ত্তী একটা গলির মোড়ে গাড়ী থামাইয়া ধনীসিং একজন ভদ্রলোকের সহিত অনুচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা

কহিতেছিল রমেনকে দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। ভদ্রলোকটি ও অসমাপ্ত কথা শেষ না করিয়াই সরিয়া পড়িল।

মিলিটারী কায়দায় একটা সেলাম ঠুকিয়া ধনিসিং বলিল "গাড়ী চাই নাকি বাবু?"

রমেন বলিল "না, গাড়ী আজ দরকার নেই— আমি এসেছিলুম লালজীর সন্ধানে, বাসায় তাকে দেখতে পেলুম না, তার গাড়ী খানা গ্যারেজেই রয়েছে— সে কোথায় গেছে বলতে পারো?"

বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে ধনিসিং বলিল "তার কথা আর বলবেন না বাবু—আজকাল লালজী আর সে লালজী নেই—ভারি মাতাল হয়ে পড়েছে বাবু—কাল খুব মদ খেয়েছিল—রাস্তায় পড়ে গিয়ে কি কার সাথে মারামারি ক'রে— ঠিক বলতে পারি না—হাত ভেঙ্গে শিয়ালদহ হাঁসপাতালে পড়ে আছে।"

সবিস্ময়ে রমেন বলিল "লালজীকে আমি ভাল করেই জানি তার মেজাজ ত তেমন নয়!"

"নেশায় মানুষের মেজাজ কত বদলে যায় বাবু—সে আপনি কি বুঝবেন।" বলিয়া ধনিসিং হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে রমেন বলিল "থাক, তুমি বলতে পারো লালজী কাল কখন্ গাড়ী বার করেছিল আর কতরাত্রে গ্যারেজে গাড়ী তুলেছিল?" সবেগে মাথা নাড়িয়া ধনি সিং বলিল "সেটা ঠিক বলতে পার্ব্বো না হুজুর—বাসাথেকে খুব সবেরে সে বেরিয়েছিল তারপর আর সে ফিরে আসেনি।"

সোৎসুকে রমেন জিজ্ঞাসা করিল "তাহলে তার হাত ভাঙ্গার খবর তুমি জানলে কেমন করে ?"

সহাস্যে ধনিসিং বলিল "হামি লোক ত বাঙ্গালি নই বাবু যে কোন ভাই বেরাদারের কিছু হলে কোন খবর রাখবো না ? একজন পাঞ্জাবীর কিছু মুসিবৎ হলে হাওয়ায় খবর পৌঁছে যায় সারা সহরের দেশালী ভাই বেরাদারের কাছে। খবর পেয়ে হামিলোক আট আদমী হাঁসপাতালে গিয়েছিল তাকে ভর্ত্তি কর্ত্তে।"

ধনিসিংয়ের কথায় সত্য মিথ্যা যতটুকুই থাকুক না কেন লালজী যে হাঁসপাতালে আছে সে বিষয়ে রমেনের কোন সন্দেহই রহিল না। নিতান্ত ইচ্ছাস্বত্বেও এত রাত্রে হাঁসপাতালে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাত করা হয়ত সুবিধাজনক হইবে না ভাবিয়া কাজটা পরদিনের জন্য মুলতুবী রাখিয়া উপস্থিত একেবারে গ্যারেজে গিয়া লালজীর গাড়ীখানা পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিল। কারণ তাহার মনে তখন নানা প্রকার সন্দেহ লালজীর এই আকস্মিক হাত ভাঙ্গার ব্যাপারটা লইয়া।

রমেনকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ধনিসিং বলিল "আপনি কি এখনই লালজীর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান হুজুর, তাহলে আমার গাড়ীতেই চলুন—"

কি ভাবিয়া রমেন তাহার প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য করিল না। সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই ধনিসিং গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ধনিসিংয়ের গাড়ী শিয়ালদহ হাঁস-

পাতালের ফটক পার হইয়া সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের সম্মুখ গিয়া দাঁড়াইল। হাঁসপাতালের নিয়মানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে রোগীর সহিত সাক্ষাত করিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে হয়। রমেন তাহা জানিত বলিয়াই রেসিডেণ্ট সার্জ্জেনের অনুমতি লইয়া লালজীর সহিত সাক্ষাত করিতে গেল।

সহসা ধনিসিংয়ের সহিত রমেনকে দেখিয়া লালজী চমকিয়া উঠিল। রমেন কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া লালজীর খাটের পার্শ্ববর্ত্তী একখানা টুলের উপর বসিয়া বলিল "ব্যাপার কি লালজী তুমি এমন করে হাত ভাঙ্গলে কি করে?"

বাঁ হাতখানা কপালে ঠেকাইয়া লালজী বলিল "নসীব বাবু সবই নসীব। কাল রাত্রে আন্দাজ ৯টার সময় হাওড়া ষ্টেশন থেকে সওয়ারী নিয়ে তাদের কালীঘাটে পৌঁছে দিয়ে ফিরছি—ফাঁসিতলার মাঠের কাছে একখানা গাড়ী উল্টা দিক থেকে এসে আমার গাড়ীতে ধাক্কা মারে—আমার হয়ে গেল রাগ—বেশ দুকথা শুনিয়ে দিলাম ড্রাইভারকে। সে এলো রুকে—আমার ত মেজাজটা ভাল ছিলনা, আমিও রুকে দাঁড়ালাম—মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি—হঠাৎ পেছন থেকে কে আমার মাথায় এক ঘা লাঠি মারতেই আমার মাথাটা ঘুরে গেল—সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর কি হল কিছুই জানিনা—জ্ঞান হয়ে দেখছি আমি এখানে পড়ে আছি—আমার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।"

রমেন জিজ্ঞাসা করিল তোমার গাড়ীখানা গ্যারেজে তোলা আছে দেখলুম, এই ব্যাপারের পর গাড়ীখানাই বা কে গ্যারেজে তুললো সে সম্বন্ধে ধনিসিং তোমায় কিছু বলেনি ?"

সবিস্ময়ে লালজী বলিল "কাল থেকে ধনিসিংয়ের সঙ্গে আমার ত দেখা হয়নি বাবু !"

রমেন সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল "কিন্তু ধনিসিং যে আমায় বলল সে তোমায় দেখতে এসেছিল ? তারা আরও বলল যে তুমি মদ খেয়ে মাতলামো ক'রেই এই বিপত্তি ঘটিয়েছো।"

তীব্রকণ্ঠে লালজী বলিল "কখ্‌খনো নয়"—তারপর স্বরটাকে একটু নরম করিয়া বলিল "সারাদিন হারভাঙ্গা খাটুনীর পর মিথ্যে বলবো না আপনাকে বাবু—আপনার দয়াতেই আজ দাঁড়িয়ে আছি—দেহটায় কেমন যুৎ থাকে না, কাজেই মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর একটু আধটু খাই। কিন্তু কখনও বেএক্তার হইনি বাবু। ধনিসিংয়ের কথা মিথ্যে—ডাহা মিথ্যে। সে আমায় দেখতে আসেনি।"

রমেন বলিল "মেনে নিলুম ধনিসিংয়ের কথা মিথ্যা, কিন্তু কাল রাত্রি দশটার পর বালীগঞ্জ থেকে রেখা তোমার গাড়ীতে বাড়ী ফিরছিল—এই খবর পেয়েছি, আশ্চর্য্যের বিষয় সে আজও বাড়ী ফেরেনি ; এ সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো ?"

সবিস্ময়ে লালজী বলিল "এযে অসম্ভব বাবু—রাত্রি ৯টার সময় ফাঁসিতলার মাঠে মারামারি হ'ল—তারপর আমি এলাম

হাঁসপাতালে—গাড়ীখানা সেখানেই পড়েছিল—দিদিমণি সে গাড়ীতে ফিরলো কি ক'রে বুঝতে পাচ্ছিনে ত বাবু ?”

দৃঢ়স্বরে রমেন বলিল “শুধু তাই নয় লালজী, আমি আরও শুনেছি গাড়ীর ড্রাইভার পরিচিত বলেই রেখা সে গাড়ীতে উঠেছিল। নইলে সে এত বোকা মেয়ে নয় যে অত রাত্রে একজন অপরিচিত লোকের গাড়ীতে উঠবে।”

“এই আপনার পা ছুঁয়ে দিব্বি করছি বাবু আমি দিদিমণিকে আনতে যাইনি”—বলিয়া লালজী তার বাঁ হাতখানা বাড়াইয়া দিল।

“ধনিসিংয়ের উপর তোমার কোন সন্দেহ হয় কি লালজী ?” বলিয়াই রমেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লালজীর মুখের দিকে চাহিল।

দৃঢ়স্বরে লালজী বলিল “না বাবু ওকে আমি ভাল করেই চিনি—এসব কাজে ও যায়না।”

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য রমেন কি ভাবিয়া বলিল “আচ্ছা কাল রাত্রে যে ড্রাইভারটার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয় তাকে তুমি চিনতে ?”

লালজী বলিল “এমনি মুখচেনা ছিল বাবু, মাণিকতলার ষ্ট্যাণ্ডে ওর গাড়ী থাকে—আমারই মত ঘেরাগাড়ী হলদে রঙয়ের—নম্বরটা ১২৭ কি ১৭২ টি। কালরাত্রে নম্বরটা দেখেছি—ঠিক খেয়াল হচ্ছে না। তা দিদিমণি কি বাড়ী ফেরেনি বাবু ?”

“না লালজী”—বলিয়া রমেন উঠিয়া দাঁড়াইল।

লালজী সাগ্রহে বলিল "বাবু—"

যাইতে যাইতে ফিরিয়া রমেন বলিল "কি লালজী ?"

"হাঁসপাতাল থেকে এখন ছুটী দেবে না বাবু। আমি ত এখন ভালই আছি—হাতটা একটু জখম হয়ে গেছে বৈত নয়, ওর জন্যে পরোয়া করিনা বাবু। রোজ সকালে একবার করে আসবো'খন ডাক্তারকে দেখাতে। ছুটী পেলে আমিও আপনার সঙ্গে যেতাম দিদিমণির খোঁজ করতে।" বলিয়া লালজী সাগ্রহে রমেনের মুখের দিকে চাহিল।

রমেন বলিল "রাত্রে ছুটী দেবার নিয়ম নেই লালজী, কাল সকালে এসে সে ব্যবস্থা করবো এখন।" বলিয়া রমেন দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

হাঁসপাতালের বাহিরে আসিয়া রমেন ধনিসিংয়ের গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া বলিল "ধনিসিং তুমি আমায় মাণিকতলা বাজারের কাছে নামিয়ে দাও তাহলেই তোমার ছুটী।"

ধনিসিং গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে দিতে বলিল "ভাই দোব বাবু"। গাড়ী বিদ্যুৎবেগে ছুটিল।

অনতি-বিলম্বে গাড়ীখানা মাণিকতলা বাজারের সম্মুখে আসিতেই রমেন নামিয়া পড়িল এবং ধনিসিংকে তাহার প্রাপ্য ভাড়া দিতে গেল। ধনিসিং প্রচণ্ডভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল "আপনাদেরই ত খাচ্ছি বাবু এইটুকুর জন্যে আর ভাড়া নোব কি—তাছাড়া লালজী আমার দোস্ত—সেইই বা কি মনে করবে ?" ধনিসিংয়ের এরূপ উদার প্রতিবাদ রমেন গ্রাহ্য না

সঙ্ঘ গ্রন্থাগার

করিয়া দুইটা টাকা তাহার হা... দিকে চলিয়া গেল। ধনিসিংহ গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ষ্ট্যাণ্ডে তখন দুইখানি গাড়ী ... একখানা হলদে রঙয়ের ঢাকা গাড়ী। নম্বর ১৭২ টি। রমেন কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া সেই গাড়ীতেই উঠিয়া বসিল।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাবো বাবু?"

রমেন বলিল "শ্যামবাজার—"। ড্রাইভার গাড়ী ষ্টার্ট দিল।

৩০/১৮২

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে রমেন ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিল "কাল রাত্রে ভবানীপুরের ট্যাক্সি ড্রাইভারদের একটা মারপিট হাঙ্গামা হয়ে গেছে সে সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো কি?"

রমেনের প্রশ্নে ড্রাইভার মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া চাহিতেই রমেন লক্ষ্য করিল যে তাহার মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া গিয়াছে।

গোটা দুই ঢোক গিলিয়া ড্রাইভার বলিল "মাণিকতলার ষ্ট্যাণ্ডে আমার গাড়ী থাকে, ভবানীপুরের খবর আমি কি ক'রে জানবো বাবু?"

দৃঢ়স্বরে রমেন বলিল "ঘটনাটার সূত্রপাত হয়েছিল তোমার গাড়ীর সঙ্গেই ধাক্কা লেগে বিশ্বস্ত-সূত্রে আমি এ খবর পেয়েছি— তুমি কথাটা উড়িয়ে দিলে আমি শুনবো কেন? আমি ব্যাপারটা সব জানতে চাই—তুমি যদি কোন কথা গোপন না ক'রে সব ঠিক ঠিক আমার কাছে বল তাহলে আমি তোমায় খুসি কর্ব্বো;

আর যদি তা না কর তাহলে তোমায় বিপদে পড়তে হবে এও আমি বলে রাখছি।”

রমেনের এতগুলো কথা ড্রাইভারের কাণে গেল কিনা বলা যায় না। সে আপন মনে গাড়ী চালাইতে লাগিল। ঠনঠনিয়ার মোড় পার হইতেই রমেন দেখিল আর একখানা ট্যাক্সি দ্রুতবেগে তাহাদের গাড়ীর পাশ দিয়া চলিয়া গেল—রাস্তার তীব্র আলোকে গাড়ীর আরোহীদিগের মধ্যে একটী পরিচিত মুখ দেখিয়া রমেন তীব্রকণ্ঠে বলিল ‘জোর্‌সে চালাও—সামনেওয়ালা ট্যাক্সি পাকড়্‌নে হোগা—”

ড্রাইভার গাড়ীর বেগটা অপেক্ষাকৃত একটু বাড়াইয়া দিল বটে কিন্তু তাহাতে ফল হইল না। আগের গাড়ীখানা নিমেষে দৃষ্টিপথ বহির্ভূত হইয়া গেল। ড্রাইভারের এই অশিষ্ট আচরণে রমেন মনে মনে খুবই বিরক্ত হইল বটে কিন্তু তখনকার মত কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হেদুয়া পুষ্করিণীর সন্নিকটে আসিয়া ট্যাক্সিখানা থামিয়া গেল। হঠাৎ গাড়ীখানা থামিয়া যাইবার কারণটা জানিবার জন্ম রমেন গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইল। বিডনষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে সে কি বিপুল জনতা! রমেন গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল এবং জনতা ঠেলিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে শুধু বিস্মিত হইল না অধিকন্তু যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ব্যাপারটা এই:—ইতিপূর্ব্বে যে ট্যাক্সিখানিতে একটী পরিচিত মুখ দেখিয়া সে ড্রাইভারকে ওই

গাড়ীখানার অনুসরন করিতে বলিয়াছিল এখানে সেই গাড়ী।

গাড়ীতে আরোহী ছিল মাত্র দুইজন। দুইজনের মধ্যে একজন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা মিস্ রেণুকা রায়, আর একজন একটী অপরিচিত যুবক। রমেন ইতিপূর্ব্বে এই যুবককে যে কখনও দেখিয়াছে এমনটা মনে হইল না।

যাহা হউক সে তাড়াতাড়ি মহিলাটির নিকটবর্ত্তী হইল। বলিল "ব্যাপার কি মিস্ রায়?"

অকস্মাৎ স্রোতে ভাসমান ব্যক্তি সম্মুখে একখানা কাষ্ঠখণ্ড দেখিয়া যেমন তাহাই তাহার উপস্থিত বিপদের একটা অবলম্বন মনে করিয়া ধরিবার জন্য আকুলভাবে সেইদিকে ছুটিয়া যায়, রমেনকে পাইয়া তেমনি সাগ্রহে তাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া রেণুকা ব্যাকুলভাবে কহিল "রমেনবাবু আমার সৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন—এখন আপনি একটা উপায় করুন!"

সান্ত্বনাপূর্ণ-স্বরে রমেন বলিল "কোন চিন্তা করবেন না মিস্ রায়। ব্যাপারটা কি হয়েছে আগে বলুন—যখন এসে পড়েছি তখন আপনাকে কোন বিপদের মাঝখানে ফেলে আমি চলে যাব না। উপায় একটা ক'র্‌বোই।"

সোৎসুকে রেণুকা বলিল "আসল ব্যাপার এখানে বলা সঙ্গত হবে না। তবে উপস্থিত ড্রাইভার যে ফ্যাসাদ বাধিয়েছে সেটা থেকে রেহাই পেলে অন্য কোথাও গিয়ে আপনাকে সব বল্‌বো।

ড্রাইভারটা খুব জোরে গাড়ী চালাছিল, সামলাতে না পেরে

এখানে একটা লোককে ধাক্কা দিয়েছে, লোকটা ঠিক্‌রে গিয়ে পড়েছে ওই ফুট পাতের ওপর।

মোড়ের পুলিশ আর রাস্তার কয়েকজন ভদ্রলোক গাড়ীখানাকে না আটকালে ড্রাইভার এতক্ষণ গাড়ী নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে যেত। আমার সৌভাগ্য তাই এই এ্যাক্‌সিডেন্ট. নইলে আমার অদৃষ্টে যে কি হোত তা ভাবতে পাচ্ছিনা।" ..

রমেন আর কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়াই তাড়াতাড়ি বিটের কনেষ্টবলটির কাণে কাণে কি দু' একটী কথা বলিল। কনেষ্টবল তখন উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্থানীয় জনতা সরাইয়া দিল এবং সংজ্ঞাহান আহত লোকটাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিয়া নিজে ড্রাইভারের পার্শ্বে বসিল। রমেন মিস্‌ রায়কে ইঙ্গিতে ডাকিয়া লইয়া ট্যাক্‌সিতে উঠিবার সময় মিস্‌ রায়ের সঙ্গিটাকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিল জনতার সহিত সেও অন্তর্হিত। এবং যে ট্যাক্‌সিখানিতে রমেন মাণিকতলা হইতে আসিয়াছিল নির্দ্দিষ্ট স্থানে সেখানিও নাই।

বেলগেছিয়া হাঁসপাতালে আহত ব্যক্তির চিকিৎসা ও পরিচর্য্যার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, এবং কনষ্টেবলটিকে বিদায় করিয়া রমেন মিস্‌ রায়কে সঙ্গে করিয়া যখন বাসায় ফিরিল তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। তাহার একমাত্র পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য শম্ভুনাথ তখনও পর্য্যন্ত প্রভুর প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল বারাণ্ডার এক পার্শ্বে ছোট্ট একখানি মাতুর বিছাইয়া শম্ভুনাথ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তামাকু-সেবন করিতেছিল। এবং আপন

মনে গুণ্ গুণ্ করিয়া সেকালের অভিমন্যুবধ যাত্রার একখানি গান গাহিতেছিল। কাজে অকাজে যখনই শম্ভুনাথ একটু সুযোগ পাইত তাহার মুখে এই গানখানি শোনা যাইত। সেদিন হুকাটায় খুব জোরে একটা দম লাগাইয়া যখন সে ধরিল "দাদা অভি কেন যাবি সে ঘোর শ্মশানে" ঠিক সেই সময় সিঁড়ী হইতে রমেন ডাকিল— "খুব গান হচ্ছেতো দেখতে পাচ্ছি অভিকে আর শ্মশানে না পাঠিয়ে তুই একবার ষ্টোভটা জ্বাল দেখি— ৫ মিনিটের ভেতর দুকাপ চা চাই বুঝলি ?"

হুকাটাকে তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিয়া শম্ভুনাথ সেল্‌ফ হইতে ষ্টোভ ও চায়ের সরঞ্জাম নামাইতে নামাইতে বলিল "বড় বাড়িয়ে তুলেছো খোকাবাবু— সেই কখন বেরিয়েছো ভাল করে জল খেলেনা শুধু একটু চা খেয়ে গেলে আর ফিরে এলে রাত্রির দুপুর ক'রে। এমনি করলে শরীরটা কদ্দিন টেঁকবে বলোত ? শম্ভুনাথ আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহার সঙ্গে একটি অপরিচিত মহিলাকে দেখিয়া সে যেন একটু থতমত খাইয়া গেল এবং ক্ষিপ্র হস্তে ষ্টোভ জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল।

রমেন বসিবার ঘরে একটী কৌচ দেখাইয়া দিয়া মিস্ রায়কে বলিল— "গরীব মানুষ মেসে পড়ে থাকি আপনাদের খাতির করবার মত কিছুই নেই। শ্রান্ত আপনি এইখানে একটু বসুন। বলিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া রমেন মিস্ রায়ের সম্মুখে জানাইয়া দিল এবং বলিল "কইরে তোর চায়ের কত দেরী ?"

কেট্‌লিটা ষ্টোভের উপর চড়াইতে চড়াইতে শম্ভুনাথ বলিল —"দিচ্চি চা তোমায়, জলটা গরম হতে যা দেরী।"

সহাস্যে রেণুকা বলিল সত্যি ত রমেন বাবু, এ আপনার অন্যায়, বলবা মাত্রই কি ষ্টোভ জ্বালা, চা তৈরী করা হয় ? অবিশ্যি হোত যদি আমাদের পুঁথিতে তেমন কোন মন্ত্র থাক আর সেটা ওই বৃদ্ধলোকটীর জানা থাকতো!"

কথাটা শুনিয়া রমেন না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। তবে তাহার প্রশ্নটা যে অসঙ্গত হইয়াছে সে কথা ভাবিয়া মনে মনে একটু লজ্জা পাইল এবং প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার জন্য বলিল "যাক্ ও কথা বলুনত ব্যাপারখানা কি ?"

প্রত্যুত্তরে রেণুকা বলিল 'ব্যাপারটা যে কি তা আমিও জানিনা রমেন বাবু। সন্ধ্যার পর নীতীশ বাবুর ওখানে আমার যাবার কথা, আমি বেরুবার উদ্যোগ করছি এমন সময় যে ভদ্রলোকটীকে আমার সঙ্গে দেখলেন তিনি গিয়ে বল্লেন রেখাকে পাওয়া গেছে সে বড় অসুস্থ। বেলগেছিয়া হাঁসপাতালে আছে। আমি ওখানে গিয়েছিলাম আমার এক আত্মীয়াকে দেখতে—ঠিক ওরপার্শ্বেই তাঁর সিট্। আমার আত্মীয়াও তাঁর পরিচিতা তাই আমাকে অনুরোধ করলেন আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য। আপনাকে এখুনি যেতে হবে। রেখার এই আকস্মিক অসুস্থতার সংবাদে বড়ই বিচলিত হয়ে উঠলাম। তাকে দেখবার জন্য মনটা কেমন করে উঠল। একজন অজানা অচেনা

লোকের সঙ্গে যাওয়া সঙ্গত কি অসঙ্গত তা ভাববার অবসর হলোনা—আমি বেড়িয়ে পড়লাম।

তারপর পথে এই দুর্ঘটনা।"

রমেন আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। রেণুকার সহিত এরূপ আচরণের উদ্দেশ্য কি? এ লোকটা রেখার নিরুদ্দেশের সংবাদটা নিশ্চয়ই জানে কিন্তু রেণুকার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই অথচ তাহার সহিত এরূপ চাতুরী খেলিবার কারণটাই বা কি? সুযোগ বুঝিয়া লোকটা গাড়ীখানা লইয়া গাঢাকা দিয়াছে ১৭২ নম্বরের ট্যাক্সিখানাই বা সরিয়া পড়িল কেন? একরাশ চিন্তা রমেনের মাথার ভিতর জট পাকাইতে লাগিল।

শম্ভুনাথ চা অনিয়া দিয়া বলিল "এতরাত্রে আর চা'টা নাইবা খেলে খোকাবাবু, এরপর খাওয়া দাওয়া করতে হবে ত?

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে রমেন বলিল "বেশী বকিস নি তুই যা—" বলিয়া একটা পেয়ালা মিস্ রায়ের দিকে সরাইয়া দিয়া আর একটা নিজে তুলিয়া লইল। এবং পেয়ালাটায় উপর্য্যুপরি দু তিনটা চুমুক দিয়া বলিল "আচ্ছা মিস্ রায়, বলতে পারেন আপনি যে গাড়ী থানায় এসেছেন তার নম্বর কত?"

মিস্ রায় বলিলেন "ভয়ে ভাবনায় আমি কেমন হয়ে পড়েছিলাম, গাড়ীর নম্বরটা নেবার কথা মনেই হয়নি। তবে আমার মনে হয় বিটের কনষ্টেবলটা গাড়ীর নম্বরটা বোধ হয় টুকে নিয়েছিল।"

"তাহলে নম্বরটা জানতে পারা যাবে—কিন্তু আপনার সঙ্গী সেই বদমায়েস লোকটাকে ভাল ক'রে দেখিনি, তবে মোটামুটি যেটুকু দেখেছি তাতে মনে হয় লোকটা বেশ সৌখীন গোছের।"

চায়ের শুন্য পেয়ালাটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া রেণুকা বলিল "শুধু সৌখীন গোছের নয় রমেন বাবু—দেখতেও বেশ সুপুরুষ—গায়েও বেশ শক্তি আছে বলে মনে হয়। আমি তাকে ভাল করেই দেখে নিয়েছি—হাজার লোকের মাঝে থাকলেও তাকে খুঁজে নিতে পারি—"

রমেন বলিল "আচ্ছা আপনি যে প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে নীতীশের কাছে যাবার সঙ্কল্প করেছিলেন তার সঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোন সংস্রব আছে নাকি?"

মিস রায় বলিল "আমার তা মনে হয় না। কারণ চৌধুরী-দের ষ্টেটের উত্তরাধিকারীত্বের দাবী নিয়ে এ্যাটর্ণী ধনঞ্জয় সান্যালের আপিষে যে সব মহাত্মাদের আবির্ভাব হবে—তারই একটা ফিরিস্তি—"

মিস রায় সহসা থামিয়া গেল।

সোৎসুকে রমেন জিজ্ঞাসা করিল "বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন যে?"

সসঙ্কোচে রেণুকা বলিল "আমি অন্যায় করে ফেলেছি রমেন বাবু, নীতীশ বাবুর গোপনীয় বিষয়টার আলোচনা করা আমার সঙ্গত হয়নি। আশাকরি আপনি—"

রেণুকা আর বলিতে পারিল না, সলজ্জদৃষ্টিতে রমেনের মুখের

দিকে চাহিল। সহাস্যে রমেন বলিল "এরজন্যে কোন আশঙ্কা নেই মিস রায়, আমায় আপনি স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করতে পারেন। আমার দ্বারা কোন কথা প্রকাশ হবে না।"

সহসা টেলিফোনটা বাজিয়া উঠিতেই রমেন ক্ষিপ্রহস্তে রিসিভারটা তুলিয়া লইল।

-- "হ্যালো—কে আপনি ? কে ? নীতীশ ? এত রাত্রে হঠাৎ কি প্রয়োজন ? আসছিলে এখানে ? তা বেশ ত—রিটার্ণ-ভিজিটটা একদিনেই শোধ বোধ হয়ে যেত। ও—হঠাৎ টেলিফোনের কথাটা মনে পড়ে গেল বুঝি ? তা বেশ। যাক্ এখন ব্যাপার কি বল দেখি ? কি ? ও—তা এখনই যেতে হবে ? তোমার জরুরী ব্যাপারে না বলি কেমন ক'রে বল ? আমি তাহলে একা যাচ্ছিনি—সঙ্গে মিস রায়-ও যাচ্ছেন—হ্যাঁ মিস রেণুকা রায়—এঁ্যা—ও সে একটা লোমহর্ষণ ব্যাপার—হ্যা সাক্ষাতেই বলবো—আচ্ছা—

রিসিভারটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া রমেন বলিল "কুক্ষণে আজ রাত্রি প্রভাত হয়েছিল মিস রায়, একটু বিশ্রামের আর অবকাশ পেলাম না। নীতীশের জোর তলব—এক্ষুণি যেতে হবে। মনে ক'রেছিলুম এক, হলো আর—বলুন আপনাকে আপনার হোষ্টেলে নামিয়ে দিয়ে আমি যাই একবার নীতীশের ওখানে।"

তারপর শম্ভুনাথকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া মিস রায়কে সঙ্গে লইয়া রমেন বাহির হইয়া গেল। খোকাবাবুর আচরণটা শম্ভুনাথের মোটেই ভাল লাগিল না—সে আপন মনে গজ্ গজ্ করিতে লাগিল।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রমেনকে বেশীদূর যাইতে হইল না, নিকটেই একখানা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া ছিল—ড্রাইভার ফুটপাতের রিসার্ভার হইতে জল লইতেছিল। রমেন কোন কথা না বলিয়া তাহাতেই উঠিয়া বসিল এবং ড্রাইভারকে বলিল "বালীগঞ্জ—জল্‌দী করো—

জলভরা শেষ হইলে ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। গাড়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিতে লাগিল।

রমেন চিন্তিত মনে বসিয়া নিঃশব্দে সিগারেট টানিতেছিল—মিস্ রায় নিস্তব্ধ—নির্ব্বাক! কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। সহসা গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়াই মিস রায় একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

রমেনের চিন্তা স্রোতে বাধা পড়িল—সন্ধ্যার পর হইতে সমস্ত ঘটনা একটার পর একটা তাহার মাথার ভেতরটায় এমন-ভাবে জট পাকাইয়া তুলিয়াছিল এবং তাহার মনটা কোন্ অজানা প্রদেশে কোন্ অজানা ষড়যন্ত্রকারীর অনুসন্ধানে ফিরিতে-ছিল, তাহা ধারণা করিবার শক্তিটুকুও বোধ হয় সে হারাইয়া

ফেলিয়াছিল। মিস্ রায়ের এই আকস্মিক চীৎকারে যেন তার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল—সে সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল "কি হ'ল মিস্ রায় ?"

একটা দারুণ আতঙ্কে মিস্ রায়ের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কম্পমান হাতখানা অতি কষ্টে তুলিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে গাড়ার বাম পার্শ্বে কি যেন দেখাইয়া দিলেন।

রমেন সচকিতে সেইদিকে চাহিল। একি! এতো বালীগঞ্জের রাস্তা নয়! সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া গাড়া চলিয়াছে, পথের দুই পার্শ্বে গভীর জঙ্গল। সহর ছাড়িয়া কোন্ দিকে কত দূরে আসিয়াছে—রাত্রির অন্ধকারে তাহা বুঝিয়া ওঠা সুকঠিন!

নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা বা অবিমৃষ্য-কারিতার ফলে যে সে একটা অচিন্ত্যনীয় বিপদের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে—এ কথা মনে হইতেই সে ক্ষোভে ক্রোধে—আত্মহারা হইল এবং একটী ঘুসিতে ড্রাইভারের মাথার খুলিটা ভুখানা করিয়া তাহার বদ্-মায়েসীর উপযুক্ত শিক্ষা দিবে—এই ভাবিয়া যেমন সে সবেগে ড্রাইভারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে—সহসা তার কাণে আসিল বজ্র-গম্ভীর কঠোর স্বর "খবরদার"—

সচকিতে রমেন চাহিয়া দেখিল গাড়ীর দুইদিগের পা-দানিতে মুখোস পরা দুইটী বিকট দর্শন গুণ্ডা উদ্যত পিস্তল হস্তে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত কঠোর বাক্যে তাহাকেই শাসাইতেছে।

রমেনও নিরস্ত্র ছিল না। সে তাহার রিভলভারটা সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখিত, বিশেষতঃ বাটীর বাহিরে কোথায়ও যাইতে

হইলে, সে তাহার এই প্রিয় বস্তুটী সঙ্গে লইতে কখন ভুলিত না ; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় দুইজন দুর্দ্দান্ত গুণ্ডার উদ্যত আগ্নেয় অস্ত্রের সামনে দাঁড়ানো বুদ্ধিমানের কার্য্য নয় ভাবিয়া সে আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আকুল-কণ্ঠে মিস রায় বলিলেন "কি হবে রমেন বাবু ?

মুখে কোন কথা না বলিয়া রমেন তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। মিস্ রায় আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

নির্জ্জন পথে গাড়ীখানা বিদ্যুৎবেগে ছুটিতেছিল। পথের দুই পার্শ্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন বন, প্রান্তরগুলোও গাড়ীর সঙ্গে দ্রুতবেগে ছুটিতেছিল। মাথার উপর অনন্ত আকাশের বুকে কোথাও দু-একটী জ্যোতিষ্মান ক্ষুদ্র তারকা যেন তাহাদের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল। গাড়ীখানা কোন্‌দিকে, কোথায় যাইতেছে তাহা রমেন বা মিস রায় কেহই বুঝিতে পারিল না।

কতক্ষণ পরে গাড়ীখানা একস্থানে আসিয়া থামিয়া গেল। গুণ্ডাদ্বয় রমেন ও তাহার সঙ্গিনীকে গাড়ী হইতে নামিতে ইঙ্গিত করিলে তাহারা উভয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া একটী সঙ্কীর্ণ পল্লী-পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। প্রায় পনর কুড়ি মিনিট এইভাবে চলিয়া তাহারা যেখানে আসিয়া পৌঁছিল সে স্থানটী তৃণ-গুল্মাচ্ছাদিত এবং এইখান হইতেই সেই সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথ-রেখাটীও অন্তর্হিত। ইহা যে একটী নদীর চর তাহা রমেনের বিলম্ব হইল না। আরও বুঝিল তাহারা কলিকাতা হইতে অনেকখানি দূরে

গঙ্গাতীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অদূরে নির্জ্জন গঙ্গাগর্ভে ভাসমান দুইখানি পান্সি। গুণ্ডাদ্বয় তাহাদের লইয়া একখানা পান্সিতে উঠিল—পান্সি ছাড়িয়া দিল। অপর পান্সিখানিও প্রথমখানির পাশে পাশে সমান বেগে বাহিয়া চলিতে লাগিল।

পান্সী দুইটী একসঙ্গে সমভাবেই চলিয়াছে—দাঁড়ের অবিরাম ছপ্‌ছপানি শব্দ আর দূরাগত ঝিল্লী রব ছাড়া আর কোন শব্দ শুনা যাইতেছিল না। রমেন ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছিল না এই অজ্ঞাত যাত্রার শেষ কোথায় ?

সহসা একটা যন্ত্রণাকাতর গোঙানি শব্দ রমেনের কানে আসিতেই সে চমকিয়া উঠিল। পান্সির পাঠাতনের উপর কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া পাঠাতনের তক্তার ফাঁকে কাণ রাখিয়া শব্দটাকে ভাল করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল—শব্দটা পান্সির খোলের ভিতর হইতে আসিতেছে কি না ? বিশেষ পরীক্ষা করিয়া বুঝিল—শব্দটা এ পান্সি হইতে আসে নাই। তবে কি অপর পান্সিখানিতে—তাহাদের মত কোন অভাগা আবদ্ধ আছে ? বোধ হয় তাই। নির্ব্বোধ হতভাগ্য ইহাদের কার্য্যে বাধা দিতে গিয়াছিল বলিয়াই হয়ত দুর্ব্বৃত্তের দল তাহাকে এইরূপ শাস্তি দিয়াছে। সকলকেই যাইতে হইবে সেই অজ্ঞাত আবাসে। কে এই অবরুদ্ধ ব্যক্তি ? রমেন বেশ মনোযোগ সহকারে শব্দটা শুনিতে লাগিল। মুখ বন্ধ অবস্থায় মানুষ দৈহিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যখন আর্ত্তনাদ করিবার চেষ্টা করে অথবা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মানুষ কথা

বলিবার শক্তি হারাইয়া এইরূপ গোঙাইতে থাকে। এই গোঙানি শব্দটা শুনিতে শুনিতে রমেনের মনে হইল যেন কণ্ঠস্বরটী রমণীর। তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার মনে হইল ঐ অবরুদ্ধ নারী আর কেহ নয় রেখা। সে হঠাৎ পাটাতনের উপর সোজা হইয়া বসিল। তাহার বাম পার্শ্বে যে গুণ্ডাটা উবু হইয়া বসিয়া খৈনী টিপিতেছিল, তাহাকে অকস্মাৎ দুই হাতে ধরিয়া সজোরে ঠেলিয়া দিল। লোকটী কোনরূপ বাধা দিবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই সশব্দে জলে পড়িয়া গেল এবং জোয়ারের প্রবল টানে সামলাইতে না পারিয়া হাবু-ডুবু খাইতে খাইতে কোন্ দিকে ভাসিয়া গেল। অপর গুণ্ডাটী রমেনের এই অভাবনীয় আচরণে কেমন একরূপ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। তাই সে রমেনের এই ধৃষ্টতার শাস্তি দিবার পূর্ব্বেই রমেন বাঘের মত তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। দুর্দ্ধর্ষ শক্তিশালী হইলেও গুণ্ডাটা এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না; তথাপি সে সহজে কাবু হইল না। পাটাতনের উপর দুইজনের বেশ একটু ধস্তাধস্তি হইতে লাগিল। কেউ কম যায় না। এইরূপ ধস্তাধস্তিতে হঠাৎ পান্সিখানা কাৎ হইয়া গেল এবং রমেন ও গুণ্ডটা গড়াইতে গড়াইতে গঙ্গাবক্ষে পড়িয়া গেল। মিস রায় সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। ঠিক সেই সময় অপর পান্সির ছাউনীর ভিতর হইতে একজন বলিষ্ঠকায় ভদ্রবেশধারী সুন্দর যুবা বাহিরের পাটাতনে আসিয়া

বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিল "কুছ পরোয়া নেই, পান্সি জোরসে চালাও—"

মিস রায় সবিস্ময়ে দেখিলেন এই ব্যক্তি আর কেহ নয়, তাঁহার সেই পূর্ব্ব-পরিচিত মোটরের সঙ্গী!

সভ্য গ্রন্থাগার স্থাপিত ১৩৫১ সাল

জলে পড়িয়া গুণ্ডাটা রমেনকে ছাড়িয়া দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল বটে কিন্তু সন্তরণে তেমন সুপটু নয় বলিয়া পান্সি ধরিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও সক্ষম হইল না, জোয়ারের টানে ভাসিয়া গেল। মালিকের আদেশে দাঁড়ীগণও নিমজ্জমান লোকটাকে উদ্ধার করিবার বিশেষ চেষ্টা করিল না—তাহারা প্রাণপণে দাঁড় টানিতে লাগিল—অনুকুল স্রোতে পড়িয়া পান্সি তুখান দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিপথ বহির্ভূত হইয়া গেল।

বর্ত্তমানে সন্তরণ সংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত রমেনের কোন সংস্রব না থাকিলেও বিখ্যাত সাঁতারু বলিয়া রমেন সাধারণের নিকট পরিচিত। দূর পাল্লায় প্রতিযোগিতায় সে বহুবার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর হইতে যদিও সে আর সন্তরণ প্রতিযোগিতায় নামিতে পারে নাই তবে সন্তরণের অভ্যাস সে একেবারে ছাড়িয়া দেয় নাই। সাধারণতঃ কলেজের ছুটীর দিনেও প্রায় প্রত্যেক রবিবারে রমেন গঙ্গাস্নান করিত এবং সাঁতার দিয়া ৪ ৫ মাইল

ঘুরিয়া আসিত। জলে পড়িয়া গুণ্ডাটা আত্মরক্ষার জন্য যখন তাহাকে ছাড়িয়া দিল, সে তীরের দিকে গেল না—নিঃশব্দে স্রোতের মুখে গা ভাসান দিয়া পান্সি দুখানার অনুসরণ করিতে লাগিল।

প্রায় মাইল তিনেক আসিয়া পান্সি দুখানা গঙ্গার পূর্ব্ব কূলে একটী বনের ধারে আসিয়া ভিড়িল। এ স্থানটী পল্লী-গ্রামের স্নানের ঘাট। ঘাটে দুখানা ডুলি লইয়া কতিপয় বাহক অপেক্ষা করিতেছিল। পান্সি ভিড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পান্সির মালিক সেই পূর্ব্ব কথিত ভদ্রবেশধারী যুবক আগে নামিয়া আসিয়া একজন বাহককে ডাকিয়া বলিল "পান্সী থেকে মেয়ে দুটোকে দুখানা ডুলীতে তুলে নে"—

বাহকগণ তদ্দণ্ডেই মনিবের আদেশ পালন করিল। একখানি ডুলিতে সংজ্ঞাহীন মিস্ রায়কে এবং অপরখানিতে আপদমস্তক বস্ত্রাবৃত আর একটী রমণীকে তুলিয়া লইয়া বাহকগণ বনপথেচলিতে লাগিল এবং পূর্ব্বোক্ত যুবক দুইজন দাঁড়া সঙ্গে লইয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া পান্সীর দাঁড়ী মাঝিগণ পাড়ি দিয়া পরপারে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এতক্ষণ তাহাদের অনুসরণ করিয়া সাঁতারু রমেন যে পূর্ব্বোক্ত ঘাটের এতখানি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না।

রমেন যখন ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল ঊষার রক্তিম রাগ তখন

পূর্ব্বাকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাখীর কলরবে স্তব্ধ বনানী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

গুণ্ডার সহিত ধস্তাধস্তি এবং সুদীর্ঘপথ পান্সার পশ্চাতে দ্রুত সন্তরণ করিয়া রমেন বেশ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তীরে উঠিয়া তাহার মনে হইল যেন তাহার হাত পা সমস্তই আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তবুও তাহার বিশ্রামের অবসর কোথায়? গুণ্ডার-দল ডুলি লইয়া কোন পথে গেল—এতক্ষণে কতদূরে গিয়াছে কে জানে? মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া রমেন বনের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর যাইয়া একস্থানে রমেন দেখিল সেখান হইতে আর একটা অপরিসর কণ্টকময় পথ জঙ্গলের দিকে চলিয়া গিয়াছে—লোক চলাচল বিরল বলিয়াই পথ রেখাটি ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট। রমেনের সন্দেহ হইল হয়ত এই জঙ্গলের মধ্যে কোথাও তাহাদের আড্ডা আছে। সে এই জঙ্গলের পথ ধরিয়া আড্ডার অনুসন্ধানে যাইবে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া দু'এক পা অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল প্রথম পথটার বাঁকের মুখে একজন স্নানার্থী বৃদ্ধ ধীরপদে ঘাটের দিকে আসিতেছে। ডুলি লইয়া গুণ্ডার দল যদি এই পথে গিয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই বৃদ্ধের নজরে পড়িবে। সে বৃদ্ধের জন্য সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বৃদ্ধ নিকটে আসিতেই রমেন জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় কি দুখানা ডুলি এই পথ দিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছেন?"

সবিস্ময়ে বৃদ্ধ বলিলেন "কখন্ বাবা?"

"এই মিনিট কয়েক আগে" বলিয়া রমেন বৃদ্ধের মুখের দিকে কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

বৃদ্ধ বলিলেন "আমার বাড়ো এখান থেকে বেশী দূরে নয় বটে তবে এই পথটুকু আসতে আমার অনেকখানি সময় লাগে—বুড়ো মানুষ, তেমন জোরে হাঁটতে পারি না ত ? তা কৈ বাবা, ভুলি ভুলি একটী প্রাণীর সঙ্গেও দেখা হয়নি—বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রথম দেখা হ'ল তোমার সঙ্গে। তা বাবা তুমি আসচো কোত্থেকে ? মেয়েদের নিয়ে প্রাতঃস্নান করতে গেছলে বোধ হয় ? হয়ত বললে রাগ করবে, কিন্তু আমি দেখতে পাই আজকালকার ছেলেদের সবই উল্টো ব্যাপার! এই তোমার কথাই বলি—গঙ্গাস্নান কর—সেটা খুব ভালো—স্বাস্থ্যের পক্ষেও আবার আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের দিক্ দিয়েও। কিন্তু বাবা জামা কাপড় পরে অমন অনাছিষ্টি স্নান কেন বাবা ? একখানা ছোট আট হাতি কাপড় পরে গঙ্গাস্নানটা সেরে নিয়ে শুক্‌নো জামা কাপড় পরে এ'লই ত পারতে ?"

পাছে বৃদ্ধের মনে কোনরূপ সন্দেহ হয় তাই আসল ব্যাপারটা গোপন করিয়া রমেন বলিল "আপনি ভুল করছেন আমি গঙ্গা স্নানে আসিনি, ওপার থেকে আমার এক আত্মীয়ের আসবার কথা ছিল তাই তাঁদের নিতে এসেছিলাম কিন্তু কি আর বলবো আপনাকে নিজের বোকামীর জন্যেই বলুন আর অসঙ্গত চাঞ্চল্য বশতঃই বলুন পা পিছলে জলে পড়ে গিয়ে সব ভিজে গেছে"

...তী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার

আজকালকার ছেলেদের এই প্রকারের হটকারিতা বৃদ্ধ মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিতেন না তাই বিরক্তি পূর্ণ স্বরে বলিলেন "ছেলেদের এই সব অন্যায় গুলো আমি মোটেই পছন্দ করিনা। তা তোমার বাড়ী এখান থেকে কতদূর ?"

বৃদ্ধের এই প্রশ্নের সহসা কি উত্তর দিবে রমেন তাহা যেন খুঁজিয়া পাইল না—একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "তা একটু দূর আছে বৈকি—এই রেল ষ্টেশনের কাছে।"

রমেন হয়ত আরো কিছু বলিত কিন্তু বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন "রেল ষ্টেশন! হালিসহর! এই ত! এ আবার দূর কোথায়? আমার বাড়ী ত ঐখানে—নিত্য এম্নি সময় গঙ্গাস্নান করতে আসি। যাক্ তাহলে তুমি বাবা বাড়ীই যাও, ভিজে কাপড় চোপড়গুলো ছেড়ে ফেল—আমিও স্নানটা সেরে আসি।" বলিয়া বৃদ্ধ ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন।

এত বড় একটা মিথ্যা প্রসঙ্গ সরল প্রাণ বৃদ্ধ এমন সহজ ভাবে উড়াইয়া দিলেন বলিয়া রমেন এযাত্রা একটা দারুণ লজ্জার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইল এবং তাহার এই অজানা স্থানটার সঠিক পরিচয় জানিতে পারিয়া অনেকখানি আশ্বস্ত হইল। সে আর অযথা কালক্ষেপ না করিয়া ঐ অজানা আড্ডার উদ্দেশে বনের ক্ষীণ পথ রেখা ধরিয়া চলিতে লাগিল।

সঙ্কীর্ণ পথের দুইধারে ঘন সন্নিবিষ্ট আগাছা, কণ্টকাকীর্ণ লতা বেষ্টিত সেওড়া শিমুল সেয়াকুল ও পলাশ গাছ—মাঝে মাঝে দুই একটা বাঁশ ঝাড় স্থানে স্থানে সেই সঙ্কীর্ণ পথটীকেও

রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুদূর পল্লীগ্রামে জন্ম হইলেও এরূপ দুর্গম পথে চলা রমেনের কখনও অভ্যাস ছিল না—তাই পদে পদে সে বাধা পাইতেছিল।

সেয়াকুল গাছের কাঁটায় আটকাইয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্রাদির অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইলেও, রমেন সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করিল না—সকল বাধা ঠেলিয়া সে গন্তব্যপথে চলিতে লাগিল।

এইভাবে প্রায় মাইল খানেক গথ অতিক্রম করিয়া রমেন একটা অতি পূরাতন ধ্বংসাবশেষ ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় সেই সঙ্কীর্ণ পথ-রেখাটী এইখানে আসিয়াই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। রমেন ভাবিতে লাগিল—এক্ষণে তাহার কর্ত্তব্য কি?

আমরা যাহা গৃহের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া উল্লেখ করিলাম, বস্তুতঃ উহাকে জীর্ণ-গৃহ প্রাচীর এবং ইষ্টকস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

এরূপ স্থানে কি মানুষ থাকিতে পারে? দস্যু বা গুণ্ডাদের আড্ডা সচরাচর এইরূপ স্থানেই থাকা সম্ভব কিন্তু সেখানে মাথা গুঁজিয়া থাকিবার মত স্থান একটু থাকা চাই।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া রমেন সেই ধ্বংসাবশেষ বাড়ীর জীর্ণতম স্মৃতি-চিহ্ন সেই ইষ্টকস্তূপের চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিয়া যখন সেখানে মনুষ্য সমাগমের কোনরূপ নিদর্শন

পাইল না, তখন ক্ষুণ্ণ মনে সেখান হইতে ফিরিয়া হালিসহর ষ্টেশনে আসিল এবং কলিকাতার একখানা টিকিট কাটিয়া যথাসময়ে ট্রেণে উঠিয়া বসিল।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিয়া রমেন বাসায় গেল না—বরাবর বালীগঞ্জ রওনা হইল। তাহার উদ্দেশ্য নীতীশের সহিত সাক্ষাত করিয়া এ বিষয়ে একটা পরামর্শ করা। নিজের আপিষ ঘরে বসিয়া নীতীশ তখন কতকগুলো জরুরী কাগজ-পত্র দেখিতেছিল। রমেন ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র সহাস্যমুখে কহিল—"Hallo (হ্যালো) রমেন যে! আমি তোমারই প্রতীক্ষা কচ্ছিলুম"!

সবিস্ময়ে নীতীশের মুখের দিকে চাহিয়া রমেন বলিল "কি রকম আমি যে এমন অসময়ে তোমার কাছে আসবো তা তুমি কেমন করে জানলে? বিশেষতঃ আমি যে অবস্থায় পড়েছিলুম তাতে এ সময় কেন কখনও যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে সে আশা ছিলনা।"

একটা সিগারেট রমেনের হাতে দিয়া এবং একটা নিজে ধরাইয়া লইয়া নীতীশ বলিল "তা জানি বন্ধু, সাধারণের মতে একটা মস্ত বড় ফাঁড়া কাটলো তোমার কিন্তু আমি জানি তোমার মত ছেলেকে সহজে কায়দায় আনা যার তার কাজ নয়।" এইটুকু বলিয়াই নীতীশ নিবিষ্টমনে সিগারেট টানিতে লাগিল।

একি অন্তর্যামী না সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ! যে ঘটনা একমাত্র রমেন নিজে এবং মিস্ রায় ভিন্ন আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি জানে না—সে সংবাদ নীতীশ কেমন করিয়া জানিল? নীতীশের সহিত সেই বিষয়ের একটা পরামর্শ করিবার জন্যই রমেন বাসায় না গিয়া এখানে আসিয়াছে—ঘটনাটার বিন্দু-বিসর্গও এখনও সে মুখ ফুটিয়া বলে নাই অথচ নীতীশ তাহার গত রাত্রের বিপদের কাহিনী জানিল কেমন করিয়া? শুধু তাহাই নয়, নিজের বুদ্ধি বলেই হোক বা শক্তি বলেই হোক সে যে বিপম্মুক্ত হইয়াছে সে সংবাদটাই বা সে কেমন করিয়া জানিল? নীতীশ একজন পাকা গোয়েন্দা, তবে কি ইহা নীতীশের একটা চাল—ধাপ্পা দিয়া তার মনের কথা জানিয়া লইবার একটা চাতুরী? যদি চাতুরী হয় তাহা হইলে এরূপ চাতুরীও প্রসংশনীয়। রমেন আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

রমেনকে চিন্তা নিবিষ্ট দেখিয়া নীতীশ সকৌতুকে বলিল "খুবই আশ্চর্য্য হচ্ছো বোধ হয় আমার কথাটা শুনে? আশ্চর্য্য হবারই কথা। শুধু জেনে রেখো গোয়েন্দার অসাধ্য কিছুই নেই। তবে তুমি বলেই এইটুকু বললুম নইলে গোয়েন্দার অনুসন্ধানের সূত্র বা কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত নয় যতক্ষণ অনুসন্ধানের বিষয়টার চরম নিস্পত্তি না হয়। যাক্ তুমি একটা মস্ত ভুল করেছ ভাই—দুটী অসহায়া স্ত্রীলোককে গুণ্ডাদের আড্ডায় ছেড়ে এসে।"

সোৎসুকে রমেন বলিল "পান্সির পেছনে পেছনে সাঁতার

দিয়ে অতদুর গেলুম—নিজের শারিরিক অবসাদ, শ্রান্তি কোন কিছুই গ্রাহ্য করিনি—ডুলির অনুসন্ধান করতে জঙ্গলের ভেতর প'ড়ো বাড়ীর ইটের গাদাও খুঁজে দেখলুম—কোন সন্ধান পেলুম না বলেই ফিরে এলুম তোমার কাছে—এতটুকু সূত্র পেলে আমি কখনও ফিরে আসতুম না।"

গম্ভীরভাবে নীতীশ বলিল "তা জানি রমেন—কোন সূত্র না পেয়েই তুমি ফিরে এসেছ। কিন্তু আমি হলে তা কর্ত্তুম না। যখন তুমি এটা বুঝতে পেরেছিলে যে ডুলি দুখানা ঐ পথেই গেছে তখন এটাও বোঝা উচিত ছিল যে তাদের আড্ডাও ঐখানে কোথাও আছে। দুর্ব্বৃত্তদের পৈশাচিক লীলাক্ষেত্র কখনও প্রকাশ্য স্থানে থাকতে পারে না।"

সবিস্ময়ে রমেন জিজ্ঞাসা করিল "ঐখানে? ওখানে তার কোন চিহ্নই নেই! তুমি কি বলতে চাও নীতীশ ওখানকার মাটীর নীচে তাদের আড্ডা আছে?"

দৃঢ়স্বরে নীতীশ বলিল "আমার বিশ্বাস তাই। সেকালের পুরাণো বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ যেখানে সেখানে মাটীর নীচে ওদের আড্ডা থাকা খুবই স্বাভাবিক। সেকালের বড় লোকেরা দস্যু-তস্করের বা অত্যাচারী প্রবলের ভয়ে আত্মরক্ষা ও সম্পদ রক্ষা করতে মাটীর নীচে সুন্দর বাসোপযোগী ঘর তৈরি করাতেন। সে সব ঘরে যাবার গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ থাকতো। আমার বিশ্বাস এই সব দুর্ব্বৃত্তদের আড্ডাও ঐ রকমের। আর সেখানে যাবার আসবারও ঐ রকম গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ আছে।"

নীতীশের কথাটা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রমেন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল "তাহলে আসি নীতীশ, দেখি যদি ভুলটা সংশোধন করতে পারি।" বলিয়া রমেন গমনোদ্যোগ করিলে নীতীশ বাধা দিয়া বলিল "ভুল সংশোধন এভাবে হবে না বন্ধু, আগে স্নানাহার ক'রে মাথা ঠাণ্ডা কর—তারপর ভেবে চিন্তে দেখা যাবে কর্ত্তব্য কি। তা ছাড়া রিভলভারটার সংস্কারের প্রয়োজন হবে কিনা সেটাও দেখতে হবে কারণ সেটাত আর তোমার আমার মত গঙ্গাস্নানে অভ্যস্ত নয়। বলিয়া নীতীশ রমেনের হাত ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল।

বৈকাল ৫টার সময় রমেন একবার বাসায় ফিরিল। খোঁকা বাবুর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন শম্ভূনাথের মোটেই ভাল লাগিল না। খোকাবাবু আগে ত এমন ছিল না। ঐ সব ধিঙ্গী মেয়ের পাল্লায় পড়িয়াই বোধ হয় সে এইরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বে রমেন কখনও অন্যত্র রাত্রি যাপন করে নাই, যত রাত্রিই হোক না কেন সে বাসায় ফিরিয়া আসিত। কিন্তু আজকাল তাহার মতিগতি এমন হইল কেন? রমেনের অনুপস্থিতিতে শম্ভূনাথ কেবল এই চিন্তাই করিয়াছে।

বাসায় আসিয়া রমেন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল। সে তাহার শিকারের পোষাক পরিয়া আবার বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া শম্ভুনাথ বলিল "একটা কথা আছে খোকা বাবু—"

দুই পকেটে দুইটী গুলিভরা রিভলভার পুরিয়া রমেন বলিল "এখন আর তোর কথা শোনবার আমার সময় নেই—আমায় এখনই বেরুতে হবে। বলতে পারিনে কখন ফিরবো। দু' একটা দিন কি দু পাঁচ দিন যদি দেরী হয় তুই ভাবিস্‌নি। কুড়িটা

টাকা কাছে রাখ আর যদি কিছু দরকার হয়—টাকা কড়ি বা অন্য কিছু—বালীগঞ্জে নীতীশের কাছে গিয়ে বলিস্ সে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে। বুঝলি ?”

প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া শম্ভুনাথ বলিল “আমি ঢের বুঝেছি আর বুঝতে চাই না খোকাবাবু, আমার কথা যদি না শোন আমি আজই দেশে চলে যাবো কর্ত্তাবাবুর কাছে তোমার গুণের কথা সব বলবো। কেন মিছিমিছি আমায় রাগাচ্ছো বল দেখি ? তার চেয়ে আমার কথা শোন তুমি,একটা বিয়ে কর, ঘর সংসারে মন দাও—সেটা দেখতে শুনতেও ভাল আর কর্ত্তাবাবুও তাতে খুসি হবে। এমন ক'রে হৈ হৈ ক'রে বেড়ানো তোমার আর চলবে না।”

শম্ভুনাথের জরুরী কথার মর্ম্মার্থ রমেন এতক্ষণে বুঝিতে পারিল। সে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। নিমেষে তাহার সমস্ত গাম্ভীর্য্য অন্তর্হিত হইল—সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এতটুকু থেকে কোলে পিঠে করিয়া শম্ভুনাথ তাহাকে মানুষ করিয়াছে—তাহার সকল অত্যাচার, সকল আব্দার হাসি মুখে সহ্য করিয়াছে—সময়ে সময়ে তাহার দুষ্টামীর জন্য তাহাকে শাসন করিতেও এতটুকু ইতস্ততঃ করে নাই। আজ সেই খোকাবাবুকে বেচাল দেখিয়া সে প্রকৃতই মর্ম্মাহত! তাই সে বিনা দ্বিধায় তাহার মনের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে।

এই বৃদ্ধ ভৃত্যটিকে রমেন ভাল করিয়াই জানিত এবং

তাঁহাকে সাধারণ ভৃত্যের ন্যায় দেখিত না—সে তাহাকে আন্তরিক ভাল বাসিত এবং বয়োপ্রবীণ হিসাবে মনে মনে শ্রদ্ধাও করিত। কাজেই এক্ষেত্রে তাহার কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিতেও পারিল না—কৃত্রিম ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে বলিল "তুই থাম্, তোকে আর হিতোপদেশ দিতে হবে না। তুই যা মনে করিস্ তা নয় —সরকার থেকে আমি কাজের ভার পেয়েছি—সেই কাজ নিয়েই আমায় ঘোরা ফেরা করতে হচ্ছে বুঝলি ?"

শম্ভুনাথ সে পাত্র নয় যে এত সহজেই এত বড় একটা ব্যাপার কিছুই নয় বলিয়া বিশ্বাস করিবে। সে গম্ভীরভাবে বলিল "তাই বা করতে যাও কেন ? তোমার অভাব কিসের ? সরকারের কাজই হোক আর যার কাজই হোক—ধরতে গেলে সেটা চাকরীই ত ? তা তুমি এত বড় জমিদারের ছেলে হয়ে পরের চাকরীই বা করবে কেন ?"

বিরক্তিপূর্ণস্বরে রমেন বলিল "ওরে চাকরী নয় আহাম্মুক এতে আমার সম্মান বাড়বে—দশজনের কাছে সুনাম হবে আর পাজী বদমায়েসরা আমার নাম শুনলে ভয়ে শিউরে উঠবে।"

সোৎসুকে শম্ভুনাথ বলিল "কি এমন কাজ বলত যাতে তোমার মান বাড়বে—দশজনের কাছে সুনাম হবে ? সত্যি যদি তাই হয় আমি কোন কথা বলবো না—কিন্তু খোকা বাবু তুমি আমায় ভোলাতে চেষ্টা করোনা কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে—তুমি কি জানবে বল, এই যে তুমি দুদিন থেকে বাইরে

বাইরে ঘুরচো আমি কি ক'রে দিন কাটাচ্ছি তা জানো ?" বৃদ্ধের স্বর যেন একটা অজানা আশঙ্কায় সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল —সে আর কিছু বলিতে পারিল না। দু' ফোঁটা অশ্রু তাহার চোখের কোণে দেখা দিল—গামছার খুঁটে চোখ দুটা একবার রগড়াইয়া লইয়া ভাঙ্গা গলায় শম্ভুনাথ বলিল "তুমি এখন লেখাপড়া শিখেছ, মানুষ হয়েছ—যা ভাল বোঝ কর আমরা মুখ্যু লোক তায় চাকর—আমাদের কিছু বলাটাই বোকামী।"

শম্ভুনাথের কথাগুলো রমেনের মর্ম্মে গিয়া তীরের মত বিঁধিল। সে সান্ত্বনাপূর্ণ স্বরে কহিল "রাগ ক'রোনা শম্ভুদা —মন খারাপ ক'রে বসে থেকো না। আমি তোমায় বুঝিয়ে দোব একদিন যে আমি এতটুকু অন্যায় করিনি। আমি আর সময় নষ্ট কর্ত্তে পারবো না—বেরিয়ে যাচ্ছি—যা যা বলে গেলাম মনে থাকে যেন।" বলিয়া রমেন ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল। শম্ভুনাথ আর কোন প্রতিবাদ করিল না, বোধ-হয় রমেনের ঐ একটী মাত্র স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণে তাহার সমস্ত রাগ, সমস্ত অভিমান আনন্দের প্রবল বন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রমেন প্রথমে ষ্ট্যাণ্ডে গিয়া লালজীর অনুসন্ধান করিল। কিন্তু সেখানে লালজী বা ধনিসিং কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। অগত্যা শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে হালিসহর যাত্রা করিল।

রমেন যখন পূর্ব্ব কথিত ভাঙ্গা বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কিয়দ্দূর আসিয়াই রমেন পথ হারাইয়া ফেলিল। যেদিকে যায় সেইদিকেই দুর্ভেদ্য কাঁটাবন যেন তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া সে পকেট হইতে টর্চটা বাহির করিল এবং তাহারই ক্ষীণ আলোকে হারাণো পথের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর সেই সঙ্কীর্ণ পথ রেখাটী খুঁজিয়া পাইয়া সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। ইষ্টকস্তূপের উত্তরাংশ হইতে পূর্ব্বদিক ঘুরিয়া যখন সে দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে আসিয়া টর্চের আলোকে ইতস্ততঃ দেখিতেছিল, তখন হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল নিকটবর্ত্তী একটা কণ্টকাকীর্ণ লতা কুঞ্জের উপর। তাহার মনে হইল সেইস্থানে টর্চের আলোকরশ্মি পড়িবামাত্র যেন একটা মনুষ্যের ছায়ামূর্ত্তি নিমেষে গুল্মান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঐখানেই কি তবে দুর্ব্বৃত্তদের গুপ্ত আবাসের সুড়ঙ্গ পথ? নইলে এসময় এরূপ স্থানে মনুষ্য সমাগমের কারণ কি? দুর্ব্বৃত্ত নিশ্চয়ই তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে—কিম্বা যদিও সে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া থাকে টর্চের আলোক-রশ্মি দেখিয়া সে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে যে তাহাদের পশ্চাতে শত্রু লাগিয়াছে। এক্ষণে তাহার কর্ত্তব্য কি? ঐ ছায়ামূর্ত্তি যেখানে দেখিয়াছিল রমেন সেইদিকে অগ্রসর হইল।

পূর্ব্বোক্ত লতাকুঞ্জের নিকটে গিয়া রমেন টর্চের আলোকে সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু কৈ—সুড়ঙ্গের

কোন নিদর্শনই তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। আর একটু দূরে বামদিকে একটা ইষ্টক স্তূপ—রমেন এক পা এক পা করিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে যেন তাহাকে সজোরে একটা ধাক্কা দিল। অন্য কেহ হইলে সেই ধাক্কায় তাহাকে সুনিশ্চয় ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতে হইত কিন্তু রমেনের অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না কারণ সে সেই ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া অবধি একটা আকস্মিক বিপদপাতের আশঙ্কা করিয়া শত্রুর আক্রমণে সাধ্যমত বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। রমেন আপনাকে সামলাইয়া লইল বটে কিন্তু তাহার হাতের টর্চটা হাত হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িল—আবার সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার! রমেন ফিরিয়া দাঁড়াইতেই লোকটা বাঘের মত রমেনের উপর পড়িল। সূচীভেদ্য অন্ধকারে দুইজনে বেশ ধস্তাধস্তি হইতে লাগিল। সুযোগ পাইয়া রমেন লোকটার নাকে সজোরে একটা ঘুসী মারিতেই একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া লোকটা সেইখানেই পড়িয়া গেল।

রমেন লোকটাকে ঘায়েল করিয়া হস্তচ্যুত টর্চটার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন ঐ ইষ্টক স্তূপের মধ্যে নিকটে কোথাও তাহার প্রিয় বস্তুটার সন্ধান মিলিল না তখন সে অগত্যা সেই লোকটা যেখানে পড়িয়াছিল সেখানে ফিরিয়া আসিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় লোকটা সেখান হইতে অন্তর্হিত!

এত অল্প সময়ের মধ্যে লোকটা কোথায় গেল? তবে কি

সুড়ঙ্গটা এইখানেই কোথাও আছে ? খুব সম্ভব তাই। অন্ধকারে সুড়ঙ্গের সন্ধান করা অসম্ভব বলিলেই হয়, কিন্তু রমেন নাছোড়-বান্দা ! কাঁটা লাগিয়া তাহার হাত কাটিয়া গিয়াছে—রক্ত পড়িতেছে সেদিকে সে দৃক্‌পাত করিল না। খুঁজিতে খুঁজিতে সে পূর্ব্বোক্ত লতাকুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করিল। বাহিরের তুলনায় কুঞ্জের ভিতরটা অনেকটা পরিষ্কার। অতি সন্তর্পণে দু'তিন পা যাইতেই তাহার মনে হইল যেন স্থানটা সমভূমি নয়—সে যেন নীচের দিকে নামিতেছে। আর একটু যাইয়াই সে বুঝিতে পারিল যেন একটা অপ্রশস্ত সিঁড়িতে নামিয়াছে ; একটা, দুইটা, তিনটা করিয়া সে ৭।৮টা সিঁড়ি পার হইয়া অদূরে একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখিতে পাইল। সে বুঝিতে পারিল এতক্ষণ পরে সে তার অকুস্থানটার সন্ধান পাইয়াছে। পুলকিত চিত্তে অতি সন্তর্পণে সে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সিঁড়ি শেষ হইলে সে যেখানে গিয়া উপস্থিত হইল সেটা একটি অপরিসর দালান। বামদিকে পাশাপাশি দু' তিনখানা ঘর। প্রথম দুইটা ঘর হইতে যে ক্ষীণ আলোকরশ্মি বাহিরে আসিতেছিল তাহাতেই সে দালান ও ঘরগুলির অস্তিত্ব বুঝিতে পারিল। নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে সে প্রথম ঘরটার একটা ক্ষুদ্র গবাক্ষের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল যেন ভিতরে কয়েকজনের মধ্যে কোন একটা বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। প্রসঙ্গটা শুনিবার জন্য রমেন গবাক্ষের দ্বারে কাণ পাতিয়া রহিল।

কর্কশকণ্ঠে একজন বলিতেছিল "তুই আহাম্মুকের ধাড়ী—তাই দু' দুবার তোর হাত থেকে শিকার ফস্‌কে গেল। মৌজ ক'রে খৈনী খেতে গিয়ে একবার পড়লি গঙ্গার জলে—আজ আবার ঘুঁসো খেয়ে বেঁহুস হ'য়ে গেলি—শিকারও চম্পট দিলে! আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোকে ফাঁসিতে লট্‌কে দিই।"

আর একজন বলিল "এক্ষেত্রে ওর দোষ ষোল আনা দেওয়া যায় না। ও বুদ্ধিমানের কাজই করেছিল তার হাতের আলোটা ফেলে দিয়ে নইলে আসল চেহারাটা সে চিনে ফেলতো। পান্সীতে ওর যে চেহারা দেখেছে সে চেহারা আর কখনো দেখতে পাবেনা। তা ছাড়া ওর মনে ধারণা হয়েছে—যখন অমন বেটক্করে মাঝ গঙ্গায় পড়ে গেছে তখন সে অক্কা পেয়েছে নিশ্চয়। আমাদের এখন এইটীই ভাববার কথা কালু—যখন পেছনে শত্রু লেগেছে তখন এ ঝামেলা শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর মিটিয়ে ফেলাই ভাল। লোকটা আমাদের আড্ডার সন্ধানে ফিরছে—অন্ধকারে আলোটা হাতছাড়া হয়ে গেল বলেই হয়ত সে আজ ফিরে গেছে কিন্তু এবার সে লোকজন নিয়ে দিনের বেলায় আমাদের আড্ডা খুঁজতে আসবে—তখনকার বিপদের কথাটা একবার ভেবে দেখ। বেশ ছিলাম আমরা মিছামিছি তোমার বাবা এই ঝামেলা বাধালে।" স্বরটাকে অপেক্ষাকৃত নরম করিয়া প্রথম ব্যক্তি বলিল "বুঝি সব কিন্তু যখন একটা কাজে হাত দেওয়া গেছে সেটা শেষ করতেই হবে। আমি মনে কচ্ছি আজই এর একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলবো।"

দৃঢ়স্বরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "তাই কর কালু, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে ফেল—তারপর সুড়ঙ্গের পথ সেয়াকুল কাঁটায় বন্ধ ক'রে দিয়ে দিন কতকের জন্যে আমাদের গা' ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। আর একটা কথা, আচ্ছা কালু একটা মেয়েকে না হয় কাজের জন্যেই এনেছ আর একটাকে আনবার উদ্দেশ্য কি বলতে পারো? শুধু শুধু ঝামেলা বাড়ানো আমি পছন্দ করিনে।"

গম্ভীরভাবে প্রথম ব্যক্তি বলিল "বাধ্য হ'য়েই আর একটাকে আনতে হ'ল। ওটা একটা টিকৃটিকির চর!

সবিস্ময়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "বল কি! টিকৃটিকির চর! টিকৃটিকিও আমাদের পেছনে লেগেছে নাকি?"

গম্ভীরভাবে প্রথম ব্যক্তি বলিল "সেই সন্দেহ হয়েছিল বলেইতো ওকে সরিয়ে এনেছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রশ্ন করিল "এখন ঝামেলা মেটাবে কি ক'রে? ওদের একদম শেষ কর্বে নাকি?"

প্রথম ব্যক্তি বলিল "বাবার ইচ্ছা তাই, কিন্তু আমি তাতে প্রথমে রাজী হইনি। বলেছিলাম দেশছাড়া করবার কথা— কিন্তু তাতে বাবা বলে শত্রুর শেষ যদি না হ'ল তাহলে আর কাজটা হ'ল কি? আমি ভাই বুঝতে পাচ্ছিনে ঐ মেয়েটা আমাদের শত্রু হ'ল কেমন ক'রে?"

ঈষৎ হাসিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "সত্যিই ত অমন ঢলঢলে সুন্দর মুখখানাতে বদমায়েসীর কোন চিহ্নই ত দেখা যায় না।

দেখলে মনে হয় নেহাত গোবেচারা! তার চেয়ে এক কাজ করনা কালু—অমন খুব্‌সুরৎ চিড়িয়া খাঁচায় যখন পুরেছ—ধান ছোলা দিয়ে পুষে রাখনা কেন?”

“ধ্যেৎ” বলিয়া প্রথম ব্যক্তি একটা ভাঙ্গা টেবিলের উপর হইতে মদের বোতলটা টানিয়া ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া খানিকটা গলায় ঢালিয়া দিল।

দুর্ব্বৃত্তদের কথাবার্ত্তা রমেন যতটুকু শুনিতে পাইল তাহাতেই বুঝিল যে ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে; কিন্তু ভাবিয়া পাইল না এ ষড়যন্ত্রের নেতা কে? যার নিষ্কলঙ্ক সরলতা মাখা মুখখানি দেখিয়া এই সব দুর্ব্বৃত্তদের মনে দয়ার উদ্রেক হয় সে এমন কী অপরাধ করিয়াছে যার বিরুদ্ধে এত বড় একটা ষড়যন্ত্র চলিয়াছে?

রমেনের মাথার ভিতরটা টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া কক্ষে প্রবেশ করিবে এবং গুণ্ডাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে। কিন্তু দুই পা অগ্রসর হইয়া সে থামিয়া গেল। সে ভাবিল—যখন দুর্ব্বৃত্তদের সন্ধান জানিয়াছে তখন আর চিন্তার বিষয় কি আছে? সে বর্ত্তমান থাকিতে ঐ দুইটী অসহায়া রমণীর উপর তাহারা কোনরূপ অত্যাচার করিতে সক্ষম হইবে না। এইরূপ হট-কারিতায় রমণীদ্বয়কে উদ্ধার করা হয়ত সম্ভব হইতে পারে কিন্তু এত বড় একটা ষড়যন্ত্রের কোন তথ্যই সে জানিতে পারিবে না। ষড়যন্ত্রের সমস্ত তথ্য জানিয়া যতক্ষণ না তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে

পারা যায় ততক্ষণ রেখা বা তাহার সঙ্গিনী সম্পূর্ণরূপে বিপন্মুক্ত হইতে পারিবে না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রমেন কক্ষদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়া দালানের অপর প্রান্তের অন্ধকার কক্ষটীর দিকে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইল। কক্ষের গবাক্ষদ্বারে কাণ পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিল কাহারও কণ্ঠস্বর বা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায় কিনা? কয়েক মুহূর্ত্ত এইভাবে অতিবাহিত হইতে না হইতে সহসা দৃঢ় হস্তের কঠোর নিষ্পেষণে সে যেন তাহার কণ্ঠ-দেশে আকস্মিক গুরুতর বেদনা অনুভব করিল—তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গেল তথাপি প্রাণপণ শক্তিতে সেই কঠোর হাত দুখানা ছাড়াইবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইজন বলিষ্ঠদেহ গুণ্ডা তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল।

সঙ্গে সঙ্গে একজন বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল "ও রকম দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলে চলবে না বন্ধু! হাতে হাতকড়ি আর পায়ে বেড়ি লাগাও—তারপর ক'সে মুখে কাপড় বেঁধে এই ঘরে ফেলে রেখে দাও—নইলে সয়তানটার যখন হুঁস্ হবে—তোমাদের দড়ির বাঁধন খুলতে ওর বেশী দেরী হবে না।"

আদেশকারীর আদেশ তখনই প্রতিপালিত হইল। গুণ্ডাগণ রমেনের হাতে পায়ে লৌহ বলয় পরাইয়া তাহাকে সেই ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দ্বারে তালা লাগাইয়া দিল।

পুলকবঞ্জিক নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়া আদেশকারী কালু বলিল

"বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! নিমের কাণের তারিফ করতে হয়—খস্ খস্ শব্দ শুনে ঠিক ধরেছে। যাক্ বাছাধনকে আর উঠে পত্যি কর্ত্তে হবে না। ঝামেলা মিটিয়ে চলে যাচ্ছি এখন কিছুদিনের জন্যে—ফিরে এসে দেখবো বাছাধনের পীপড়ে ধরা হাড় ক'খানা—হা-হা-হা—" বলিয়া উল্লাসের একটা উচ্চ হাসি হাসিল তারপর টলিতে টলিতে কালু মধ্যবর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিল এবং গুণ্ডাত্রয় তাহার অনুসরণ করিল। পরমুহূর্ত্তেই কক্ষদ্বার সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গেল।

(১১)

সবে মাত্র চা খাওয়া শেষ করিয়া নীতীশ খবরের কাগজখানার বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় চোখ বুলাইতেছিল। এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কাগজখানা টেবিলের একপার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া সে রিসিভারটা তুলিয়া লইয়া বলিল 'হ্যালো কে আপনি ? কি বল্লেন ? পরিচয় পরে ? কাকে চান আপনি ? হ্যাঁ আমিই নীতীশ। বলুন—হ্যাঁ হ্যাঁ—নিখিল চৌধুরীর ষ্টেটের ওয়ারিশান তাহলে এখনও জীবিত আছে ? ঐ ভোলানাথ বাবু যে দাবী করছে ? ও—আপনি ঠিক জানেন নিখিল বাবুর এক ছেলে আর এক মেয়ে এখনও জীবিত ? কিন্তু কোথায় তারা আছে তা ঠিক বলতে পারেন না ? তাহলে প্রমাণ করা যে খুবই শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমতঃ তাদের খুঁজে বার করা—বিশ বছর পরে যদি সন্ধানও পাওয়া যায় তাহলে তাদের আইডেণ্টিফাই (identify) কর্বে কে ? আপনি ? আপনার পরিচয়টাই জানতে পারলুম না যখন—তখন আপনার আইডেণ্টিফিকেসনের (identification) মূল্যই বা কি ? তাছাড়া—কি বল্লেন ? তাদের চিনে নেবার একটা উপায় আছে ? হ্যাঁ

হ্যাঁ, বলুন—উল্কির টীপ্—মেয়েটীর কপালে আর ছেলেটীর? থুৎনীতে? কি বল্‌লেন? তাদের মা পরিয়ে দিয়েছিলেন? ও—ডাইনী নামীয়া দুষ্টা রমণীর কুদৃষ্টি যাতে না লাগে সেইজন্যে? ও—আপনি যখন এতদূর খবর রাখেন তখন একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন? না না কোন চিন্তা নেই আপনার—কি জানেন টেলিফোনে সব কথা বলা উচিত নয়। তাতে সুফল অপেক্ষা কুফলটাই বেশী হয়। বেশ এখন পরিচয় না দেন সাক্ষাতেই দেবেন। তবুও আপনার ভরসা হচ্ছেনা আমার সঙ্গে দেখা করতে? আচ্ছা—হ্যাঁ জানি আর তিনটে দিন বাকী। তিনদিন পরেই ভোলানাথ বাবুই চৌধুরীদের বিশাল ষ্টেটের অধিকারী হবে। হ্যাঁ তা জানি—কিন্তু আমি কি করতে পারি বলুন—সবই প্রমাণ সাপেক্ষ—তাছাড়া আপনি যখন দেখা করতে পারবেন না তখন আর আমি কি করতে পারি। আচ্ছা—নমস্কার—

নীতীশ রিসিভারটা রাখিয়া দিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। কে এই ব্যক্তি? লোকটা যাহা বলিল তাহা যদি সত্য হয় তবে সে নিজের পরিচয় দিলনা কেন? কেনই বা সে তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে অসম্মত? এ ব্যাপারে তাহার স্বার্থ কি?

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা একটার পর আর একটা নীতীশের মাথার ভিতর জট্ পাকাইতে লাগিল। সে এই ব্যাপার সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলি আলমারি হইতে বাহির করিয়া

বেশ মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল। তারপর সুবৃহৎ এ্যালবামটা খুলিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একখানা ছবি খুলিয়া ম্যাগনিফাইং গ্লাস সাহায্যে বেশ মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল।

কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। দেওয়ালের ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া আট্‌টা বাজিয়া গেল। ঘড়ির শব্দে নীতীশের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে তাহার প্রিয় ভৃত্য জগুয়াকে ডাকিয়া বলিল "দেখ জগুয়া, আজ হরনাম সিংয়ের আসবার কথা—হয়ত সে ন'টার পর আসবে। সে এলে তাকে বলবি সে যেন এক্ষুনি ডেরায় ফিরে যায়। রাত্রি দু'টোর পর হয়ত আমার সঙ্গে দেখা হবে। তার ডেরাতেই। আর আমায় যদি আর কেউ খুঁজতে আসে বলবি—হঠাৎ আমার মাথাটা বড় ধরেছে বলে আমি শুয়ে আছি—জাগাবার হুকুম নেই। বুঝলি ?"

জগুয়া মাথা নাড়িয়া সায় দিল। নীতীশ বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য উপরে চলিয়া গেল। জগুয়া টেবিলের কাগজপত্রগুলো গুছাইয়া আপিষ ঘর বন্ধ করিল।

শ্রী সত্য গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী

টালার জমিদার চৌধুরীদের কাছারী বাড়ীতে দেওয়ান বাহাদুরের খাসকামরায় বেশ একটী মজলিস্ বসিয়াছিল। মজলিসে উপস্থিত ছিলেন দেওয়ান বাহাদুর স্বয়ং, ষ্টেটের ভাবী মালিক ভোলানাথ বাবু এবং আরও তিন চারিজন। তাঁহাদের আলোচনার বিষয় ভোলানাথ বাবুর সম্পত্তি লাভের কথা।

সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে মুখুজ্যে মশায় বলিলেন "সবই ভগবানের খেলা দেওয়ান বাহাদুর—নইলে নিখিলের এমন দুর্ম্মতি হবেই বা কেন? রাজার মত ঐশ্বর্য্য যার সে কিনা স্ত্রীকে খুন ক'রে একেবারে ফেরার হয়ে গেল! আচ্ছা তার ছেলে মেয়ের কোন সন্ধান হ'ল না দেওয়ান বাহাদুর?"

গড়গড়ার নলটা নামাইয়া গোঁফ জোড়াটায় বেশ জোরে বার কতক মোচড় দিয়া দেওয়ান বাহাদুর বলিলেন "দুর্ভাগ্য—মুখুজ্যে মশায়, দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য বশতঃই আমাদের রাজাবাবু আজ দেশছাড়া—ছন্নছাড়া! আর ছেলে মেয়ে দুটোর কথা বলছেন—তারা কি আর বেঁচে আছে মুখুজ্যে মশায়? তারা বেঁচে থাকলে কি আর ভোলানাথ বাবু এ সম্পত্তিতে দাঁত

ফোটাতে পারেন? আমি [illegible] সন্তান [illegible] কি আর ভাগনের দাবী খাটে?"

দেওয়ান বাহাদুর হয়ত আরও [illegible] অকস্মাৎ সেখানে একজন অপরিচিত বৃদ্ধের আবির্ভাবে তাঁহার বাক্য স্রোত ঐখানেই রুদ্ধ হইয়া গেল।

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে ভোলানাথ বাবু কহিলেন "আপনি কোথেকে আসছেন মশায়?"

বৃদ্ধ যেন পথশ্রমে খুবই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার আচরণে তাহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ কোন কথা না বলিয়া বিস্তীর্ণ ফরাশের একপাশে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল। মুখুয্যে মশাই বলিলেন "আহা বুড়ো মানুষ বেচারা বোধ হয় অনেকখানি পথ হেঁটে এসেছে তাই হাঁপাচ্ছে! একটুখানি জিরিয়ে নিতে দিন্ তাকে তারপর যা জিজ্ঞাসা করতে হয় করবেন।"

দেওয়ান বাহাদুর বলিলেন "একজন নূতন লোক দেখলেই আমাদের একটা ঔৎসুক্য স্বতঃই জাগে তার পরিচয় জানতে। কিছু মনে করবেন না আপনি, বয়েস ত ওর পাকেনি তাই ওই সব ছেলেদের এই রকম একটু বাচালতা দেখা যায়।

যাক্ এখন বোধ হয় আপনি বল্‌তে পারবেন—আপনি কে এবং কোথা থেকে আসছেন আর আপনার প্রয়োজনটাই বা কি?"

ডিবা হইতে এক টিপ নস্য লইয়া আগন্তুক বৃদ্ধ বলিল

"আমার বাড়ী অনেক দূর, একটা খবর শুনে আমি এখানে এসেছি আপনাদের কাছে—"

সোৎসুকে দেওয়ান বাহাদুর বলিলেন "কি বিষয়ে আপনি আমাদের কাছে খবর জানতে এসেছেন ?

বৃদ্ধ বলিল বিষয়টা এই যে চৌধুরীদের সম্পত্তির ওয়ারিসান নাকি ঠিক হয়ে গেছে ? কিন্তু আমি জানি নিখিল চৌধুরীর ছেলে মেয়ে এখনও বেঁচে আছে, অথচ সম্পত্তির ওয়ারিসান্ হচ্ছে অন্যলোক। এর মানে ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।" বলিয়া বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেওয়ান বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিল।

কথাটা দেওয়ান বাহাদুরের বোধ হয় ভাল লাগিল না তাই তিনি বিরক্তিপূর্ণ-স্বরে কহিলেন "শুনলেন মুখুজ্যে মশায়, আজ্-গুবি কথা! কবে কোন্‌দিন নিখিল চৌধুরীর ছেলে মেয়ে মরে ভূত হয়ে গেছে ইনি আজ এসে বল্‌ছেন কিনা তারা বেঁচে আছে। এই চৌধুরীদের ষ্টেটে চাক্‌রী করে দাড়ী পাকিয়ে ফেল্‌লাম, তাদের নাড়ী নক্ষত্র আমি যা জানি উনি আমার চেয়ে বেশী জানেন? এ আজগুবি গল্পটি আপনারি রচা বোধ হয়? তা—মশায়ের পরিচয়টা জান্‌তে পারলে বড়ই বাধিত হবো। কথাটা আমাদের কাছে ব'লে রেহাই পেলেন, পুলিশের কাছে বল্‌লে হয়ত আপনাকে পাগ্‌লা গারদে যেতে হোত!"

দেওয়ান বাহাদুরের কথায় সায় দিয়া ভোলানাথ বাবু বলিলেন "বুড়ো মানুষ বোধ হয় গাঁজায় দম দিয়ে এসেছেন

নইলে এত বড়ো একটা মিথ্যা কথা বলতে সাহস করেন! এ কী ধৃষ্টতা! এত বড়ো একটা জলজ্যান্ত সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করা, লোকের কাছে চৌধুরীদের ষ্টেটের দেওয়ান বাহাদুরকে মিথ্যাবাদী বেকুব সাজানো কি কম ধৃষ্টতার পরিচয়?"

আরেক টিপ্ নস্য লইয়া বৃদ্ধ বলিল "তা যদি সত্য কথা ব'লে পাগ্‌লা গারদে যেতে হয়—বুঝবো সেটা আমার দুরদৃষ্ট! একজন বন্ধুর জন্যে একটু কষ্ট সহ্য করা কর্তব্য বলেই মনে করি।"

আবার সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি! দেওয়ান বাহাদুর যেন একটা দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

বিরক্তি-পূর্ণ-স্বরে ভোলানাথ বাবু বলিলেন "তাই যান মশায় আপনার যেখানে খুসি আপনার সঙ্গে বাজে কথার আলোচনা ক'রে আমরা সময় নষ্ট করতে রাজী নই—আপনার সময়ের কোন মূল্য না থাকতে পারে কিন্তু আমাদের সময়ের মূল্য আছে। আপনি এখন আস্তে আস্তে পথ দেখুন।"

চকিতে একটী ক্ষীণ হাসির রেখা বৃদ্ধের ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল। বৃদ্ধ বলিল "থানাটা এখান থেকে কতদূরে—কোন্‌দিকে যেতে হবে—কেউ দয়া ক'রে বলে দেবেন কি?"

বৃদ্ধের কথায় দেওয়ান বাহাদুরের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। রোষ-কষায়িত নেত্রে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন "তোমার ত কেউ মাইনে করা চাকর নয় যে কলকেতা

সহরে কোথায় কি আছে সে সব দেখিয়ে বেড়াবে? কপালের উপর চোখ দুটো রয়েছে খুঁজে নাওগে—এখানে আর ঝামেলা ক'রনা—যাও—”

বৃদ্ধ আর এক টিপ্ নস্য নাকে গুঁজিয়া একটা জীর্ণ মলিন রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মুখুজ্যে মশায়ও বৃদ্ধের অনুগমন করিতেছেন দেখিয়া দেওয়ান বাহাদুর বলিলেন “মুখুজ্যে মশায় এরই মধ্যে উঠলেন যে?”

একটা গুরুতর প্রয়োজনীয় ব্যাপারের অজুহাত দেখাইয়া মুখুজ্যে মশায় বাহির হইয়া গেলেন।

পথে আসিয়া মুখুজ্যে মশায় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মশায় আপনার কথাটা সবাই হেসে উড়িয়ে দিলে বটে কিন্তু আমার মনে একটা খটকা লেগে গেল। অবিশ্যি গরিব মানুষ আমরা, বড় লোকের সঙ্গে লাগতে পারিনে তবু এত বড় একটা অন্যায় আমরা সইতে পারিনে।”

সহাস্য মুখে বৃদ্ধ কহিল “কি অন্যায়টা দেখলেন বলুন ত?”

মুখুজ্যে মশায় জিব কাটিয়া বলিলেন “ঐটী অনুরোধ করবেন না মশায়, বড় লোকের কথায় কখনও থাকিনি, কখনও থাকবো না—তবে আপনি যা বললেন তা যদি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে—” মুখুজ্যে মশায়ের কথা শেষ হইল না, তিনি চৌধুরীদের কাছারী বাড়ী হইতে একটা লোককে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া দ্রুতপদে নিকটবর্ত্তী একটা গলিতে গিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন।

লোকটী আসিয়া বৃদ্ধকে বলিল "আপনি কি এইমাত্র কাছারী বাড়ী থেকে আসছেন ?"

বৃদ্ধ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে লোকটার আপাদমস্তক দেখিয়া বলিল "কেন বল ত ? তোমাদের দেওয়ান বাহাদুর আবার আমায় ডাকছেন নাকি ?"

লোকটা বলিল "আজ্ঞে হ্যা—আপনি একবার চলুন—"

দৃঢ়কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিল "বড়ই দুঃখিত হলাম বাপু, এখন আর আমার সময় হবে না—তোমার দেওয়ান বাহাদুরের দপ্তরে গিয়ে অনর্থক সময় নষ্ট না ক'রে থানার দারোগা সাহেবের কাছে গেলে আমার ঢের কাজ হবে।"

বৃদ্ধ চলিতে লাগিল। লোকটা সহসা তাহার সম্মুখে গিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "যেতেই হবে আপনাকে—চলুন—"

কৃত্রিম বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বৃদ্ধ বলিল "বল কি হে আমি যদি না যাই তুমি আমায় জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চাও নাকি ?"

দৃঢ়স্বরে লোকটী বলিল "আজ্ঞে অগত্যা তাই করতে হবে বৈকি, আমার উপর মনিবের সেইরকম হুকুম আছে।"

ক্রুর হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ বলিল "এতো আর মগের মুলুক নয় বাপু—যে তোমরা তোমাদের খেয়াল মত চলিবে আর আমাকেও তোমাদের মতে চলতে হবে ? তুমি মনিবের মাইনে খাও—তুমি তাঁর হুকুম তামিল করতে বাধ্য কিন্তু আমি ত আর

তাঁর মাইনে খাইনে বাপু যে তাঁর হুকুম শুনতে বাধ্য হবো ?”

বৃদ্ধ গমনোদ্যোগ করিলে লোকটা রুক্ষস্বরে বলিল “যদি ভাল চান ত আমার সঙ্গে আসুন—নইলে—”

বাধা দিয়া বৃদ্ধ কহিল “নইলে কি করবে ? জোর ক’রে ধ’রে নিয়ে যাবে ? যেমন কড়া মনিব তেম্নি তার কড়া হুকুম দেখছি।”

বৃদ্ধের শ্লেষপূর্ণ বাক্যে লোকটার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইল। তীব্রকণ্ঠে লোকটা বলিল “মিছে কেন প্যাচাল পাড়ছো—লক্ষ্মী ছেলের মত আমার সঙ্গে এসো।” বলিয়া লোকটা বৃদ্ধের হাত ধরিতে গেল।

চকিতে পকেট হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া লোকটার ললাটদেশ লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ বলিল “বেশী চালাকি করলে মাথার খুলিটী উড়িয়ে দেবো এক গুলিতে। যদি ভাল চাও ত আস্তে আস্তে সরে পড়।”

সহসা বিনা মেঘে বজ্রপাত হইলে মানুষ হয়ত এতটা বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত হইত না কিন্তু এই অশীতিপর বৃদ্ধের হাতে রিভলভার দেখিয়া লোকটা ভয়ে বিস্ময়ে যেন কেমন একরকম হইয়া গেল। তাহার আর বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না, সে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল যেন একটা নিশ্চল নির্ব্বাক প্রস্তর মূর্ত্তি !

বৃদ্ধ আপন গন্তব্যপথে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। এ বৃদ্ধ আর কেহ নয়—গোয়েন্দা নীতীশ বাবু।

গুণ্ডাদের পাতাল পুরীর মধ্যবর্ত্তী যে ঘরখানায় আমরা পূর্ব্বোক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছি সেটার পশ্চাৎভাগে দুইখানি ছোট ছোট কুঠারী আছে। এই দুইটী কুঠারী পূর্ব্বে মালখানা রূপে ব্যবহৃত হইত। একখানা ঘরের মধ্যে দেওয়াল তুলিয়া তাহা দুইখানা করা হইয়াছে। তাহার তিন দিক প্রাচীর বেষ্টিত এবং সম্মুখভাগটী লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা—মধ্যে একটা করিয়া ছোট্ট দরজা। দরজা দুইটী বৃহৎ ফটকের কাটা দরজার মত। প্রত্যেক দরজায় তালা লাগানো।

কালু টলিতে টলিতে মাঝের ঘরে প্রবেশ করিল এবং পশ্চাৎভাগের বামদিকের ছোট কুঠারীটির দ্বার খুলিয়া আবদ্ধ রমণীকে বাহিরে আসিতে আদেশ করিল। রমণী কোনরূপ সাড়াশব্দ করিল না। বিরক্ত হইয়া কালু সেই কুঠারীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অবরুদ্ধ রমণীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বাহিরে আনিল। দালানে আসিয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া কালু বলিল "এসো আমার সঙ্গে—"

রমণী দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার অনুগমন করিল। দালান

পার হইয়া কালু যে ঘরটার দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল এখানি দালানটার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে এবং রমেন যে ঘরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল তাহারই সম্মুখভাগে। কক্ষটার দ্বার রুদ্ধ ছিল,—কালু দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল "ভেতরে এসো—"

এই রমণী আর কেহ নয়—রেখা। রেখা কথাটা শুনিয়া যেন শুনিল না—নির্ব্বাক প্রস্তরমূর্ত্তির মতো কক্ষের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিল।

রেখার এই অবাধ্যতা কালুর মোটেই ভাল লাগিল না। সে কর্কশকণ্ঠে বলিল "শুনতে পাচ্ছো না? ভেতরে এসো—ভালয় ভালয় না এসো, ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসবো সেটা খেয়াল আছে?"

তথাপি রেখা নীরব। সে যেন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে। কালু বিরক্ত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কক্ষ মধ্যে লইয়া গেল।

কক্ষটি নাতিদীর্ঘ—নাতিক্ষুদ্র। বেশ মাঝামাঝি রকম সাজানো। মেঝেটায় গালিচা পাতা। ঘরের একদিকে একটী ছোট খাট। আর মধ্যস্থলে একটা গোল টেবিল। টেবিলের চারিদিকে চারিখানা গদী আঁটা চেয়ার। দুই পার্শ্বে দুখানা সুন্দর সোফা, ঢাকাগুলিতে সুন্দর রঙ্গিন ঝালর দেওয়া—টেবিলের উপর একটা আলো জ্বলিতেছিল। বলা বাহুল্য

এইটাই কালুর নিজস্ব খাস্ কামরা। একটী সোফার উপর বসিয়া কালু বলিল "বসো"—

রেখা চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল সে সেইভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল—এক পাও নড়িল না।

বিরক্তিপূর্ণ-স্বরে কালু বলিল "আচ্ছা অবাধ্য মেয়ে ত, বসতে বলছি, কথাটা গ্রাহ্য হচ্ছে না! বলি কথা শুনবে?"

এতক্ষণে রেখা কথা কহিল—বলিল "অত নৌকতার কোন প্রয়োজন নেই—আমি জানতে চাই আমাকে এখানে আনার উদ্দেশ্য কি? আমাকে নিয়ে কি করতে চাও তোমরা?"

ক্রোধব্যঞ্জক হলেও কি মধুর কণ্ঠস্বর! মেয়ে মানুষের সঙ্গে কালুর সংস্রব ছিলনা—তবু সে অনেক দেখিয়াছে—অনেকের কথাও শুনিয়াছে কিন্তু এমন মিষ্টি কথা কখনও সে শুনে নাই। যেমন রূপ—তেম্নি তার দৃপ্ত ভঙ্গিমা! সত্যই এমনটী কখনও কোনদিন কালুর চোখে পড়ে নাই। সে যেন কেমন এক রকম হইয়া গেল। কলিকাতার রাস্তায় ট্রামে বাসে সে তাহাকে আরও কয়েকবার দেখিয়াছে—কিন্তু কৈ এত রূপ লইয়া ত রেখা কোনদিন তাহার সম্মুখীন হয় নাই? রেখার প্রশ্নের উত্তরে সে যেন কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু একটী কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না—সে নির্ব্বাক অপলক দৃষ্টিতে রেখার দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্রোধব্যঞ্জক-স্বরে রেখা পুনরায় প্রশ্ন করিল "চুপ ক'রে রইলে যে উত্তর দাও—কেন তোমরা আমাকে এখানে এনেছ?"

আমি তোমাদের কী করেছি ? কা করতে চাও তোমরা আমাকে নিয়ে ?”

বেশ সহজভাবে কালু বলিল “এনেছিলাম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু তোমায় দেখে আমার মত বদলে গেছে আমি তোমায়—”

কোথা থেকে একটা সঙ্কোচ আসিয়া কালুর কথা যেন শেষ করিতে দিল না।

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে রেখা বলিল “ও সব ভণিতা রাখ, স্পষ্ট করে বল তোমাদের উদ্দেশ্য কি ?”

পূর্ব্বের মত সহজভাবে কালু বলিল “উদ্দেশ্য বেশ ভাল ছিলনা—আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে হত্যা করা।”

কথাটা শুনিয়া রেখার সমস্ত দেহটা কাঁপিয়া উঠিল। সে যথাসাধ্য আপনাকে সংযত করিয়া কহিল “হত্যা! কেন ? আমার অপরাধটা কি ? আমি তোমাদের কা করেছি ?”

কালু বলিল “কিছু করনি—তবু। কিন্তু এখন আমার মত বদলে গেছে—রেখা তুমি আমায় বে কর—তারপর চল তোমায় নিয়ে আমি এসব সংস্রব ছেড়ে চলে যাই—দূরে, বহুদূরে—”

শ্লেষপূর্ণ স্বরে রেখা বলিল “নীচ গুণ্ডার স্পর্দ্ধা! না না তোমরা আমায় যে উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছ তাই কর—আমায় মেরে ফেল—”

কালু বলিল “পার্ব্বোনা রেখা—আমি তা পার্ব্বোনা।”

সাগ্রহে রেখা বলিল “তবে আমাকে ছেড়ে দাও—”

"সে শক্তিও আমার নেই রেখা" বলিয়া কালু রেখার মুখের দিকে চাহিল।

এক দুর্দ্দান্ত নর-হন্তার চোখে এ কী দৃষ্টি! এত করুণ—এত কাতর—এমন আকুলতা মাখা!

বোধ হয় রেখা সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল তাই সে নত মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল একটী কথাও বলিল না।

কালু আবার বলিল "বল রেখা তুমি আমায় বিয়ে করবে কিনা—

দৃঢ়স্বরে রেখা বলিল "না। তোমরাও ত মানুষ—জগতের অন্য মানুষের মত কিন্তু তোমরা তোমাদের প্রবৃত্তিকে কতদূর জঘন্য করে ফেলেছ—মানুষ হয়ে মানুষের উপর অত্যাচার কর—হত্যা করতে দ্বিধা করনা—বিচার করনা—নারীকে আয়ত্বের মধ্যে পেলে তার সর্ব্বনাশ করবার ফন্দী কর তাকে বিবাহের প্রস্তাব ক'রে। মানুষ হয়ে তোমরা স্নেহ, মমতা, দয়া, মায়া, বিবেক এসবগুলো কেমন করে ত্যাগ করলে বলতে পারো? তুমি যখন পৃথিবীতে এসেছিলে তখন তোমার গর্ভধারিণী ছিলেন একজন—তিনিও নারী—এ জগতে কি তোমার চক্ষে তাঁর মত একজনও রমণী নেই যাঁর প্রতি সেই শ্রদ্ধা দেখাতে পারো? কনিষ্ঠ ভাই ভগ্নি কি তোমার একটীও ছিলনা যে তুমি তোমার অন্তরের স্নেহ মমতা ধুয়ে মুছে ফেলে সেটা পূর্ণ ক'রে রেখেছ শুধু নৃশংসতা দিয়ে—লালসা দিয়ে?"

রেখার কথাগুলো শুনিয়া কালু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া

রহিল—যে সব চিন্তা কখনও তাহার মনের মধ্যে একটীবারের জন্য উদয় হয় নাই—নৃশংস দস্যুর মাথার ভেতর সেই সব আজগুবি চিন্তা একটার পর একটা আসিয়া তাহার মনটাকে যেন অতীষ্ঠ করিয়া তুলিল। একটা অননুভূতপূর্ব্ব অসহ্য বেদনায় সে বুকখানাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। তারপর সহসা আকুলকণ্ঠে বলিল "নেশার খেয়ালে বাপজী একদিন বলেছিল একটা বোন ছিল আমার—কিন্তু কখনও তাকে দেখিনি—সে বেঁচে আছে কিনা জানিনা—আজ তোমার কথা শুনে তার কথা মনে পড়ছে!"

কালু আরও কিছু হয়ত বলিত কিন্তু রেখা বাধা দিয়া বলিল "মনে কর আজ তুমি যেমন আমায় চুরি করে এনে আমার উপর অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছ—তোমার সেই বোনটীকে যদি তোমারই মত কোন দুর্ব্বৃত্ত জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিযে এইভাবে অত্যাচার কর্ত্তে উদ্যত হয়—"

এক লম্ফে সোফা হইতে উঠিয়া গিয়া এক হস্তে রেখার মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কালু বলিল "খবরদার ও-কথা মুখ দিয়ে বারদিগর বেরুলে আমি খুন করবো—"

রেখা বলিল "যখন তোমাদের হাতে পড়েছি তখন যা খুসি করতে পারো—মেয়ে মানুষ আমি—বাধা দেবার শক্তি আমার নেই।"

আকুল কণ্ঠে কালু বলিল "কোন ভয় নেই তোমার—আমি তোমার গায়ে হাত দোব না—বাপজীর মুখে শুনে অবধি মাঝে

মাঝে বোনটার কথা মনে পড়ে, তাকে দেখতে ইচ্ছা হয়—কতবার বাপজীকে বলেছি সে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে সে বেঁচে নেই। মার কথা জিজ্ঞাসা করেছি ঐ এক উত্তর—বেঁচে নেই! একবার মনে হয় মিথ্যা কথা—আবার মনে হয়—হয়ত তাই—কেউ বেঁচে নেই। জানিনা কোন্‌টা ঠিক। যখন মা গেছে, বোন গেছে—তখন আমিই বা এদের সংস্রবে থাকি কেন? আমি চলে যাবো এখান থেকে—জানি তুমি আমার মত হীন দস্যুকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে পার্ব্বে না—কিন্তু পারবে না কি তুমি আমায় তোমার ভাই বলে গ্রহণ করতে? পারবে না কি তুমি আমায় মানুষ করবার ভার নিতে?"

সাগ্রহে রেখা বলিল "পারবে তুমি এই জঘন্য সংস্রব ত্যাগ করতে? তা যদি পারো, তাহলে আমি বলছি—রমেনদার কাছে থাকলে তুমি মানুষ হতে পারবে।" বলিয়া রেখা সহসা দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখিল উদ্যত জোড়া পিস্তল হস্তে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রমেন—তাহার অধরোষ্ঠে ক্রুর হাসির রেখা। রেখার মুখ দিয়া বাহির হইল "রমেন দা"—

রমেনদার নাম শুনিয়া কালুও দ্বারের দিকে চাহিয়া ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ধীর পাদক্ষেপে রমেন কক্ষমধ্যে আসিয়া শ্লেষপূর্ণ স্বরে কহিল "মতলব করলেই সব সময় সে মতলব হাঁসিল হয়না মূর্খ। এই দুটী মেয়েকে উদ্ধার করতে হয়ত আমায় ধরা দিতে হবে—হয়ত তোমরা আমায় কায়দায় আনতে আমার হাতে হাত-

কড়াও লাগাবে, তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। তোমরা মনে করেছিলে গলা টিপে ধরায় মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে গেছি কিন্তু এ দেহটা অত ক্ষীণ নয়। হাপ প্যাণ্টের পকেটে জোড়া পিস্তল আর চাবির রিংয়ে উকো ছিল—আমায় কায়দায় ফেলে আমার কাছে কি ছিল না ছিল খুঁজে দেখা তোমরা প্রয়োজন মনে করনি! কাজেই রুদ্ধঘরে গিয়ে প্রথমেই উকোটার সদ্ব্যবহার করে লোহার বালা খুললুম, তবে দরজাটা খুলতে পারলুম না—পুরোনো কাঠের জানালা ভাঙ্গতে বেশী কষ্ট করতে হ'ল না। এখন এস বন্ধু আগে তোমার হাতে লোহার বালা পরিয়ে দিই—তারপর তোমার সঙ্গীদের খুঁজে বার করি। বেশী কষ্ট করতে হবেনা তাদের জন্যে—তাদেরও আমি খাঁচায় পুরেছি। দেখি তোমার হাত দুখানা—" বলিয়া রমেন কালুকে হাতকড়া পরাইতে গেল। রেখা বাধা বাধা দিয়া বলিল "ওকে ক্ষমা কর রমেন দা—"

নির্ব্বাক বিস্ময়ে রমেন রেখার মুখের দিকে চাহিল। কি আশ্চর্য্য! রেখার মস্তিষ্ক কি বিকৃত হইয়া গিয়াছে? এতবড় একটা নৃশংস সয়তানকে সে ক্ষমা করিতে পারে কেমন করিয়া? যার হাতে রেখা আজ লাঞ্ছিত, অপমানিত, নিগৃহীত—তার উপর এই অস্বাভাবিক করুণার কারণ কি? রমেন কিছু ভাবিয়া পাইল না। দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল "তোমার এ অস্বাভাবিক করুণার কারণ কি রেখা? এই দুর্ব্বৃত্তই না তোমাদের মত দুটী অসহায় মেয়েকে চুরি করে এনেছে? তোমাদের গুম্ ক'রে

রেখেছে? তোমাদের পরিণাম যে কী হতো তা জানিনা। তবে আমার বিশ্বাস সেটা বিশেষ শুভকর হতো না। এই একটু আগে ঐ পাশের ঘর থেকে তার রুক্ষ কঠোর স্বর শুনতে পেয়েছি—তবু তুমি বলছো তাকে ক্ষমা করতে?"

ঠিক এই সময় কোথা হইতে এক বৃদ্ধ আসিয়া কক্ষদ্বারে দাঁড়াইল এবং হাতের টর্চের আলোটা কালুর মুখের উপর সোজাসুজি ফেলিয়া বলিল "আমিও তাই বলি রমেন ওকে ক্ষমা কর।"

রমেন সচকিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিল। মুখখানা সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও বৃদ্ধের গলার স্বরটা অনেকটা এক! কিন্তু চেহারায় আকাশ পাতাল পার্থক্য! তাই রমেন স্বরটাকে অপেক্ষাকৃত রুক্ষ করিয়া বলিল "তুমি কেহে বাপু এখানে এলে একটা সয়তানের পক্ষে ওকালতি করতে?"

বৃদ্ধ রমেনের পৃষ্ঠদেশে একটা মৃদু চাপটাঘাত করিয়া বলিল "তাই যদি মনে কর রমেন বাবু সেটা নিতান্ত অসঙ্গত হবে না। অন্ততঃ তোমার খাতিরে আমায় সেটা করতে হবে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ টর্চের আলোটা আর একবার কালুর মুখে এবং রেখার মুখের উপর ফেলিয়া রমেনের কাণের কাছে নিজের শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখখানা লইয়া গিয়া অন্যে যাহাতে শুনিতে না পায় এমন মৃদুস্বরে কি দু' একটা কথা বলিল।

চমকিয়া উঠিয়া রমেন বৃদ্ধের একখানা হাত ধরিয়া প্রবল-বেগে ঝাঁকানি দিয়া বলিল "ছদ্মবেশটা ধরেছ মন্দ নয় কিন্তু

গলার স্বরটা লুকোতে পারনি—এইবার আমি তোমায় ধরে ফেলেছি নীতীশ। কিন্তু তুমি যা বল্‌লে তা কি সম্ভব ?"

স্মিতমুখে নীতীশ বলিল "সম্ভব কি অসম্ভব সেটা প্রমাণ করেই বুঝিয়ে দোব। উপস্থিত তুমি কালুকে আর মেয়েদের নিয়ে বাসায় রওনা হও—আমি এখানকার একটা ব্যবস্থা ক'রে আসছি।" বলিয়া নীতীশ ওরফে আগন্তুক বৃদ্ধ ত্বরিৎপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

কালুকে সম্বোধন করিয়া রমেন বলিল "তুমি মন স্থির করেছ কালু, আমাদের সঙ্গে যাবে ?"

দৃঢ়স্বরে কালু বলিল "আপনি যদি পায়ে রাখেন রমেন বাবু, আর ঐ বোনটী যদি আমায় মানুষ করবার ভার নেন্ তাহলে আমি আপনাদেরই সঙ্গেই যাবো নইলে আমি দেশ ছেড়ে যেদিকে দু' চক্ষু যায় চলে যাবো।"

রমেন রেখার মুখের দিকে চাহিতেই রেখা বলিল "আমি ভার নিতে প্রস্তুত আছি রমেনদা—"

স্মিতমুখে রমেন বলিল "তাহলে তোমার সঙ্গীদের কাছে বিদায় নিয়ে তুমি তৈরি হও কালু—আর তোমার জিনিষ-পত্র-গুলোরও একটা ব্যবস্থা করতে হবে।"

"এ দুয়ের কোনটাই দরকার নেই রমেন বাবু—আমি আর ওদের ছায়া মাড়াবো না, আর এই সব পাপের জিনিষ আমি ছোঁব না—সব আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যাবো।"

বলিতে বলিতে কালু সত্যই একটা দিয়াশালাই জ্বালিয়া

বিছানার উপর ফেলিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে হু হু করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হইয়া উঠিল। রেখাকে টানিয়া লইয়া রমেন তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। কালু চেয়ার টেবিল—কোচ যাহা সম্মুখে পাইল তাহাই অগ্নিকুণ্ডের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী।

পাতালপুরী হইতে বাহিরে আসিয়া রমেন, রেখা ও রেণুকা পথের ধারে একটা বটগাছের তলায় বসিল। এখানে এ অবস্থায় বসিয়া থাকিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, নীতীশ ও কালুর জন্য অপেক্ষা করা।

এত বড় একটা বিপদ হইতে এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ধার পাইয়া রেণুকা যেন কেমন এক রকম হইয়া গিয়াছিল। তার মৌনতা ভঙ্গ করিল রেখা।

রেখা বলিল "আচ্ছা রেণুকাদি, তুমি বোধ হয় বুঝতে পারোনি যে আমিও তোমার সঙ্গে বন্দিনী হয়েছিলাম ?"

হাসিটুকু ওষ্ঠাধরে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া রেণুকা বলিল "মোটেই না—তবে পাতালপুরীতে আসবার পর যখন আমি আমার নিজের অবস্থাটা ভাল করে বুঝতে পারলুম, তখন ওদের গুপ্ত পরামর্শ শোনবার জন্যে সর্ব্বদাই সতর্ক হ'য়ে কাণখাড়া ক'রে থাকতুম। তাতেই বুঝতে পেরেছিলুম যে আমার মত আরও একজন মেয়ে এদের কবলে পড়েছে—কিন্তু মেয়েটী যে কে তা কিছুই বুঝতে পারিনি। তোমার নিরুদ্দেশের সংবাদটা

নীতীশ বাবুর ওখানে শুনেছিলুম তাই সন্দেহ হয়েছিল হয়ত আমার মত তুমিও এইসব দুর্বৃত্তদের কবলে পড়েছ। তাছাড়া আমার ধারণা হয়েছিল শুধু তুমি আমি নয় এদের জালে পড়েছে আমাদের মত অনেক অভাগিনী। চুরি রাহাজানী ছাড়া নারী-হরণ এদের একটা পেশা...”

রেণুকা আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু মধ্যপথে বাধা দিয়া রমেন বলিল “শুধু পেশা বললে ভুল হবে মিস্ রায়, কালুর মুখে শুনেছি এরা ব্যস্ত রয়েছে একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্র নিয়ে যার মুখ্য উদ্দেশ্য তোমাদের হত্যা করা।”

সহাস্যে রেখা বলিল “কালু সে কথা বলেছিল আমি শুনেছি”। তারপর পাতালপুরীর সুড়ঙ্গের দিকে চাহিয়া প্রসঙ্গটাকে একেবারে বন্ধ করিবার জন্য রেখা বলিল “যাক ওকথা। ঐ সব আলোচনা স্থগিত রেখে একবার দেখুন না রমেনদা, এরা এখনও এলো না কেন?”

রমেনের যেন চমক ভাঙিল। আকুলকণ্ঠে রমেন বলিল “সত্যিই ত কালু এখনও ফিরলো না কেন? স্বীকার করি নীতীশ না হয় কাজে ব্যস্ত—কিন্তু কালু? সে ত তার সব আসবাব-পত্রে আগুন লাগিয়ে দিয়ে fire-works দেখছিল —এখনও কি তার কিছু বাকী আছে যে সে আসতে পারছে না?”

অনুযোগপূর্ণ স্বরে রেখা বলিল “ওই তার একটা পাগলামী, এতো বারণ করলুম কিছুতেই কথা শুনলে না।”

রমেন বলিল "আমার যেন কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

বাধা দিয়া রেখা বলিল, "সন্দেহ আবার কিসের রমেনদা ? আপনি সন্দেহ করছেন বুঝি সে আর আসবে না ?"

সহাস্যে রমেন বলিল "আশ্চর্য কি !"

দৃঢ়স্বরে রেখা বলিল " তা হ'তে পারে না রমেনদা, আমি তার সঙ্গে ঐ কয়েকটা কথা ক'য়েছি তাতেই তার অন্তরটাও বেশ বুঝে নিয়েছি—সে প্রকৃতই আজ অনুতপ্ত। নইলে অমন দামী দামী আসবাব-পত্র-গুলো অমন ক'রে পুড়িয়ে ফেল্‌বে কেন ?"

গম্ভীরভাবে রমেন বলিল "তবুও তার স্বভাবটা যেভাবে, যে আবহাওয়ার মধ্যে থেকে গ'ড়ে উঠেছে তাতে তার পক্ষে সবই সম্ভব। কারণ এইসব লোকের মন ঘড়িক ঘড়িক বদলাতে পারে, তার জন্যে এদের দোষী করাও যায় না।"

তবুও রমেনের কথাগুলো রেখার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। সে সাগ্রহে বলিল "আপনি না হয় একটু দেখুন রমেনদা।"

স্মিতমুখে রমেন বলিল "তোমাদের দুটীকে এখানে রেখে আমি একপাও এখান থেকে নড়তে পারবো না। কারণ এটা শত্রুর এলেকা—তাদের দলবল যে সব ধরা পড়েছে এমন বলা যায় না। যারা বাদ পড়েছে তারা এখন মরিয়া—সব করতে পারে।"

দৃঢ়স্বরে রেখা বলিল "কালু থাকতে আমাদের কোন ভয় নেই

রমেনদা—আপনি একবার যান—এই ত দু'পা এগিয়ে গেলেই সুড়ঙ্গ—ঐ ঝোঁপটার ভেতর—আপনার যেতে আসতে বড় জোর মিনিট পাঁচেক লাগবে—এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই পৃথিবীর বুকে একটা ওলোট-পালোট হবার সম্ভাবনা নেই।"

রমেন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু তখনই কয়েকজন ছদ্মবেশী পুলিশের লোক সঙ্গে বৃদ্ধ বেশধারী নীতীশ সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। রমেন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "কালু"—

গম্ভীরভাবে নীতীশ বলিল "আমিও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করবো মনে করছিলাম রমেন—কালু তাহলে পাতালপুরী থেকে বেরিয়ে আসেনি—এলে সে তোমাদের কাছেই আসতো—অথচ আমি ত ঐ পাতালপুরীর প্রত্যেক ঘর অলি-গলি সব তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছি—এতক্ষণ ধরে খুঁজছিলুম,—কালুর বা তার দলের লোক একজনকেও দেখতে পেলুম না। আশ্চর্য্য! যেন ভোজ বাজীর মত এতগুলো জলজ্যান্ত মানুষ একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল!"

বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া রমেন বলিল "দেখলে রেখা, আমার সন্দেহটা নেহাত মিথ্যা নয়!"

মাথা নাড়িয়া দৃঢ়তাব্যঞ্জক-স্বরে রেখা বলিল "না না, তা কখনই হ'তে পারে না—কালু নিশ্চয়ই স্বইচ্ছায় পলায়নি—সে আমাদের দলে ভিড়ে গেছে দেখে তার দলের লোক তাদের সর্দ্দারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাকে এখান থেকে সরিয়েছে।"

রেখার কথায় নীতীশের চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানা সহসা বেশ উল্লাস দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

স্মিতমুখে নীতীশ বলিল "রেখার কথাটাও উপেক্ষা করবার নয় রমেন—তবে একটা কথা, এত অল্প সময়ের মধ্যে সর্দ্দারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কালুর মতো একজন শক্তিমান লোককে জোর ক'রে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়াটাও নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। যদিই বা তা সম্ভব হয়, তাহলে এটা খুব ঠিক যে ঐ সুড়ঙ্গ-পথ ছাড়া ঐ পাতালপুরী থেকে পলাবার স্বতন্ত্র পথ আছে। আমায় সেই পথ আবিষ্কার করতে হ'বে। শুধু তাই নয়, যত শীঘ্র সম্ভব কালুর সন্ধান করতে হ'বে। তাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। চৌধুরীদের ষ্টেটের মালেকান স্বত্ব ভোলানাথ বাবুর হাতে যাবার আগেই আমি কালুকে চাই।"

সবিস্ময়ে রেখা প্রশ্ন করিল "নীতীশ বাবুর কথার মর্ম্ম ত কিছুই বুঝতে পারছিনে—এ ব্যাপারের সঙ্গে কালুর মত একটা নগণ্য গুণ্ডার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে তা তো আমরা ধারণা করতে পারিনা।"

স্মিতমুখে নীতীশ বলিল "এ বিষয় নিয়ে তোমার বা রমেনের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। রমেনের উপর ভার ছিল গুণ্ডার হাত থেকে তোমাদের দুটী মেয়েকে উদ্ধার করবার—রমেন তার কর্ত্তব্য শেষ করেছে, এখন তার ছুটী। তবে তোমাদের উদ্ধার করার চেয়ে গুরুতর দায়িত্বভার এখন

রমেনের উপর দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে কালুর সন্ধানে যাবো, সে দায়িত্বভার নিতে তুমি প্রস্তুত রমেন ?"

সহাস্যে রমেন বলিল "আমি সানন্দে প্রস্তুত, কিন্তু তোমার ঐ গুরুতর-দায়িত্বভারটা কি শুনি ?"

গম্ভীরভাবে নীতীশ বলিল "অন্ততঃ এই দুটো দিন আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত মিস্ রায় আর রেখাকে তোমায় চোখে চোখে রাখতে হবে।"

সোৎসুকে রমেন জিজ্ঞাসা করিল "মানে ?"

পূর্ব্বের মতই গম্ভীরভাবে নীতীশ বলিল "মানেটা—এখন নয় যথাসময়েই জানতে পারবে। উপস্থিত তুমি এদেরে নিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে ওঠো তোমার বা আমার বাসায় যাবার প্রয়োজন নেই। আসল পরিচয় গোপন করে হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাবে যে তোমরা বিদেশী, পশ্চিম অঞ্চল থেকে আসছো মাত্র দিন কয়েকের জন্য কলকেতায় বেড়াতে। ব্যস এই পর্য্যন্ত। তারপর আর একটা কথা, তোমরা হালিসহরের পথে না গিয়ে বরাবর গঙ্গার ঘাটে যাও—একখানা নৌকা ভাড়া ক'রে কাশীপুর যাবে তারপর সেখান থেকে কলকেতায় যাবে। পথে যদি সন্দেহ হয় কেউ তোমাদের পেছু নিয়েছে তাহলে নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেসনে গিয়ে গাড়ীতে উঠবে। বুঝলে ? যাও—আর দেরী ক'রনা—" বলিয়া নীতীশ উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে পূর্ব্বোক্ত সুরঙ্গ পথে প্রবেশ করিল, বলা বাহুল্য তাহার অনুচরগণও তাহার অনুগমন করিল।

রেখা বলিল "নীতীশ বাবুর কথার প্রত্যেকটাই যেন হেঁয়ালী!"

সহাস্যে রমেন বলিল "গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারীদের ঐটুকুই বিশেষত্ব।"

বলিয়া রমেন গঙ্গার দিকের পথ ধরিল মিস্ রায় ও রেখা তাহার অনুগমন করিল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই রেখা রমেনের পার্শ্বে গিয়া তাহার গা টিপিয়া দিল। সচকিতে রমেন ফিরিয়া দাঁড়াইতেই মৃদুস্বরে রেখা বলিল "ডানদিকের ঐ ঝোঁপটার দিকে চেয়ে দেখুন—"

রমেন ঝোঁপটার দিকে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। সাগ্রহে রেখাকে জিজ্ঞাসা করিল "কি দেখলে বল ত? আমি ত ওখানে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না?"

পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে রেখা বলিল "আমি বেশ স্পষ্ট দেখেছি একটা লোক ঐ ঝোঁপটার ভেতর থেকে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিল।"

সাগ্রহে রমেন প্রশ্ন করিল "তারপর?"

রেখা বলিল "আমার ইঙ্গিত বোধ হয় সে বুঝতে পেরেছে তাই সঙ্গে সঙ্গে গা ঢাকা দিয়েছে।"

গম্ভীর অথচ যথাসাধ্য মৃদুস্বরে রমেন বলিল "তাহলে নীতীশের উপদেশ মত আমাদের ষ্টেসনের দিকেই যাওয়া উচিত। লোকটা সম্ভবতঃ গঙ্গার দিকেই ছুটেছে, এখন চল আমরা হালিসহর ষ্টেসন থেকেই ট্রেণে উঠি।

বলিয়া রমেন বিপরীত মুখে হালিসহর ষ্টেসনের পথ ধরিল। এখান হইতে হালিসহর ষ্টেসন বেশীদূর নয়। তাহারা অনতি-বিলম্বে ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল এবং তিনখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটিয়া যথাসময়ে কলিকাতা যাইবার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

শিয়ালদহ ষ্টেসনে নামিয়া ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডের নিকট আসিতেই ধনিসিং কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল "আসুন বাবু ফটকের বাইরে আমার গাড়ী আছে"—

দ্বিরুক্তি না করিয়া রমেন তাহার সঙ্গিনীদের লইয়া ধনি-সিংয়ের গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। এবং গম্ভীরভাবে আদেশ করিল জোর্‌সে চালাও ধনিসিং,—চৌরঙ্গী—গাড়ী বিদ্যুৎবেগে ছুটিল।

চৌরঙ্গীর একটা নামজাদা হোটেলের ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাত করিয়া রমেন উপস্থিত দুই চারিদিন থাকিবার মতো একটি সুসজ্জিত স্যুট বন্দোবস্ত করিয়া লইল।

রমেন ভাবিয়াছিল সন্ধ্যার পর সে একবার বালীগঞ্জে নীতীশের বাড়ী যাইবে—তাহার অনুসন্ধানের ফল কতদূর কি হইল তাহা জানিয়া আসিবে। তাহাকে এ পরামর্শ দিয়াছিল রেখা কারণ রেখার উৎকণ্ঠা তখন ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু নিজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া রমেন রেখার প্রস্তাবটা প্রথমে উড়াইয়া দিয়াছিল বটে কিন্তু তাহার আগ্রহপূর্ণভাব এবং সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের কাছে রমেনের কোন

যুক্তি-তর্কই খাটিল না। অগত্যা রমেন সন্ধ্যার পর বালীগঞ্জে যাইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাদের কোনরূপে শান্ত করিয়াছিল।

কিন্তু সন্ধ্যা হইতেই প্রাকৃতিক আবহাওয়াটা দাঁড়াইল অন্যরূপ। বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয় রাস্তার যান বাহনের গতি সহসা মন্দীভূত হইয়া গেল। বৃষ্টির প্রবল বেগ মন্দীভূত হইল বটে কিন্তু বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইল না।

রাত্রি তখন ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহারা ডিনার শেষ করিয়া নীতীশের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং কর্ম্মতৎপরতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল।

রেখা বলিল "বালীগঞ্জ যাবেন না রমেনদা ?"

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া রমেন বলিল "বৃষ্টিটা এখনও ধরলো না—রাতও অনেকটা হয়েছে, আজ আর যাবার কোনরূপ সুবিধা দেখছি না। কাল সকালেই যাওয়া যাবে এখন।"

কথাটা শুনিয়া রেখার মুখের ভাবটা যেন একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না।

মিস্ রায় বলিল "কাল সকালেই যখন যাচ্ছেন তখন আমরা দুজনে যদি আপনার সঙ্গী হই তাতে বোধ হয় আপনার কোন আপত্তি নেই ?"

স্মিতমুখে রমেন বলিল "সে ত খুব আনন্দের কথা। এ বিষয়ে আপত্তিই বা করবো কেন ?"

"বেশ তাহলে ঐ কথাই ঠিক রইলো" বলিয়া রেখা উঠিয়া পড়িল এবং মিস্ রায়কে সঙ্গে লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।"

রমেন একটা সিগারেট ধরাইয়া নির্জ্জন কক্ষে গিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

রতী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী

সুড়ঙ্গ পথে গুণ্ডাদের পাতালপুরীর আড্ডায় প্রবেশ করিয়া নীতীশ আর একবার কক্ষগুলি বেশ ভাল করিয়াই দেখিল। তারপর সুদীর্ঘ দালান পার হইয়া দালানের পশ্চিম দিকে একটা নোঙরা আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। আবর্জ্জনাগুলো বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, যে ঐগুলি সম্প্রতি ঐখানে ফেলা হইয়াছে—হয়ত ইতিপূর্ব্বে উহাদের স্থান অধিকার করিয়াছিল অন্য কিছু।

যাহা হউক নীতীশ তাহার দুইজন অনুচরকে আদেশ দিল আবর্জ্জনাগুলো সেখান হইতে তুলিয়া লইয়া অন্যত্র ফেলিয়া দিতে।

অনুচরগণ তৎক্ষণাৎ আদেশ পালনে প্রবৃত্ত লইল। এই সব আবর্জ্জনার মধ্যে দু' একটা জিনিষের উপর সন্দিহান হইয়াই নীতীশ অনুচরদিগের প্রতি এইরূপ আদেশ দিয়াছিল।

শুক্‌নো কলার পাতা, আঁটী কতক বিচালি সরাইতেই দেখা গেল এক বোঝা শেয়াকুল কাঁটা যেন একটা ক্ষীণপথ-রেখাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

তথনই কাঁটার বোঝাটা সরাইয়া ফেলা হইল। সবিস্ময়ে নীতীশ দেখিল তাহার সন্দেহ অমূলক নয়। যেন সঙ্কীর্ণ গলির মত একটা সুড়ঙ্গ পথ সেখান হইতে বরাবর পশ্চিম মুখে চলিয়া গিয়াছে।

নীতীশ সেই সুড়ঙ্গ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল। তাহার এক হস্তে টর্চ অপর হস্তে গুলিভরা রিভলভার। সুড়ঙ্গ মুখে তাহার অনুচরেরা দাঁড়াইয়াছিল—একজন বলিল "আমাদের প্রতি কি হুকুম হয় হুজুর ?"

নীতীশ টর্চের আলোকে যতদূর দেখা যায় একবার বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল "তোমরা সবাই তৈরি ?"

"হ্যাঁ হুজুর" বলিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুচর কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই নীতীশ বলিল "তোমরা এখন এইখানেই অপেক্ষা কর. আগে আমি এই সুড়ঙ্গপথের শেষ দেখেনি—তবে একটা কাজ কর, বেশ মজবুত অথচ খুব লম্বা দড়ি একগাছা হ'লে"—

নীতীশের কথা শেষ হইতে না হইতেই আর একজন অনুচর বলিল "খুব ভাল লগ্‌লাইন দড়ি আছে আমার কাছে হুজুর, আমি ওটা সঙ্গে এনেছি যদি কোন উঁচু ছাদ থেকে নামতে উঠতে হয় এই ভেবে।"

সাগ্রহে নীতীশ জিজ্ঞাসা করিল "কতখানি লম্বা হবে দড়িগাছটা ?"

অনুচর উত্তর করিল "ত্রিশ চল্লিশ গজের কম নয় হুজুর।"

নীতীশ মুহূর্ত্তের জন্য কি যেন চিন্তা করিয়া বলিল "থাক তোমার কাছে হয়ত ওটার প্রয়োজন হ'তে পারে।"

নীতীশ আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সেই সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হইল।

সুড়ঙ্গপথটা যেন শেষ হ'তে চায় না। আঁকিয়া বাঁকিয়া সেটা অনেক দূর গিয়াছে। আরও খানিক দুর গিয়া নীতীশ বাহিরের আলো দেখিয়া বুঝিল এইবার সে পথের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

কিন্তু কি আপদ! সুড়ঙ্গ মুখে পূর্ব্বের মত কাঁটাগাছ ও আগাছা দ্বারা রুদ্ধ। ভিতর হইতে ঐসব কাঁটাগাছ ও আগাছা সরানো নিতান্ত সহজ নয়। একগাছা লাঠি থাকিলে হয়ত কিছু সুবিধা হইত কিন্তু তাহা'ও নাই। নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া নীতীশ ফিরিতেছিল হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল বাহিরের দিক হইতে সুড়ঙ্গের এই মুখটা খুঁজিয়া বাহির করা নিতান্ত সহজ হইবে না। সুড়ঙ্গ পথটা যদি বরাবর সোজা একদিকে যাইত তাহা হইলে দিক্ নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন হইত না। কিন্তু ইহা আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। প্রথমে পশ্চিম মুখো হইয়া সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল বটে তারপর সুড়ঙ্গ পথটা কখনও বামে কখনো দক্ষিণে, আবার কখনও বা ঘুরিয়া ফিরিয়া বিপরীতগামী হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে দিক্ নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়।

কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া নীতীশ পকেট হইতে দিয়াশালাই বাহির করিয়া সুড়ঙ্গ মুখের যে সব কাঁটাগাছও আগাছা শুখাইয়া

গিয়াছিল সেই সব গাছের শুক্‌নো ঝরা পাতা যতগুলো পারিল কুড়াইয়া লইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল।

নীতীশের এ চালটা ব্যর্থ হইল না। পাতার আগুণে ক্রমশঃ শুক্‌নো আগাছাগুলো জ্বলিয়া উঠিল। শেষে এমন অবস্থায় দাঁড়াইল যে সে আগুণ সহজে নিভিয়া যাইবার কোনরূপ আশা ভরসা রহিল না। তখন নীতীশ আর কালবিলম্ব না করিয়া সেখান হইতে ফিরিল।

পূর্ব্বোক্ত সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইয়া নীতীশ পুনরায় সেই পাতালপুরীতে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় অনুচরদের সহিত মিলিত হইল এবং সেখানে আর কালবিলম্ব না করিয়া পাতালপুরী হইতে বাহির হইবার জন্য তাহার পূর্ব্ব পরিচিত সুড়ঙ্গ-পথ ধরিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সুড়ঙ্গমুখে যেখানটায় সর্ব্বদা পাথর চাপা থাকিত সেখানে আসিয়া দেখিল পাথরখানা অন্তর্হিত তাহার পরিবর্ত্তে সুরঙ্গ-মুখ সেয়াকুল ও অন্যান্য কাঁটা গাছ দ্বারা বন্ধ এবং ঐ সকল কাঁটা গাছে কে আগুণ লাগাইয়া দিয়াছে।

একজন অনুচর বলিল "আহাম্মুক বেটাদের বুদ্ধি দেখুন হুজুর—পথটা কাঁটাগাছ দিয়ে বন্ধই যদি কর্‌লি তবে আবার আগুণ লাগালি কেন? আগুণ যে রকম ধরেছে তাতে ত এখনই সব পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বেরোবার পথটাও পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। বেটারা গুণ্ডামী করতেই জানে, ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নেই হুজুর।"

নীতীশ একটা কথাও বলিল না—সে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল জ্বলন্ত আগুণের দিকে।

সহসা নীতীশ চীৎকার করিয়া বলিল "আহাম্মুক তারা নয় মূর্খ—তারা আমাদেরই আহাম্মুক বানিয়েছে।"

বলিয়াই নীতীশ পকেট হইতে রুমালখানা বাহির করিয়া নিজের নাক মুখ চাপা দিয়া ক্ষিপ্রপদে পাতালপুরীর দিকে অগ্রসর হইল এবং তাহার অনুচরদিগকেও তাহার অনুগমন করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

পাতালপুরীতে প্রবেশ করিয়া দরজাটা বেশ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া কবাটের যেখানে যেখানে এতটুকু ছিদ্র বা কোনরূপ ফাঁক ছিল নীতীশ তাহা বেমালুম বন্ধ করিয়া দিল। তারপর একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি তাহার অনুচরদের মধ্যে কেহই ধারণা করিতে পারিল না—তাহারা কৌতুহল-পূর্ণ-দৃষ্টিতে নীতীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মুখের রুমালখানা খুলিয়া ফেলিয়া নীতীশ বলিল "হরনাম সিং, বুঝলে কিছু, কেন আমি নাকে কাপড় দিয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এলুম? ওরা আমাদের মারবার ব্যবস্থা করেছে ঐ আগুণ জ্বেলে। ঐ আগুণের গাঢ়নীল শিখা দেখে আর একটা তীব্র গন্ধ পেয়ে আমি তা বুঝতে পেরেছি। ও একটা সাংঘাতিক গ্যাস। নিশ্বাসের সঙ্গে ঐ গ্যাস যদি কোন রকমে এতটুকু মাথার ভেতর যায় আর রক্ষে নেই। সুড়ঙ্গ পথটা বোধ হয়

এতক্ষণ গ্যাসে পূর্ণ হ'য়ে গেছে। দরজাটা বন্ধ করেছি বটে কিন্তু এখনও নিঃসন্দেহ হ'তে পারিনি। যদি কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকে তাহলে মৃত্যু আমাদের অনিবার্য্য।"

আকুল কণ্ঠে হরনাম সিং বলিল "তাহলে কি হবে হুজুর? এখান থেকে বেরুবার'ত অন্য পথ নেই।"

এতখানি বিপদের মাঝে পড়িয়াও নীতাশ এখনও সেই আগেকার মত হাস্যমুখ, নিশ্চিন্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! যেন কিছুই ঘটে নাই! বেশ সহজভাবেই বলিল "ভাবচো কেন হরনাম সিং—যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ তোমাদের গায়ে কাঁটার আঁচড়টীও লাগবে না।"

নীতীশের এই আশ্বাসপূর্ণ কথা শুনিয়া হরনামসিংয়ের লুপ্তপ্রায় সাহসটুকু যেন আবার ফিরিয়া আসিল। সুদীর্ঘ গোঁফ জোড়াটায় দুই হস্তে সজোরে গোটা কয়েক পাক দিয়া বেশ ভারি গলায় হরনামসিং বলিল "ভয় করবো কেন হুজুর, হুজুরের সঙ্গে যখন থাকি তখন মনে হয় যেন বাবা বিশ্বনাথজী আমাদের সাথে আছেন—কোন পরোয়া করিনা তখন, বেপরোয়া যেতে পারি আমরা—তা বাঘের মুখে হোক আর সাপের মুখেই হোক।

হরনাম সিংয়ের কথায় নীতীশ কাণ দিল না। সে যে ঘরটায় তাহার অনুচরদের লইয়া [illegible]

আশ্রয় লইয়াছিল—এক্ষণে সে [illegible]

ভাল করিয়া দেখিবার অবকা[illegible]

দরজাগুলো পরীক্ষা করিয়া [illegible]

একটা লোহার আলমারীর হাতোলটা ধরিয়া উহা খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার প্রথম উত্তম ব্যর্থ হইল। নীতীশ ছাড়িবার পাত্র নয়, আলমারীটা চাবি বন্ধ করিবার যখন কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই তখন হাতোল ঘুরাইয়াই উহা খুলিতে হইবে। নানা প্রকারে সে হাতোলটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আলমারীটা খুলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। তখন সে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল ঐ হাতোলের আশেপাশে বা আলমারীটার কোন স্থানে কোনরূপ টেপা কল আছে কি-না। চোর ডাকাত বদমায়েসদের অনেক রকমের আলমারী সে দেখিয়াছে, খুলিয়াছে, কিন্তু এটা যেন একটু নূতন ধরণের।

যখন তাহার সকল প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তখন সে নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্বে হাতোলটা ধরিয়া প্রাণপণ-শক্তিতে টান দিল। আশ্চর্য্যের বিষয় টানের সঙ্গে সঙ্গেই হাতোলটা আলমারী হইতে খুলিয়া আসিল। নীতীশ দেখিল হাতোলটার দুইটী হুক বসাইবার দুইটী ছিদ্রের মাঝখানে বোতামের মতো কি একটা পদার্থ রহিয়াছে।

নীতীশ এই বোতামটীতে সজোরে চাপ দিতেই আলমারীর ডালাটা খুলিয়া গেল যেন স্প্রীংয়ের ডালা খোলার মত।

একি! আলমারীর ভিতর কাপড় জড়ানো এটা কী? নীতীশ দুই হস্তে সবলে টানিয়া উহা বাহিরে আনিল। কাপড়ের

আবরণটা সহজে খোলা গেল না। অগত্যা নীতীশ উহা ছুরি দিয়া কাটিয়া ফেলিল। একি! এ যে রক্ত মাংসে গড়া মানুষ! মুখ দেখিয়া নীতীশ চমকিয়া উঠিল। এ মুখ যেন সে কোথায় দেখিয়াছে! একটু চিন্তা করিতেই তাহার স্মরণ হইল। চৌধুরী ষ্টেটের দেওয়ান বাহাদুরের কাছারীতেই ইহাকে দেখিয়াছে। কাছারী হইতে বাহির হইয়া পথে ইহারই সহিত নীতীশের দু-চারটী কথা হইয়াছিল। ইনি আমাদের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত মুখুজ্যে মশায়।

গুণ্ডাদের পাতালপুরীতে ইহাকেই বা এমনভাবে আবদ্ধ করিল কে? নিখিল চৌধুরীর পুত্র-কন্যা যে জীবিত আছে এই সংবাদে ব্রাহ্মণ যেন একটু আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এইটীই কি তাঁহার অপরাধ? এইটীই যদি তাঁর অপরাধ হয় তাহা হইলে তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার জন্যই কি তাঁকে এই ভাবে হত্যা করিবার আয়োজন করিয়াছে ঐ সব গুণ্ডার দল?

নিখিল চৌধুরীর ষ্টেটের মালেকান স্বত্বের সহিত এই গুণ্ডাদলেরই বা কি সম্বন্ধ? নিখিল চৌধুরীর পুত্র কন্যা এখনও জীবিত—ইহা যদি আদালতে প্রমাণিত হয় তাহা হইলে একমাত্র ভোলানাথ বাবুর স্বার্থে আঘাত পড়িতে পারে, তবে কি ভোলানাথ বাবুর নির্দ্দেশেই গুণ্ডাদল এই কাজ করিয়াছে? ইহাতে দেওয়ান বাহাদুরের কোন স্বার্থ আছে কি-না? তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া নীতীশ বাবুর একটু যেন সন্দেহ হইয়াছিল হয়ত এই সব ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে দেওয়ান বাহাদুরও একজন।

কিন্তু সেটা সন্দেহ মাত্র। উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা একটার পর একটা নীতীশের মনের উপর কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য একটা প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সে তাহার বর্ত্তমানের কর্ত্তব্যটুকু পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। কিন্তু তাহার এ মানসিক চাঞ্চল্য স্থায়ী হইল না। মুখুজ্যে মশায়ের বেদনাক্লিষ্ট মুখখানা তাহার চোখে পড়িতেই সে তাড়াতাড়ি মুখুজ্যে মশায়ের সংজ্ঞাহান দেহটাকে মেঝেয় শোয়াইয়া বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিল—লোকটী জীবিত না মৃত!

নীতীশ বুঝিল বৃদ্ধ তখনও জীবিত। ক্ষীণ শ্বাসবায়ু অতি ধীরে ধীরে বহিতেছিল। বৃদ্ধের আবরণ বস্ত্রখানায় একটা তীব্র গন্ধ!

নীতীশ বেশ বুঝিতে পারিল বৃদ্ধকে ক্লোরোফরম্ সাহায্যে অজ্ঞান করিয়া গুণ্ডারদল এইখানে আলমারীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সম্ভবতঃ সুড়ঙ্গমুখে গ্যাস দিবার পূর্ব্বেই এ কাজ করিয়াছে।

এক্ষণে এই সংজ্ঞাহীন বৃদ্ধের চৈতন্য সম্পাদন করিবার উপায় কি? সে নিজেই সানুচর এই পাতালপুরীতে অবরুদ্ধ! বাহিরে তীব্র গ্যাসের ধোঁয়া—ঘর হইতে বাহির হইলেই মৃত্যু অনিবার্য্য! অথচ শুশ্রূষা অভাবে বৃদ্ধের জীবন-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ! এরূপ ক্ষেত্রে কি করিতে পারে সে?

হতাশভাবে নীতীশ বলিল "হরনাম সিং কি করা যায় বল ত? গ্যাসের জন্যে ঘর থেকে বেরোবার উপায় নেই অথচ চোখের উপর দেখতে হবে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অপমৃত্যু! আমি ত ভেবে উঠতে পাচ্ছিনা আমাদের কর্ত্তব্য কি?"

দৃঢ়স্বরে হরনাম সিং বলিল "হুজুরকে যুক্তি দেবার মত বুদ্ধি আমাদের নেই তবে হুজুর হুকুম কর্লে সাক্ষাত যমের মুখে যেতে হরনাম সিং পেছপাও নয়।"

"তা জানি হরনাম সিং, কিন্তু যে রকম অবস্থায় পড়েছি তাতে ত আমার বুদ্ধি যোগাচ্ছে না।" বলিয়া নীতীশ ত্বরিৎপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

"করছেন কি হুজুর—যাবেন না—যাবেন না" বলিতে বলিতে হরনাম দ্রুতপদে নীতীশের অনুগমন করিল।

দালানটা পার হইয়া নীতীশ বরাবর পূর্ব্বদিকে গেল। যেখানে দালানটা শেষ হইয়াছে—তারই অনতিদূরে একটা কূপ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নীতীশের সঙ্গে সঙ্গেই হরনাম সিং বাহিরে আসিয়াছিল। হরনাম সিংকে দেখিয়া নীতীশ বলিল "এই ত কূয়া রয়েছে হরনাম সিং, এখান থেকে একটু জল নিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণের মুখে চোখে দিতে পারো?"

"আলবৎ পারি হুজুর" বলিয়া হরনাম সিং ঝুঁকিয়া পড়িয়া কুয়ার ভিতরটা একবার দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিল। এবং পরক্ষণেই বলিয়া উঠিল "জল কোথায় হুজুর এযে একেবারে খট্‌খটে শুক্‌নো! তবে কূয়োর তলায় কি যেন পড়ে রয়েছে

ব'লে মনে হচ্ছে। দাঁড়ান দেখি" বলিয়া হরনাম সিং কূয়ার ভিতর লাফাইয়া পড়িল।

নীতীশ কালবিলম্ব না করিয়া একজন অনুচরকে ডাকিয়া লগ্ লাইন দড়িগাছটা আনাইল এবং উহার একাংশ একটা থামে বাঁধিয়া অপরাংশ কূপে ফেলিয়া দিল।

হরনামসিং কাপড় জড়ানো একটা পদার্থ লইয়া সেই দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিল। আবরণ খুলিবামাত্র নীতীশ বলিয়া উঠিল একি! এ যে নন্দ!

— রেখার নিরুদ্দেশের পর এই পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালকটী রমেনের ভৃত্য শম্ভুনাথের কাছেই থাকিত। কার্য্যবশতঃ রমেনের আদেশে সে শম্ভুনাথের সঙ্গে একদিন নীতীশের কাছে যায়। ছেলেটী বেশ বুদ্ধিমান ও চালাক দেখিয়া নীতীশ ঐ বালকটীকে নিজের কাছে রাখিবার জন্য রমেনকে অনুরোধ করে এবং রমেনও সানন্দে নীতীশের প্রস্তাবে সম্মত হয়। সেই হইতে নন্দ নীতীশের কাছেই থাকিত। কখনও খবরের কাগজের ফিরিওয়ালা সাজিয়া কখনও বা চিনাবাদাম বিক্রেতা হইয়া সে নীতীশকে সংবাদ আনিয়া দিত।

সেদিন নীতীশের আদেশে দেওয়ানজীর গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার জন্য নন্দ অনাথ আশ্রয়হীন অন্ধ বালক সাজিয়া কাছারী বাড়ীর সম্মুখের ফুটপাতে একখানা গামছা পাতিয়া বসিয়াছিল। পথচারীদের করুণার কতটুকু তাহার উপর বর্ষিত হইতেছে সেদিকে তার মোটেই লক্ষ্য ছিলনা—তার লক্ষ্য ছিল

কাছারী বাড়ীর ফটকের দিকে। মুখে ছিল তার বাঁধা বুলি "অন্ধ অনাথ শিশুকে দয়া কর বাবা—আমার রাজা বাবা—রাণী মা—"। গামছাখানাও নেহাৎ খালি ছিল না। আধ্‌লা, পয়সা, আনি—দুয়ানীতে জমিয়াছিল আনা দশেকের কম নয়।

প্রায় সমস্ত দিনটাই এইভাবে কাটিয়া গেল—সন্ধ্যা হয় হয়—তবুও নন্দের সেদিকে এতটুকু খেয়াল নেই। হঠাৎ অশ্ব পদ-ক্ষুরের খটাখট্‌ শব্দ শুনিয়া নন্দলালের যেন চমক্‌ ভাঙ্গিল।

দেওয়ানজীর জুরী ফটক পার হইয়া বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িতেই নন্দ তাড়াতাড়ি গামছাখানা গুটাইয়া লইয়া একবার এদিক ওদিক দেখিয়া লইল তারপর বিপরীত দিকের ফুটপাত ধরিয়া ছুটিল।

জুড়ীখানা শ্যামবাজারের মোড়ে আসিয়াই থামিয়া গেল। দেওয়ান বাহাদুর গাড়ী হইতে নামিলেন। তারপর একজন সহিসকে ডাকিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন। সহিসটা ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডের দিকে ছুটিল। দেওয়ান বাহাদুর ফুটপাতের এক প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নন্দ এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া দেওয়ান বাহাদুরের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। সে এক পা এক পা করিয়া দেওয়ান বাহাদুরের খুব নিকটে আসিয়া একটা আলোক-স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়াইল। সহিস ইতিমধ্যে একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিল। গাড়ীখানা ধনি-

সিংয়ের। দেওয়ান বাহাদুরের সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া ধনিসিং বলিল "আইয়ে হুজুর"—

দেওয়ান বাহাদুর গাড়ীতে উঠিয়া বলিলেন "চাঁন্দু"—ট্যাক্সি বিদ্যুৎবেগে ছুটিল।

নন্দ এইবার খেই হারাইয়া বসিল। সে ভাবিতে লাগিল এখন সে কি করিবে। সে শুধু শুনিল "চাঁন্দু"—কিন্তু এই "চাঁন্দু" পদার্থটী যে কি ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালক কিছুতেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে ধনিসিংকে চিনিত—এতক্ষণ চেষ্টার পর নন্দ আবিষ্কার করিল যে ধনিসিংয়ের গাড়ীতে যেখানে গিয়াছে হয়ত সেই স্থানটার নাম "চাঁন্দু"—

যাহা হউক নন্দ এই নবাবিস্কৃত সংবাদটা লইয়া নীতীশ বাবুকে জানাইবার জন্য একখানা বাসে উঠিয়া বসিল।

যথাসময়ে নন্দ নীতীশ বাবুকে তাহার নূতন আবিস্কৃত সংবাদটা জানাইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "কলকেতায় এত জায়গার নাম শুনেছি কিন্তু চাঁন্দু জায়গাটা কোথায় তাতো জানিনি বাবু ?"

সহাস্যে নীতীশ বলিল সেটা পরে জানবি। উপস্থিত আমি বেরিয়ে যাচ্ছি—কাল সকালে যদি না ফিরি তুই হালিসহর ষ্টেসনে গিয়ে কাগজ ফিরি করবি আর যে সব লোককে তোকে চিনিয়ে দিয়েছি তাদের কাউকে দেখলে তার গতিবিধি বেশ ভাল করে লক্ষ্য রাখবি।"

এইরূপ উপদেশ দিয়া নীতীশ বাহির হইয়া গেল। পরদিন

সকালে যখন নন্দ দেখিল নীতীশ ফিরিল না তখন সে হালিসহর যাত্রা করিল।

হালিসহর ষ্টেসনে খবরের কাগজ বিক্রয় করিতে করিতে হঠাৎ নন্দ দেখিল ধনিসিংয়ের গাড়ীখানা রাস্তার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।

গাড়ীর আরোহীদিগকে দেখিবার জন্য নন্দ কাগজ বিক্রয় করিবার জন্য সেইদিকে গেল। ধনিসিং সেই সময়ে গাড়ীর দুই পার্শ্বে পর্দ্দা লাগাইতেছিল। গাড়ীর মধ্যে কোন আরোহী ছিল কি-না তাহা নন্দ দেখে নাই। নন্দ ভাবিল হয়ত কোন রেলের যাত্রী পর্দ্দানসীন মহিলাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্যই এরূপ পর্দ্দার আয়োজন করিয়াছে। নন্দ তখন অন্যদিকে কাগজ বেচিতে গেল।

কাগজ বেচিতে বেচিতে হঠাৎ নন্দ দেখিল ধনিসিংয়ের সেই গাড়ীখানা গঙ্গার দিকে যাইবার পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছে।

কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া নন্দ সেই গাড়ীর আরোহীদিগকে দেখিবার উদ্দেশে কাগজ লইয়া সেইদিকে গেল এবং সবিস্ময়ে দেখিল কালো রঙয়ের ঢিলে পায়জামা ও কুর্ত্তা পরা একজন লোক গাড়ীর ভিতর বসিয়া আছে কিন্তু তাহাকে চিনিবার কোন উপায় নাই কারণ একটা মুখোসে তাহার মাথাটা সমস্তই ঢাকা —দেখিলে মনে হয় মানুষের দেহের উপর বসানো একটা শকুনীর মুণ্ড। কি আশ্চর্য্য! হাতে আঙ্গুলের পরিবর্ত্তে শকুনীর বড় বড় নখ। কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া নন্দ তাহার পায়ের দিকে

চাহিল—একি পায়ের পাতায় শকুনীর মত বড় বড় নখ। নন্দ ভাবিতে লাগিল এ আবার কি জানোয়ার!

গাড়ীখানা তখনও বেশ ধীরে ধীরে চলিতেছিল। একজন লোক ষ্টেসন হইতে দ্রুতপদে সেই গাড়ীটার দিকে আসিতেছিল। লোকটা দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ—মাথায় ঝাঁকড়া চুল—বেশীর ভাগ সাদা হইয়া গিয়াছে।

লোকটা গাড়ীর নিকটে আসিতেই কে যেন বলিয়া উঠিল "চাঁদু"—গাড়ীখানা সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গেল। তারপর লোকটা গাড়ীতে উঠিয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী বিদ্যুৎবেগে ছুটিল। নন্দ কথাটা শুনিয়াছিল সেও আপন মনে বলিয়া উঠিল "চাঁদু"। সেও গাড়ীটা যে দিকে গেল সেই পথ ধরিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিল! সে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত গেল কিন্তু গাড়ীখানার আর কোন নিদর্শন পাইল না। তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে সে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত প'ড়ো বাড়ীর সন্নিকটে আসিয়া পৌছিল। সে এক্ষণে কি করিবে এই কথাই ভাবিতেছিল। হঠাৎ নিকটবর্ত্তী একটা ঝোঁপের ভিতর হইতে প্রচুর পরিমাণে ধূম নির্গত হইতে দেখিয়া সে সেইদিকে গেল। সে ঐ ধোঁয়ার উৎপত্তিস্থলের অনুসন্ধান করিতেছে হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে একটা লোক আসিয়া তাহার মুখে কাপড় বাঁধিয়া ফেলিল এবং বলপূর্ব্বক তাহাকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। তারপর যাহা ঘটিয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠক পাঠিকার অজ্ঞাত নয়।

যাহা হউক কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া হরনাম সিং নন্দকে

একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গেল এবং তাহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্বল্প চেষ্টাতেই নন্দের চেতনা ফিরিয়া আসিল। ক্ষীণকণ্ঠে নন্দ বলিল "একটু জল"—

হর্‌নামসিং প্রমাদ গণিল! সে আগ্রহপূর্ণ কাতর দৃষ্টিতে নীতীশের মুখের দিকে চাহিল।

একটু জল! এক বিন্দু জলের জন্য আজ দুজন লোকের জীবন সঙ্কটাপন্ন। যেমন করিয়াই হোক একটু জল সংগ্রহ করিতে হইবে। নীতীশ মরিয়া হইয়া আবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুড়ঙ্গপথে যাইবার প্রথম দরজাটার কাছে আসিয়া তাহার মনে পড়িল সেই মারাত্মক গ্যাসের কথা। কিন্তু এখন সে 'মরিয়া'—মুমুর্ষু-প্রায় মুখুজ্যে মশায়কে যেমন করিয়াই হোক বাঁচাইতে হইবে—আর বালক নন্দকেও একটু জল আনিয়া দিতে হইবে!

সে ক্ষিপ্রহস্তে দরজাটা খুলিয়া ফেলিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া পাতালপুরীর দিকে ছুটিল। নীতীশ চীৎকার করিয়া বলিল হর্‌নামসিং, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ ক'রে দাও—কিন্তু গ্যাসের তীব্র গন্ধে তাহার মাথাটা কেমন ঘুরিয়া গেল সে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সেইখানে পড়িয়া গেল।

চা খাওয়া শেষ করিয়া রমেন খবরের কাগজখানা একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিল।

রেখা বলিল "তাইতো রমেনদা কি হ'ল কিছু ত বোঝা যাচ্ছে না? নীতীশ বাবুর এখনও দেখা নেই—তিনি কি আবার কোন বিপদে পড়লেন? আমার মনটা কিন্তু ভারী খারাপ হয়ে গেছে।"

গম্ভীরভাবে রমেন বলিল "আমিও তাই ভাবছি রেখা—এতক্ষণে তার ফিরে আসা উচিত ছিল। কিন্তু কেন যে ফিরলো না তার কারণ ত কিছুই ভেবে উঠতে পাচ্ছি না। ভাবছি আমি একবার সেখানে যাই—এদিকে তোমাদেরও এমন নিঃসহায় অবস্থায় এখানে রেখে যেতেও মন সরছে না।"

পাশের ঘরে টেলিফোনের ঘণ্টাটা হঠাৎ বাজিয়া উঠিল।

রমেন তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলিয়া লইয়া বলিল "হ্যালো—কে আপনি? কি? নীতীশ? কোথা থেকে বলছো তুমি? কি বল্‌লে? পুলিষ আপিষ থেকে? কি ব্যাপার? ওঃ—তুমি বেরুচ্ছো? যাচ্ছো কোথায় বল্‌লে? হালিসহর? হ্যাঁ হ্যাঁ,

বুঝেছি আর বলতে হবে না। গাড়ী পাঠাচ্ছো? ধনিসিংয়ের গাড়ী? হ্যাঁ হ্যা ও আমার খুবই জানাশুনা লোক। তা কি দরকার? যদি আমাকে তোমার অবিলম্বেই প্রয়োজন তখন আর গাড়ী পাঠাবার প্রয়োজন নেই—আমি একখানা ট্যাক্সি নিয়েই যাচ্ছি। হ্যাঁ হোটেলের ম্যানেজারকে বলেই যাচ্ছি—রেখার জন্যে কোন ভাবনা নেই। আচ্ছা—আচ্ছা—"

রমেন রিসিভারটা নামাইয়া রাখিতেই রেখা জিজ্ঞাসা করিল "নীতীশ বাবু কোথায় যেতে বললেন?"

রমেন বলিল "হালিসহর—গাড়ী পাঠাচ্ছিল আমি মানা করলুম, এখনই একখানা ট্যাক্সি নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ছি। তোমরা হোটেল থেকে কোথাও যেও না। কেউ দেখা করতে এলে যেন দেখা ক'র না। কি জানি কার মনে কি আছে। শত্রু তোমাদের আশে পাশে। হোটেলের ম্যানেজারকে আমার instruction দেওয়া আছে এখন আবার. সেটা remind করে দিয়ে যাচ্ছি তিনি কাকেও allow করবেন না।"

মিস্ রায় বলিল "আপনি কি ঠিক বুঝেছেন যে টেলিফোন করলো সেই-ই নীতীশ বাবু?"

সহাস্যে রমেন বলিল "তার গলার স্বর আমার অপরিচিত নয়, তা' ছাড়া আমরা যে এখানে আছি তা কেউ জানেনা। এত বড় একটা ভুল আমার দ্বারা হ'বে না মিস্ রায়।"

বলিয়া রমেন দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। হোটেলের বাহিরে আসিয়া একখানা ট্যাক্সিতে উঠিয়া বলিল "চল শিয়ালদহ—"

গাড়ী দ্রুতবেগে শিয়ালদহ অভিমুখে ছুটিল। ষ্টেসনে আসিয়াই রমেন ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া হালিসহর যাইবার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

রমেন বাহির হইয়া যাইবার পর রেণুকা বলিল "আমার কিন্তু কেমন সন্দেহ হচ্ছে রেখা,—নীতীশ বাবু আসবার সময় বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন আমাদের তিনজনের মধ্যে কেউ যেন হোটেলের বাইরে না যাই। এমন কথা বলার পরও যে তিনি এমনভাবে টেলিফোন করতে পারেন এ আমার ধারণায় আসে না।"

"প্রয়োজনে কোন বাধাই মানে না রেণুদি"—বলিয়া রেখা টেবিলের উপর হইতে মাসিক পত্রখানি টানিয়া লইয়া বিজ্ঞাপনের প্যাতা উল্টাইতে লাগিল।

আবার টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। রেখা রিসিভারটা লইবার জন্য হাত বাড়াইবার আগেই রেণুকা উহা তুলিয়া লইয়া বলিল "হ্যালো—কে আপনি? কাকে চান? বলুন আমিই রেখা—"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া রেখা বলিল "আমায় দাও না রেণুদি।"

রেণুকা তাহার কথায় কাণ দিল না। বলিল "হ্যাঁ বলুন—কে আপনি? নীতীশ বাবু? এইমাত্র আপনি ফোন করলেন, আপনার কথামত রমেন বাবুও হালিসহর গেলেন, আবার কি বলছেন? আপনি ফোন করেন নি? তবে? কি বলছেন?

'বদমায়েস গুণ্ডাদের চাল ? তবে কি—তিনি—গুণ্ডাদের হাতে পড়েছেন ?—সেকি ?

"আমায় দিন রেণুদি"—বলিয়া রেখা রেণুকার হাত হইতে রিসিভারটা একরকম ছিনাইয়া লইল । তারপর বলিতে লাগিল "হ্যালো—নীতীশ বাবু ? শুনছেন ?—হ্যাঁ বলুন—রেণুদি ধরেছিলেন —এঁ্যা বলেন কি ? তাহলে উপায় ? হ্যাঁ—আমি প্রস্তুত—এখনই যাবো—ধনিসিং আমাদের জানা ড্রাইভার । আচ্ছা পাঠিয়ে দিন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হবো আমি । আচ্ছা—"

বলিয়া রেখা রিসিভারটা যথাস্থানে রাখিয়া তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে যাইতেছিল রেণুকা তাহার হাতখানা ধরিয়া বলিল "তোমার যাওয়া হবে না রেখা, এও সেই বদমায়েসদের চাল ।"

বিরক্তিপূর্ণ-স্বরে রেখা বলিল "আপনার সন্দেহ নিয়ে আপনি থাকুন রেণুদি—ইনি নিশ্চয়ই নীতীশ বাবু—নইলে রমেনদার বিপদের কথা বলতেন না। রমেন দা নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছেন। তাঁর বিপদের কথা শুনে কিছুতেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবো না।"

গম্ভীরভাবে রেণুকা বলিল "ধরে নিলুম রমেন বাবু বিপন্ন কিন্তু তুমি গিয়ে সেই বিপদটাকে আরও ঘনীভূত করা ছাড়া আর কি করতে পারো বলত ?"

দৃঢ়স্বরে রেখা বলিল "তবে নীতীশ বাবু আমার সাহায্য চাইলেন কেন বলুন ত ?"

বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া রেণুকা বলিল "ইনিই যে নীতীশ বাবু আগে সেটা প্রমাণ কর—তারপর কর্ত্তব্য স্থির করবে।"

বিরক্তিপূর্ণ-স্বরে রেখা উত্তর করিল—প্রমাণ আবার করবো কি করে ? তাছাড়া রমেন বাবুকে যে টেলিফোন করেছিল সে যদি নীতীশ বাবু না হয় তাহলে এই ব্যক্তিই যে নীতীশ বাবু তাতে আর এতটুকু সন্দেহ নেই।"

রেখার এই অন্যায় তর্ক রেণুকার মোটেই ভাল লাগিল না। বিরক্তিপূর্ণ কঠোর-স্বরে রেণুকা বলিল "তর্ক ছেড়ে দাও রেখা —যদি ভাল চাও কথা রাখ—অবাধ্য হয়ো না।"

কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া রেখা কাঁদিয়া ফেলিল। সে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল—চেয়ারের হাতলটা ছাড়িয়া সেইখানেই থপ্ করিরা বসিয়া পড়িল এবং রেণুকার দুটো পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার দুই পায়ের মধ্যে মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

যাহাই ঘটুক না কেন রেখার চোখের জল রেণুকা কোনরূপে সহিতে পারিত না। দুই হাতে রেখাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া স্নেহপূর্ণ কোমল স্বরে বলিল "ছি ছেলে মানুষী ক'রনা রেখা—বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখ আজ আমরা কি অবস্থায় পড়েছি—নীতীশ বাবু না হয় সরকারের চাকরী করেন কাজেই এটা তাঁর কর্ত্তব্য কিন্তু রমেন বাবু—বেচারা কি না ক'রছেন আমাদের জন্যে মনে ক'রে দেখ, সেই যে দিন তোমায় তারা ধরে নিয়ে যায় সেইদিন থেকে তাঁর নাকালের আর শেষ

নেই—ভগবান না করুন আজও তিনি আমাদের জন্যে নাজেহাল হচ্ছেন ঐ সব দুর্ব্বৃত্ত গুণ্ডাদের হাতে। এখন যদি তুমি আবার আমাদের কথা না শুনে আপনাকে নূতন বিপদের জালে জড়িয়ে ফেল—সেটা কি তাঁর বিপদের উপর আর একটা নূতন বিপদ নয় রেখা ?”

বস্ত্রাঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া রেখা বলিল “কিন্তু আমি যে নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছি না রেণুদি ? আমি বলি—চল আমরা দুজনেই যাই।”

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য রেণুকা কি যেন চিন্তা করিল, তারপর বলিল “তাই চল—আমাদের চেনা লোকের গাড়ী যখন তখন আর ওদিক দিয়ে ভয়ের কারণ নেই। দেখাই যাক অদৃষ্টে আরও কি আছে।” “এসো তা' হ'লে তৈরি হই” বলিতে বলিতে রেখা রেণুকার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে গেল।

অনতিবিলম্বে হোটেলের সম্মুখে একখানা মোটরের তীব্র হর্ণ শুনিয়া রেখা তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল—একখানা কালো রংয়ের মোটর হর্ণ দিতেছিল। ড্রাইভারকে দেখিয়া রেখা বলিল “ধনিসিং গাড়ী নিয়ে এসেছে, চল রেণুদি আমরা বেরিয়ে পড়ি—”

বলিয়া রেখা রেণুকার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নীচের তলায় ম্যানেজারের আপিষ ঘর। রেখা ম্যানেজারের

ঘরে প্রবেশ করিতেই ম্যানেজার বলিলেন "আপনি যাচ্ছেন কোথায় ? আপনার guardian এর instruction—আপনাকে বাইরে যেতে allow করতে পারি না।"

রেখা বলিল "আমি একা যাচ্ছি না—রেণুদিও আমার সঙ্গে যাবেন—তা ছাড়া আপনার এটা বোঝা উচিত যে এটা জেল-খানা নয় আর আমরাও এখানকার prisoner-ও নই।"

সুদীর্ঘ গোঁফ জোড়াটায় গোটা দুই পাক দিয়া ম্যানেজার বলিলেন "তা জানি, অন্য কেউ হ'লে আমি এতটা মাথা ঘামাতুম না—রমেন বাবু আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু, তাঁর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ কেমন ক'রে উপেক্ষা করি বলুন ? বিশেষতঃ আপনি যখন জানেন শত্রু আপনাদের পেছনে—আর হালফিল একটা ভয়ানক বিপদ গেছে আপনাদের উপর দিয়ে—এতখানি নির্য্যাতন ভোগ করার পরও যে আপনি অবুঝের মত কাজ করতে চলেছেন এতে আপনার বিচার বুদ্ধির তারিফ করতে পারি না।"

দৃঢ়স্বরে রেখা বলিল "জানি সব, বুঝিও সব, কিন্তু কেন এমন অসম সাহসিকতার পরিচয় দিতে যাচ্ছি তা বোধ হয় আপনি জানেন না ? এই মিনিট কয়েক আগে রমেন বাবুর এক বাল্য বন্ধু—বর্ত্তমানে তিনি গোয়েন্দা বিভাগের একজন নাম-জাদা অফিসার—তাঁর নামটাও বোধ হয় আপনার অজানা নয়—নীতাশ বাবু টেলিফোনে বললেন রমেন বাবুর আকস্মিক বিপদের কথা—আর সেইজন্যই তিনি আমাদের সাহায্য চান—

এ রকম কথা শুনে কেমন করে স্থির থাকতে পারি বলুন? আপনিই বলুন আমার মতো অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন? আমি জোর ক'রে বলতে পারি আপনিও কি তখন নিশ্চিন্ত হয়ে হোটলের সুসজ্জিত কক্ষে দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে বসে থাকতে পারতেন।"

কথাটা নেহাৎ উড়াইয়া দিবার মতো নয়—তথাপি ম্যানেজার তাহাকে বুঝাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বলিলেন "ঠিক আপনার মতো অবস্থায় পড়লে কি করতুম তা এখন বলতে পারি না—তবে বর্ত্তমান অবস্থায় আমি আপনাকে এটুকু জোর করেই বলতে পারি যে আপনাদের যাওয়া কোনমতেই সঙ্গত নয়। টেলিফোনে যে সব কথাবার্ত্তা হয়েছে তার উপর নির্ভর ক'রে কোন কথাই বলা যায় না কারণ শত্রু আপনাদের পেছনে —এখানে চুপ ক'রে বসে থাকা ছাড়া আপনাদের অন্য কর্ত্তব্য নেই। এই টেলিফোনের ব্যাপারটা যে শত্রুর চাল নয় তা কি আপনি প্রমাণ করতে পারেন?"

দৃঢ়স্বরে রেখা বলিল "প্রমাণ করতে না পারলেও মানুষের বিবেক বুদ্ধিটা উপেক্ষা করবার নয়, একথা বোধ হয় অস্বীকার করবেন না?"

ম্যানেজার বলিলেন "সাধারণভাবে হয়ত সেটা স্বীকার করতে পারি কিন্তু স্ত্রীবুদ্ধি যে অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে এ কথাটা আমি কোনদিন অস্বীকার করিনি—আজও করবো না। দেখুন, তর্কে কোন ফল নেই, আপনি যদি অনুরোধ না রাখেন

রমেন বাবু ফিরে আস্থন, তারপর একটা বোঝাপড়া হবে তোমার সঙ্গে।"

কাতরকণ্ঠে লালজী বলিল "কথা শুনিয়ে মাঈজী—বেইমান ধনিসিংকা গাড়ীমে মৎ যাইয়ে—"

পরুষ কণ্ঠে রেখা বলিল "আমরা এই গাড়ীতেই যাবো—নীতীশ বাবু যখন এ গাড়ী পাঠিয়েছেন। তোমার কোন কথা শুনতে চাই না, তুমি যাও—"

লালজী আর কোন কথা বলিল না। ধনিসিং গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল, গাড়ী বিদ্যুৎবেগে ছুটিল।

লালজী সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন লালজীর মনের ভিতর তুমুল ঝড় বহিতেছিল এবং তাহার নিদর্শন বেশ সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার মুখে চোখে।

এইভাবে প্রায় আধঘণ্টা অতীত হইল। সহসা লালজী দেখিল রমেন বাবু বিমর্ষমুখে শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে আসিতেছে! লালজীর মুখখানা সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল রমেন বাবুর কাছে।

লালজীকে এমনভাবে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া রমেন সেই-খানেই দাঁড়াইল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে লালজী বলিল "বড় গজব্ হয়ে গেছে বাবু মাঈজী লোককে ধনিসিং বদমাসটা নিয়ে গেছে।"

সবিস্ময়ে রমেন প্রশ্ন করিল "কোন্ মাঈজী লোক-রে?"

লালজী বলিল "কেন বাবু রেখা মাঈজীকে কি হামি চিনিনা? তেনার সাথে আউর এক মাঈজী ভি ছিল।"

দুপুরের কাঠ ফাটা রৌদ্রে সহসা বজ্রপাত হইলে মানুষ যতটা সন্ত্রস্ত ও চমকিত হয়, লালজীর কথাটা শুনিয়া রমেনের মনের অবস্থা দাঁড়াইল আরও শোচনীয়। আপ্রাণ চেষ্টায় মানসিক অস্থিরতা যতটা সম্ভব দমন করিয়া আকুল কণ্ঠে রমেন বলিল "ধনিসিংয়ের গাড়ীতে তারা কোথায় গেছে—তুমি অনুমান করতে পারো লালজী?"

দৃঢ়স্বরে লালজী বলিল "হামি ঠিক খবর জানতে পেরেই ত সেই দমদমার বাগান বাড়ী থেকে গাড়ী চালিয়ে এসেছি ছ' মাইল পাল্লা দিয়ে ঐ হারামী ধনিসিংয়ের গাড়ী ধর্‌বো বলে। হারামীকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিতে হ'ল শুধু মাঈজীর লেগে বাবু—নইলে কি এমনটা হয়! আপশোষে হামার হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে—"

সোৎসুকে রমেন জিজ্ঞাসা করিল "এদের তারা ঐ দমদমার বাগানেই নিয়ে গেছে বোধ হয়?"

দৃঢ়স্বরে লালজী বলিল "বোধ হয় কি বাবু—নিশ্চয়ই।"

"তাহলে আর দেরী নয় লালজী জোরসে চালাও তোমার গাড়ী—আমি যাবো ঐ দমদমার বাগানে।"

আদেশ পাইয়া লালজী গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। গাড়ী ছুটিল বিদ্যুৎ বেগে।

[library stamp]

ব্রতী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, হালী

হরনাম সিং যখন কোনরূপে একটু জল সংগ্রহ করিতে পারিল না তখন সে হাতপাখার হাওয়া করিয়া এবং নানা প্রকার কৃত্রিম উপায়ে মুখুজ্যে মশায় ও নন্দের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছিল। ইতপূর্ব্বে নন্দের চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছিল। শুধু তীব্র পিপাসার তাড়নায় সে যেন নিতান্ত শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার সে অবস্থা দীর্ঘকালের জন্য স্থায়ী হইল না। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া যেন কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

হরনাম সিং তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল "বাবুকো ঢুঁরতা—বাবু বাহারমে হ্যায়"—

নিমেষে দেহের সমস্ত অবসাদ ভুলিয়া গিয়া বালক নন্দ তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দরজা খুলিয়া যেমন বাহিরে যাইবে হরনাম সিং ক্ষিপ্র হস্তে তাহার হাতখানা ধরিয়া বলিল "মৎ যাও ভাই,—বাহার মে গ্যাসকা ধোঁয়া—মর্ যাওগে"—

এমন সময় টলিতে টলিতে নীতীশ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জড়িত স্বরে বলিল "বুঝতে পারলুম না হরনাম সিং—এই

সাংঘাতিক গ্যাসের ধোঁয়া কোন্‌দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল! আর কোন ভয় নেই—তুমি তোমার সঙ্গীদের বল মুখুজ্যে মশায়কে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে—সুড়ঙ্গের মুখের কাঁটা গাছ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তবে আগুণ এখনও সম্পুর্ণরূপে নিভে যায় নি—খুব সাবধানে যেতে বলবে। আর তুমি আর নন্দ আমার সঙ্গে এসো।

নীতীশের আদেশ প্রতিপালিত হইতে বেশী বিলম্ব হইল না। অনুচরদের বিদায় করিয়া নীতীশ হরনামসিং ও নন্দকে সঙ্গে লইয়া পাতালপুরীর পশ্চিমদিকের নূতন আবিষ্কৃত সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করিল।

সুড়ঙ্গ পথের যেখানে নীতীশ আগুণ ধরাইয়া দিয়াছিল একক্ষণে দেখিল আগুণ নিভিয়া গিয়াছে, কাঁটা গাছগুলো একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। মুক্তপথে তাহারা বাহিরে আসিল।

নীতীশ দেখিল সুড়ঙ্গের মুখ হইতে একটা সঙ্কীর্ণ পথ বরাবর গঙ্গার দিকে আসিয়াছে।

তাহারা সেই সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া যখন গঙ্গার ধারে গেল, নীতীশ দেখিল একখানা মোটর লঞ্চ দ্রুতবেগে সেইদিকেই আসিতেছে। নীতীশ পকেট হইতে একখানা রুমাল বাহির করিয়া কয়েকবার নাড়িতেই লঞ্চের ভিতর হইতে একব্যক্তি একখানা লাল রঙের রুমাল নাড়িয়া প্রত্যুত্তর দিল।

নীতীশ ফুল্লমনে পায়চারী করিতে করিতে আপন মনে শিষ্ দিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে লঞ্চখানা কিনারায় আসিয়া

ভিড়িল। হর্‌নামসিং ও নন্দকে লইয়া নীতীশ লঞ্চে উঠিয়া বসিল।

লঞ্চখানা পুলিশের। গোয়েন্দা বিভাগের কমিশনার সাহেব কি একটা তদন্তে গিয়া পথে নামিয়া পড়েন একজন হাবিলদার তখন লঞ্চ লইয়া ফিরিতেছিল।

লঞ্চখানা পূর্ণবেগে চলিতেছিল। কাশীপুরের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিতেই নীতীশ তাহার হ্যাণ্ড ব্যাগটা লইয়া লঞ্চ হইতে নামিয়া পড়িল। হর্‌নামসিং জিজ্ঞাসা করিল "কাঁহা যাইয়ে গা হুজুর ?"

নীতীশ বলিল "ঠিক নেই—তোমরা আমার জন্যে থানায় অপেক্ষা করো—প্রয়োজন হ'লে আমি টেলিফোন করবো। আর নন্দ, তুই যাবি দমদম ষ্টেসনে কাগজ ফিরি করতে— না না, এ ভাবে কাগজ ফিরি করতে গেলে তাদের লোক হয়ত তোকে চিনে ফেল্‌বে—তার চেয়ে তোর দু'নম্বরের মূর্ত্তিই ভাল।"

মাথা নাড়িয়া নন্দ সায় দিল। লঞ্চ ছাড়িয়া দিল। নীতীশ দ্রুতপদে সহরের পথে চলিয়া গেল।

খানিক দূর পদব্রজে গিয়া নীতীশ একটা ঠিকা গাড়ীর আড্ডায় গিয়া একখানা থার্ড ক্লাশ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

কোচম্যান জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যেতে হবে হুজুর ?"

নীতীশ যেন নূতন সহরে আসিয়াছে এইরূপ ভাব দেখাইয়া বলিল "এখান থেকে থানায় যাবো—এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে আমার সর্ব্বস্ব গেছে—বাক্স বিছানা সব—এই ব্যাগটা

শুধু আমার হাতে ছিল তাই এটা নিতে পারেনি। তাই মনে করছি থানায় গিয়ে একটা ডায়েরী লিখিয়ে দিয়ে আসবো—যদি কিছু হয়।"

নীতীশের কথাবার্ত্তা আর চাল চলন দেখিয়া কোচম্যান কথাটা অবিশ্বাস করিল না, সহানুভূতিপূর্ণ-স্বরে কহিল "এ কলকেতা সহর, এরকম চুরি জোচ্চুরি ত এখানে নিত্যি হচ্ছে বাবু! নেহাত পাড়াগাঁয়ের সাদাসিদে মানুষ আপনি—হঠাৎ যাকে তাকে বিশ্বাস ক'রে মাল পত্তর ছেড়ে দেওয়াটা ভাল হয়নি বাবু।"

কোচম্যান গাড়ী ছাড়িয়া দিল। উপর্য্যুপরি চাবুক খাইয়াও অশ্বিনী-যুগলের গতি এতটুকুও পরিবর্ত্তিত হইল না—তারা তাদের মামুলি চালেই চলিতে লাগিল।

থানায় আসিয়া নীতীশ গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিল এবং ত্বরিৎপদে ইনস্পেক্টর বাবুর খাস কামরায় প্রবেশ করিল।

সবিস্ময়ে ইন্‌স্পেক্টর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "একি নীতীশ বাবু যে হঠাৎ এখানে কি মনে করে?"

পাশের ঘরেরর দিকে যাইতে যাইতে নীতীশ বলিল "বিশেষ জরুরী কাজ—আগে বলুন পাশের ঘরটা খালি কি না? আমায় আবার এক্ষুণি বেরুতে হবে।"

সহাস্যে ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলিলেন "বুঝতে পেরেছি; পাশের

ঘরটা খালিই পড়ে থাকে—আশাকরি পাশের ঘর থেকেই নীতীশ বাবুর অন্তর্ধান হবে বোধ হয় ?”

হাস্যমুখে নীতীশ বাবু পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর বাবু আপিষের কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। ইন্‌স্পেক্টর বাবু একখানা রিপোর্ট লিখিতে এতটা তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে নীতীশ বাবুর কথা তিনি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার সম্মুখের চেয়ারে একজন অপরিচিত পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে দেখিয়া বিরক্তিপূর্ণ-স্বরে বলিলেন “তুম্ কেয়া মাংতা ?”

সহাস্যমুখে ড্রাইভার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একটা লম্বা সেলাম ঠুকিয়া পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলিল “ধন্যবাদ, তাহলে এখন আসি—”

সবিস্ময়ে ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলিলেন “ছদ্মবেশ ধরতে যে আপনি এমন সিদ্ধহস্ত তা আমার ধারণা ছিল না নীতীশ বাবু।”

আর একটা সেলাম ঠুকিয়া হাসিতে হাসিতে নীতীশ বাবু বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বোধ হয় হ্যাণ্ড ব্যাগটার কথা স্মরণ হইল তাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল “ব্যাগটা আমার ওখানে পাঠিয়ে দিলে বিশেষ বাধিত হবো ইন্‌স্পেক্টর বাবু।”

প্রত্যুত্তরে ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলিলেন “অবিশ্যি যদি ভুলে না যাই।”

থানা হইতে বাহির হইয়া নীতীশ দমদমার পথ ধরিল।

দমদমা ষ্টেসনের সন্নিকটে একটা পাঞ্জাবীদের হোটেল।

কতিপয় পাঞ্জাবী ড্রাইভার হোটেলের এক পার্শ্বে একখানা গোল টেবিলের চারিরিকে বসিয়া আহারের শেষে জটলা করিতেছিল।

নীতীশ তাহাদের অনতিদূরে একটা আসন দখল করিয়া বসিল এবং অঙ্গুলি সঙ্কেতে হোটেলের জনৈক ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া কিছু রুটী ও মাংস চাহিয়া লইয়া আপন মনে খাইতে লাগিল।

আহারে ব্যস্ত থাকিলেও নীতীশের দৃষ্টি ছিল ঐ পাঞ্জাবীদের দিকে। গোয়েন্দা বিভাগে চাকরা লইবার পূর্ব্বে নীতীশের ঝোঁক চাপিয়াছিল বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার দিকে। আপ্রাণ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে সে অকৃতকার্য্য হয় নাই। অন্যূন বারোটা কি তেরোটা ভাষা সে ভালরূপেই শিক্ষা করিয়াছিল। গোয়েন্দা বিভাগে চাকরী লইয়া তাহার এ শিক্ষা খুবই কাজে লাগিয়াছিল।

নীতীশ বেশ মনোযোগ সহকারে ঐ সকল ড্রাইভারদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল।

ধনিসিং ড্রাইভারের অবস্থার আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণটা যে কি তাহা লইয়াই তাহাদের মধ্যে তুমুল তর্ক চলিতেছিল। ইহার ভিতর হইতেই নীতীশ সত্যের সন্ধান করিতেছিল। কিন্তু কোন সন্ধান পাইল কিনা সে সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না—তবে এইবার সে আহারে মন দিল এবং যতদূর সম্ভব সত্বর আহার শেষ করিল। হোটেলওয়ালাকে তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া

দিয়া সে দ্রুতপদে হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত ড্রাইভারের দল এই নবাগত পাঞ্জাবী ড্রাইভারটীকে দেখিয়াও দেখিল না আলাপ করা ত দূরের কথা!

হোটেল হইতে বাহির হইয়া মোড়ের মাথায় আসিয়া নীতীশ একখানা বাসে উঠিয়া বসিল। বাসখানা দমদম ষ্টেসনের দিকেই যাইতেছিল।

দমদমা ষ্টেসন হইতে রশি তিন চার আগে নীতীশ সবিস্ময়ে দেখিল খবরের কাগজের বাণ্ডিলটা বগলে লইয়া একটা পশ্চিমাঞ্চলবাসী বালক বাগানের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে।

নীতীশ সেইখানেই নামিয়া যাইবে বলিয়া বাসের পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টরকে তাহার প্রাপ্য ভাড়া দিতে গেল কারণ কণ্ডাক্টর তখনও পর্য্যন্ত তাহার টিকিট কাটে নাই। কণ্ডাক্টর সহাস্যমুখে একটা নমস্কার করিয়া বলিল "যাইয়ে—"

অগত্যা নীতীশ ভাড়া না দিয়াই নামিয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে নন্দের কাছে গিয়া বলিল "ইধার কেয়া দেখ্‌তা?"

একজন অপরিচিত পাঞ্জাবীর ঐরূপ সন্দেহজনক প্রশ্নে নন্দ যেন একটু থতমত খাইয়া গেল কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল "খবরের কাগজ লেগা ড্রাইভারজী?"

ক্ষুদ্র বালকের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বে নীতীশ বড়ই আনন্দিত হইল। বালক নন্দের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহপূর্ণ

স্বরে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলিল "আমায় চিন্তে পারিস্নি নন্দ ? বল দেখি আমি কে ?"

কণ্ঠস্বরে এইবার নন্দ চিনিয়া ফেলিল এবং নীতীশের কাছে আরও একটু সরিয়া গিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল "বাবু, সেই যে মুখোসপরা লোকটার কথা আর সেই চাঁদুর কথা বলেছিলাম তাদের সেই গাড়ীখানা একটু আগে এই বাগান বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। তাই দেখছিলাম আর কোন গাড়ী কি কোন মোটর বেরোয় কি-না।"

"সাবাস্ নন্দ, সারা দিনরাত চেষ্টা ক'রে আমি যাদের খোঁজ করতে পারিনি আজ তুই তাদের সন্ধান করেছিস্" বলিয়া নীতীশ বালক নন্দকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিল।

ক্ষিপ্রহস্তে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া নন্দ বলিল "শুনেছেন বাবু ?"

সোৎসুকে নীতীশ জিজ্ঞাসা করিল "কি ?"

নন্দ বলিল "মোটরের হর্ণ—এই বাগানটার ভেতর—বোধ হয় কোন মোটর বেরিয়ে আস্‌ছে—"

বালকের অনুমান মিথ্যা নয়। সচকিতে নীতীশ দেখিল বাগানের ভিতর হইতে একখানা মোটর বাহির হইতেছে।

নীতীশ কোন কথা বলিবার আগেই নন্দ তাড়াতাড়ি নিকট-বর্ত্তী একটা ডাষ্টবিনের পশ্চাতে গিয়া লুকাইল। নীতীশ

কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া যেখানে বাস দাঁড়ায় সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল।

একখানা ট্যাক্সি হর্ণ দিতে দিতে বাগানের ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল। গাড়ীতে কোন আরোহী ছিল কি না নীতীশ তাহা বুঝিতে পারিল না। তবে ড্রাইভারকে দেখিয়াই চিনিল—ড্রাইভার ধনিসিং!

গাড়ীখানা চলিয়া গেলে নন্দ আবার নীতীশের কাছে ফি'রিয়া আসিল।

নীতীশ বলিল "আমি বাগানের ভেতর যাচ্ছি—তুই যতক্ষণ পারিস্ এইখানে থাক। আগে একটা হোটেলে গিয়ে কিছু খেয়ে আয়—আয় পারিস্ যদি থানায় একবার আমার নাম ক'রে ফোন ক'রবি হর্নামসিংকে—বলবি এক্ষুণি আসতে—বলিয়া নীতীশ একটা টাকা নন্দের হাতে দিয়া ক্ষিপ্রপদে বাগান বাড়ীতে প্রবেশ করিল। নন্দ ছুটিল নিকটবর্ত্তী একটা ডাক্তারখানায়—এখানকার ডাক্তার নাকি তার খবরের কাগজের প্রথম গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক।

যুবা সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী

বাগান বাড়ীর হল ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বের একটা ঘরে শকুনের মুখোস পরা দুইজন লোক অনুচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

একজন বলিল "বলেন কি বাবু ওই-ছোঁড়ার বুকে ছোরা বসাতে হ'বে ?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "নিশ্চয়ই—কর্ত্তার তাই হুকুম। এতটা করতে হতো না—ছোঁড়া যদি আগের মতই থাকতো। কিন্তু ছোঁড়ার মগজ বিগড়ে দিয়েছে সেই মেয়েটা। কর্ত্তা বলেছে তাকেও শেষ করতে হবে।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল "তা হবে কেমন ক'রে—পাখী ত উড়েছে।"

সহাস্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "তা বুঝি জানো না, সে উড়ো পাখীও খাঁচায় পুরে আনবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেও এলো বলে।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল "ওটাকে শেষ করতে আমার এতটুকু দরদ হবে না বাবু লেকিন ঐ ছোকরাটার গায়ে হাত দিতে আমি পারবো না।

'দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির পিঠ চাপড়াইয়া বলিল "এসব ত তোমারই কাজ, আর তোমায় আমি হাত দিতে বলছিনা ওর গায়ে—তুমি তোমার ছোরাখানা শুধু বসিয়ে দেবে ওর বুকে।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল "আমায় মাফ কর বাবু, সেই এতটুকু থেকে পেলেছি,—এত বড়টী করেছি—না হয় সে একটা কসুরই করেছে—তা ব'লে তার বুকে ছুরি বসাতে হবে আমাকে ? আমি পারবো না বাবু, আমায় মাপ কর।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "আদর করে পেলেছ—এত বড় করেছ—কত কাজ করেছে তোমার—তাই পারবে না ? তুমি জানো ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া যারা পোষে তাদের তারা কত যত্ন করে ! নিজের ছেলের চেয়েও বেশী ! এক একটা বাজী মারে তারা—আর তাদের আদর যত্ন বেড়ে যায় দশগুণ ক'রে ! আবার সেই ঘোড়া কোন দৌড়ে গিয়ে যদি দৈবাৎ খোঁড়া হয়ে যায় তখনই তাকে গুলি ক'রে মেরে ফেলে ! তখন কোথায় থাকে স্নেহ-মমতা, কোথায় থাকে তাদের দরদ ! এও ঠিক তাই। যতদিন সে তোমার কাজ করেছে—ততদিন তুমি তাকে আদর করেছ, যত্ন করেছ—ছেলের মত বুকে ক'রে রেখেছ—এখন সে বিগড়েছে—তাকে মারতেই হবে। নইলে বিপদে পড়বে তুমি। এ কাজ শুধু তোমার দ্বারাই হবে ব'লে কর্ত্তা ভার দিয়েছে তোমার উপর।

মাথা নাড়িয়া প্রথম ব্যক্তি বলিল "না না বাবু তা হবে না, হ'তে পারে না—মানুষ আর জানোয়ার এক নয়। তুমি কর্ত্তাকে গিয়ে বল আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।"

ক্রূর হাসি হাসিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "বুঝেছি, বুকে, মনে বল আসছে না—এটা বয়েসের দোষ—"

বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি আলমারী হইতে একটা বোতল বাহির করিয়া প্রথম ব্যক্তির হাতে দিল।

প্রথম ব্যক্তি বলিল "একি ?"

সহাস্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "গলায় ঢেলে দাও দেখি—এখনি সব অবসাদ—সব দুর্ব্বলতা দূর হবে—বুকে মনে জোর আসবে, তুমি অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

প্রথম ব্যক্তি কোন কথা না বলিয়া বোতলের ছিপি খুলিয়া ফেলিল এবং তাহার অভ্যন্তরের তরল পদার্থটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করিল।

সহাস্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "এইবার পারবে ত ?"

ঠিক সেই সময়ে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। দ্বিতায় ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "শিকার হাতে এসেছে"।

চমকিত হইয়া প্রথম ব্যক্তি বলিল "কে ?"

গম্ভীরভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "সেই মেয়েটা। তাকে রাখা হ'ল ঐ পূব্ দিকের ছোট ঘরটায়। তোমার যদি এখনও তেমন মনের জোর না এসে থাকে তা'হ'লে তুমি আগে ঐ মেয়েটাকে শেষ কর—মানুষের টাটকা রক্ত দেখলে মনের জোর আপনি আসবে। এসো আমার সঙ্গে—"

বলিয়া সে প্রথম ব্যক্তির হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বাহির হইয়া গেল।

হলঘরে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র মুখোসপরা আর একটা

লোক ছুটিয়া আসিয়া বলিল "গন্ধ পেয়ে তুষমন এসেছে! এখানে—"

সোৎসুকে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল "কোথায় দেখলি তাকে ?" চিনতে পেরেছিস্ ?"

নবাগত ব্যক্তি বলিল "আমার সন্দেহ হয় লোকটা আর কেউ নয় সেই বেটা টিক্‌টিকি।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল উদ্যত পিস্তল হস্তে একজন পাঞ্জাবী দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া যেমন গুলি করিবে—তার পূর্ব্বেই ঐ পাঞ্জাবীর আগ্নেয় অস্ত্রটা গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির হাত হইতে পিস্তলটা সশব্দে মেঝেয় পড়িয়া গেল।

নিমেষের মধ্যে মুখোস পরা লোক কয়টা সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল।

পাঞ্জাবী লোকটা হলঘরে প্রবেশ করিল। এমন সময় আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া গেল। কোথা হইতে রমেন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "রাস্কেল আমার সঙ্গে বেইমানী, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। বল উল্লু, রেখা কোথায় ?

এতটুকু বিচলিত না হইয়া পাঞ্জাবী বলিল "রেখা তোমার হাতে—তোমার ললাটে—"

পাঞ্জাবীকে ছাড়িয়া দিয়া রমেন সবিস্ময়ে বলিল "কে নীতীশ ?"

নীতীশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর তাহারা দুইজনে রেখার সন্ধানে অন্য ঘরে গেল। অনতিবিলম্বে পুলিশের লোক লইয়া নন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অবরুদ্ধ রেখা, রেণুকা ও কালুকে খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহাদের বিলম্ব হইল না। কিন্তু ঐ সব মুখোস পরা লোক-গুলোকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

(১৯)

এ্যাটর্ণী ধনঞ্জয় সান্ন্যালের আপিষ আজ সকাল হইতেই বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। চৌধুরীদের ষ্টেটের ওয়ারিশান সংক্রান্ত ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে আর একটা দিন পরে প্রকাশ্য আদালতে। প্রয়োজনায় কাগজ-পত্র দলিল দস্তাবেজ সমস্তই প্রস্তুত। সান্ন্যাল মশায় স্বয়ং কাগজপত্র-গুলি দেখিয়া লইতেছেন। সান্ন্যাল মশায়ের পার্শ্বে একটা আরাম চৌকীতে গা ঢালিয়া দিয়া চৌধুরী ষ্টেটের দেওয়ান বাহাদুর গড়গড়ার নলটা মুখে পুরিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে তাম্র-কূট সেবন করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে দুই একটী প্রয়ো-জনীয় কথা বলিতেছিলেন। ষ্টেটের ভাবী মালিক ভোলানাথ বাবু সান্ন্যাল মহাশয়ের সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া সান্ন্যাল

একখানা উড়ো চিঠি পেয়েছেন আমাকেও একদিন একটা বুড়ো এসে শাসিয়ে গেছে ঠিক ঐ কথা বলে।" বলিয়া দেওয়ান বাহাদুর বৃদ্ধ বেশধারী নীতীশের সহিত ইতিপূর্ব্বে তাহার যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহার মোটামুটি একটা ফিরিস্তি দিয়া ফেলিলেন। তারপর উপসংহারে বলিলেন "তাতে আর কি হবে? ওসব উড়ো খবর ত আর প্রমাণ নয়। আমার দাড়ী পেকে গেল এই সব বদমাইসদের চরিয়ে। আর আমি জানিনা নিখিল চৌধুরীর ছেলে মেয়ে বেঁচে আছে কিনা? প্রমাণের কাগজ পত্র ত আপনার হাতেই রয়েছে তাছাড়া সাক্ষী সাবুদ চান আদালতে তাও হাজির করবো।" তারপর ভোলানাথ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ ভোলানাথ তুমি—" হঠাৎ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই থামিয়া গিয়া নিজের ক্রটী সংশোধনের জন্য বলিলেন "যদিও আজ বাদে কাল আমার মনিব হতে চলেছ তবুও নিতান্ত বয়োঃজ্যেষ্ঠ আমি—তোমায় "আপনি, আজ্ঞে"টা বলতে যদি না পারি কিছু মনে ক'রনা। যাক্ কাল তুমি অতি অবশ্য অবশ্য আমাদের ঐ মুখুজ্যে মশায়কে, পাড়ার প্রবীণ ব্যক্তি ঐ যে কি নাম সিদ্ধেশ্বর মুখুজ্যেকে বলবে তাঁকে এই বিষয়ে সাক্ষী দিতে হবে। তারপর রতন খুড়ো, ননী চঙ্গ এরা ত আছেই।"

স্মিতমুখে সান্ন্যাল মশায় বলিলেন "তাহলে ও ব্যাপার নিয়ে আর মাথা ঘামাবার কিছু নেই বলুন?"

পুলকপূর্ণ-স্বরে দেওয়ান বাহাদুর বলিলেন "আরে রামচন্দ্র।

একটা ডাহা মিথ্যে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো শুধু সময় নষ্ট করা নয়—বোকামী !"

দেওয়ান বাহাদুরের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মিস্ রেণুকা রায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং সসম্ভ্রমে সান্ন্যাল মহাশয়ের উদ্দেশে দুই হাত তুলিয়া বলিলেন "নমস্কার"।

সহসা সম্মুখে ঊর্দ্ধফণা বিষধর সর্প দেখিলে মানুষ যেমন চকিত, সন্ত্রস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, মিস্ রায়কে দেখিয়া দেওয়ান বাহাদুরের অবস্থাও ঠিক তাহাই হইল। তাহার অজ্ঞাতে তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুটস্বরে বাহির হইল "মিস্ রায় !" আপনাকে সামলাইবার জন্য বুদ্ধিমান দেওয়ান বাহাদুর অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

ধনঞ্জয় বাবু বলিলেন "ব্যাপার কি বলুন ত মিস রায়, দুদিন থেকে আপনি স্কুলে যাননি—আপনার চাকর নাকি স্কুলে বলে গেছে আপনি কাকেও কিছু না বলে ক'য়ে কোন্ নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছেন ? এ সব কি ?

অধরোষ্ঠে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া মিস্ রায় বলিলেন "সময়ে সবই বলবো আপনাকে—উপস্থিত একটা কথা বলে আমি চলে যাবো বিশেষ দরকারী কাজে। কথাটা গোপনীয়।

"বেশ ত আসুন" বলিয়া ধনঞ্জয় বাবু মিস্ রায়কে সঙ্গে লইয়া পাশের ঘরে গেলেন। সেখানে দুইজন টাইপিষ্ট চিঠি

টাইপ করিতেছিলেন, ধনঞ্জয় বাবুর ইঙ্গিতে তাঁহারা সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

সঙ্ক্ষেপে দুই চারিটি কথায় বক্তব্য শেষ করিয়া মিস্ রায় চলিয়া গেলেন—ধনঞ্জয় বাবু গম্ভীর মুখে আপিষ ঘরে আসিয়া বসিলেন। টাইপিষ্টদ্বয় নিজ নিজ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল।

ঠিক ঐ সময় আপিষ ঘরের জানালার ধারে ফুটপাতের উপর দাঁড়াইয়া একজন বৃদ্ধ উঁকি মারিয়া আপিষ ঘরের ভিতরটা দেখিতেছিল। দেওয়ান বাহাদুরের দৃষ্টি অকস্মাৎ তাহার উপর পড়ায় দেওয়ান বাহাদুর আর একবার চমকিয়া উঠিলেন—ইহা ধনঞ্জয় বাবুর দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দেখে চম্‌কে উঠলেন দেওয়ান বাহাদুর ?"

আপনাকে সাধ্যমত সামলাইয়া লইয়া দেওয়ান বাহাদুর বলিলেন "একটা বুড়ো জানালা দিয়ে উঁকি মার্‌চে—চোর বদ্‌মায়েস বলেই মনে হয়—দেখি লোকটাকে একবার ভাল ক'রে—" বলিয়া দেওয়ান বাহাদুর ত্বরিৎ পদে বাহির হইয়া গেলেন।

সত্যই একজন ছিন্নমলিনবেশধারী বৃদ্ধ তখনও সেই জানালার ধারে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বের মত আপিষ ঘরের ভিতরটায় যেন কার অনুসন্ধান করিতেছিল। বৃদ্ধের চিন্তাক্লিষ্ট মলিন মুখ দেখিলে তাহাকে চোর বা বদ্‌মায়েস বলা যায় না। অভাবের কঠোর পেষণে নানা প্রকার মানসিক দুশ্চিন্তায় তাহার দেহ অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া গিয়াছে। রংটা এক সময়ে

হয়ত বেশ ফর্সাই ছিল এখন যেন তামাটে হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘায়ত দেহ যেন অকাল-বার্দ্ধক্যে নুইয়া পড়িয়াছে, রুক্ষ কেশ বিপর্য্যস্ত, স্থানে স্থানে জট বাঁধিয়া গিয়াছে। কিন্তু দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা এখনও এতটুকু কমে নাই। তাহার চোখের দিকে চাহিলে মনে হয় বৃদ্ধ বুঝি তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়া মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলটা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইতে পারে।

ধনঞ্জয় বাবুর হাতে একখানা দলিলের খসড়া ছিল সেটা তিনি যেভাবে ধরিয়াছিলেন কেহ দেখিলে মনে করিত তিনি নিবিষ্টমনে সেই দলিলটাই পড়িতেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর দৃষ্টি ছিল ঐ জানালার দিকে। চশমার উপর দিয়া তিনি ঐ বৃদ্ধকে দেখিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যেন এ মুখ তাঁর পরিচিত—কিন্তু কবে কোথায় দেখিয়াছেন তাহা ঠিক স্মরণ হইতেছে না। স্মৃতিপটে যতগুলি পরিচিত মুখের প্রতিবিম্ব কল্পনা করেন যেন এ মুখের সহিত কোনটার সাদৃশ্য খুঁজিয়া পান না। তবে কি তিনি ভুল করিলেন? কিন্তু মনটা যেন ভুল স্বীকার করিতে চাহেনা—তবে কে এ ব্যক্তি? কেনই বা সে এখানে আসিয়া তাঁহার আপিষ ঘরে উঁকি মারিতেছে? কখনও কখনও একজনের চেহারার সহিত আর একজনের চেহারার সাদৃশ্য দেখা যায়—তবে কি তাই? হয়ত এ ব্যক্তি ভিক্ষুক—আপিষ ঘরের সম্মুখে আসিবার সাহস নাই তাই এরূপ করিতেছে। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ধনঞ্জয় বাবু দলিলের খসড়াখানা দেখিতে লাগিলেন।

কনষ্টেবলদ্বয় তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইল।

চীৎকার করিয়া দেওয়ান বাহাদুর বলিলেন "এ কি মগের মুলুক নাকি ? ওয়ারেণ্ট আছে আপনার ? কি অপরাধে আপনি আমাদের এ্যারেষ্ট করছেন ?"

বিদ্রুপপূর্ণস্বরে বৃদ্ধ বলিল "খুনের অপরাধে মহামহিম দেওয়ান বাহাদুর—শুধু খুনই বা বলি কেন—খুন, জোচ্চুরী, জালিয়াতি, কিড্ন্যাপিং—ক'টা অপরাধের কথা বলবো ?" বলিতে বলিতে নীতীশ তাহার কৃত্রিম শ্মশ্রুগুম্ফ খুলিয়া ফেলিল।

কনষ্টেবলদ্বয় দেওয়ান বাহাদুর ও ভোলানাথের হাতে হাতকড়া পড়াইবার উদ্যোগ করিলে দেওয়ান বাহাদুর বলিলেন খুনে আমি না বুড়ো নিখিল চৌধুরী ? আমি খুন করেছি কা'কে ?"

দৃঢ়স্বরে নীতীশ বলিল "নিখিল চৌধুরী খুন করেছিল তার স্ত্রীকে আর তারই অন্নদাস প্রভুভক্ত ভৃত্য আপনি আজ খুন করলেন আপনার প্রভু এই বৃদ্ধ নিখিল চৌধুরীকে। আপনার কথায় লোকটা নিদারুণ ভয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে—যদি জ্ঞান ফিরে আসে—আসবে শুধু ক্ষণিকের জন্য, তারপর ছেলে মেয়েকে দেখলে হার্টফেল হবে তার সঙ্গে সঙ্গেই।"

সাগ্রহে ধনঞ্জয় বাবু বলিলেন "নিখিল বাবুর ছেলে মেয়ে বেঁচে আছে নাকি নীতীশ বাবু ? মিস্ রায়ের মুখে শুভ সংবাদদাতা তাহ'লে আপনি ?"

দেওয়ান বাহাদুরের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া নীতীশ বলিল "বাঁচতো না তারা এই মহামান্য দেওয়ান বাহাদুরের কৃপায়। কিন্তু ভগবান তাদের সহায় ব'লেই এই রমেন বাবুর আপ্রাণ চেষ্টা ও যত্নের ফলে আজও তা'রা জীবিত। এই যুবক নিখিল বাবুর পুত্র, বর্ত্তমানে কালু নামে পরিচিত, আর এই স্কুল মিষ্ট্রেস্ রেখাই নিখিল বাবুর কন্যা। আপনারা জানেন দেওয়ান বাহাদুর অপুত্রক—অথচ এত বড় চৌধুরদের বিষয়টা যাতে হাতছাড়া না হয় তাই তিনি তাঁর রক্ষিতা গণিকা-পুত্র ভোলানাথকে ভাগিনেয় সাজিয়ে বিষয়টা তাঁর হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।"

ধনঞ্জয় বাবু সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা এরাই যে নিখিল বাবুর পুত্রকন্যা তার প্রমাণ কি নাতীশ বাবু?"

সহাস্যে নীতীশ বলিল "উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ না ক'রেই কি একজন ভদ্রলোকের হাতে হাতকড়া পরাতে সাহসী হয়েছি মনে করেন ধনঞ্জয় বাবু? তাহ'লে ব্যাপারটা শুনুন—এই প্রভুভক্ত দেওয়ান বাহাদুর নিখিল বাবুর দু' বছরের ছেলেকে তুলে দিলেন চাঁদু গুণ্ডার হাতে। থোক্ থাক্ কিছু টাকা আর ছেলেটাকে পেয়ে চাঁদু ছেলেটাকে মানুষ করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাকে পথের কুড়ানো মেয়ে ব'লে পাঠিয়ে দিলেন একটা দূরবর্ত্তী অনাথ-আশ্রমে। ব্যাপারটা জানতো শুধু পাড়ার এক ব্রাহ্মণ, যিনি মুখুজ্যে মশায় ব'লে সাধারণের কাছে পরিচিত। বিশ বছর পরে দেশে

ফিরে এসে নিখিল চৌধুরী যখন শুনলে যে তার সম্পত্তির এক নতুন ওয়ারিশান এসে জুটেছে—তখন সে ব্যক্তি সন্ধান করতে লাগলো তার ছেলে মেয়ের। এই মুখুজ্যে মশায়ই ছিলেন তার একমাত্র শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। খুনে আসামী দিনের বেলাটা মুখ লুকিয়ে কাটিয়ে রাত্রে একদিন গোপনে মুখুজ্যে মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাত ক'রে গোড়ার খবর জানতে পারে। তারপর টেলিফোনে একদিন আমায় জানিয়ে দেয় যে তার ছেলে মেয়েরা বেঁচে আছে। এর কয়েক দিন আগেই রেখার আকস্মিক নিরুদ্দেশের কথা শুনেছিলুম। আমার মনে কি জানি কেন একটা সন্দেহ হ'ল। আমি আজকের মত বৃদ্ধের ছদ্মবেশে দেওয়ান বাহাদুরের মনের ভাবটা জানতে তাঁর দপ্তরখানায় গিয়ে হাজির হলুম। তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে আমার সন্দেহটা বাড়লো বই কমলো না। আমি চলে আসতেই তিনি লোক পাঠালেন আমায় যেমন ক'রেই হোক ধ'রে আনতে। সন্দেহ ক্রমশঃই বাড়তে লাগলো। পথে মুখুজ্যে মশায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল বটে কিন্তু তেমন কথা হ'ল না। কাজেই আর একবার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে সমস্ত ব্যাপারটা কৌশলে জেনে নিলুম। বলতে ভুলে গেছি আমার এ কাজে মিস্ রায় একটু সাহায্য করছিলেন। দেওয়ান বাহাদুর সে সন্ধান পেয়ে তাঁকেও গুম্ করবার ব্যবস্থা করলেন। এদিকে সকল বিপদ তুচ্ছ ক'রে রমেন এই দুইটী মেয়ের অনুসন্ধান ক'রছিল।"

কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে ধনঞ্জয় বাবু নীতীশের দিকে চাহিয়া

বলিলেন "সবইত বুঝ্‌ছি কিন্তু এই কালু ও রেখাকে নিখিল চৌধুরীর ছেলে মেয়ে ব'লে আইডেণ্টিফাই ক'রছেন কি ক'রে ?"

সহাস্যে নীতীশ বলিল সে প্রমাণ আমি সংগ্রহ করেছি ধনঞ্জয় বাবু। নিখিল বাবু টেলিফোণে বলেছিলেন কালু ও রেখার থুৎনাতে ও কপালে উল্কীর টিপ আছে—সেগুলো শৈশবের চিহ্ন। তা ছাড়া চাঁদু গুণ্ডার এই একরারনামাখানা দেখুন, অনাথ আশ্রমের ডায়েরীখানাও সংগ্রহ করেছি, তাতে বেশ প্রমাণ হবে যে ঐ রেখা যখন অতি শিশু তখন দেওয়ান বাহাদুরই তাকে ঐ অনাথ আশ্রমে দিয়েছিলেন—সেখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে তাঁর স্বাক্ষরিত পত্রখানাও পাওয়া গেছে। দেওয়ান বাহাদুর সেখানে কিছু টাকাও দিয়েছিলেন সে কথারও উল্লেখ আছে। তা ছাড়া আর একজন সাক্ষী ঐ মুখুজ্যে মশায়

সজোরে গোঁফ জোড়াটায় বার কতক মোচর দিয়া ধনঞ্জয় বাবু বলিলেন "ভোলানাথের জন্যে বেশ মাথা খেলিয়েছিলেন দেওয়ান বাহাদুর, এমন ভাবে পাড়ি জমানো বড় একটা দেখা যায় না—কিন্তু দুর্ভাগা আপনারা শেষ রক্ষা হ'ল না, কূলে এসে তরী ডুবলো। এখন আপনার বাঁচা মরা ঐ নীতীশ বাবুর হাতে—উনি মনে ক'রলে এখন আপনার নামে অনেকগুলি চার্জ ফ্রেম করতে পারেন যা প্রমাণ করতে এতটুকু কষ্ট করতে হবে না। এখন লোহার বালা প'রে শ্রীঘর বাসই আপনার এই সব সয়তানী কাজের যোগ্য পুরস্কার।

দেওয়ান বাহাদুর এতক্ষণে বুঝিলেন সত্যই তাঁহার পাপের মাত্রা চার পো' হইয়াছে—পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই। তখন নীতীশের পা দুটো জড়াইয়া ধরিয়া আকুলকণ্ঠে কহিলেন "নীতীশ বাবু আপনি আমায় বাঁচান"। রেখা এতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেওয়ান বাহাদুরের কাতরতা দেখিয়া তাঁহার মনটা গলিয়া গেল, সেও কাতরকণ্ঠে নীতীশকে বলিল "ভগবানের কৃপায় আর আপনাদের সহায়তায় যখন আমাদের সব বিপদ কেটে গেছে তখন এই বৃদ্ধকে অব্যাহতি দেবার কি কোন উপায় নেই নীতীশ বাবু? আর আমার বাবারই বা কী হবে?

গম্ভীরভাবে নীতীশ বলিল "সরকার বাহাদুরের নুন খাই আমরা—তাতে যে আমাদের কর্ত্তব্যে ত্রুটী করা হবে রেখাদেবী? তবে যদি আপনি এদের বিরুদ্ধে কোন কেস্ না করেন আর দেওয়ান বাহাদুর বিনা আপত্তিতে আপনাদের দুটী ভাই বোনকে ষ্টেটের একমাত্র উত্তরাধিকারী ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে ভোলানাথ বাবুর আবেদন পত্র বাতিল করে দেন তখন আমি চেষ্টা ক'রে দেখবো কতদূর কি ক'রতে পারি। কিন্তু চৌধুরী মশায়ের পরিত্রাণের কোন উপায় দেখছি না! তবে তাঁর অবস্থা দেখে মনে হয় ভগবানই তাঁকে পরিত্রাণ দেবেন। জ্ঞান হওয়ার পর আপনাদের দেখার আনন্দ তিনি সইতে পার্ব্বেন ব'লে মনে হয় না; তাছাড়া তিনি যে ধরা পড়েছেন এ-কথাটাও ভুলতে পারবেন না কাজেই হার্টফেল করাটাই খুব স্বাভাবিক।"

রেখার বড় বড় আয়ত চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া উঠিল—দু' এক ফোঁটা গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িল সে আর কোন কথা না বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে সেই উদ্গত অশ্রুধারা মুছিতে লাগিল।

আবশ্যক মত উপদেশ দিয়া নাতীশ পুলিযের দলবলকে বিদায় করিয়া দিল। এবং দেওয়ান বাহাদুর নাতীশের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া নীতীশকে সঙ্গে লইয়া ধনঞ্জয় বাবুর আপিষে গেলেন। যাইবার সময় নাতীশ রেখা ও কালুকে লইয়া হাঁসপাতাল যাইবার জন্য রমেনকে উপদেশ দিয়া গেল। রেখা ও কালুকে লইয়া রমেন একখানা ট্যাক্সিতে উঠিল মিস্ রায়ও রেখার সঙ্গে গেলেন।

বিরাট ব্যর্থতার এত বড় আঘাত দেওয়ান বাহাদুরের সহিল না—অকস্মাৎ রক্তের চাপ বৃদ্ধি হওয়ায় অনতিকাল মধ্যে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ভোলানাথ নিরুদ্দেশ।

নীতীশের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। জ্ঞান হওয়ার পর অকস্মাৎ পুত্রকন্যাকে দেখিয়া আনন্দাতিশয্যে নিখিল বাবু সত্য সত্যই হার্টফেল করিয়া মারা গেলেন।

যথাসময়ে রেখা ও কালু তাহাদের স্বর্গগত পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিল। কালুই এখন চৌধুরীদের ষ্টেটের একমাত্র মালিক। রেখাও এই উৎশৃঙ্খল ভাইটীকে মানুষ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করিতেছে। তাহার যত্ন ও চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই।

একদিন সান্ধ্য মজলিসে তাহারা পাঁচজনেই সমবেত হইয়াছিল।

রমেন বলিল "ব্যাপাটার সব রহস্যই ত ভেদ হয়ে গেল নীতীশ, কিন্তু আজও বুঝতে পারলুম না বালীগঞ্জ থেকে রেখা কার গাড়ীতে গিয়েছিল ?"

প্রত্যুত্তরে রেখা বলিল "সেকথা ত তোমায় অনেকবার বলেছি রমেন দা' আমি লালজীর গাড়ীতে গিয়েছিলুম।

সহাস্যে নীতীশ বলিল "গাড়ীখানা লালজীর তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু গাড়ীর ড্রাইভার লালজী নয়।"

সোৎসুকে রেখা জিজ্ঞাসা করিল "তবে ?"

স্মিতমুখে নীতীশ কহিল "সে কথা তোমার গুণধর ভাই-টীকেই জিজ্ঞাসা কর রেখা। তিনিই ড্রাইভারের পরিচয়টা দিবেন।"

সলজ্জ দৃষ্টিতে রেখার মুখের দিকে চাহিয়া কালু বলিল "আমিই লালজী সেজে ছিলাম রেখা।"

কালুর কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

রমেন বলিল "কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি নীতীশ তুমি কেমন ক'রে হালিসহরের আড্ডার সন্ধান পেলে ?"

সহাস্যে নীতীশ কহিল "কেন ? সন্ধানটা ত তুমিই আমায় দিয়েছ—মনে ক'রে দেখ সেইদিন—যেদিন তুমি আড্ডার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'রেছিলে ? ঘটনাটা তোমার মুখে শুনেই আমি বুঝে নিয়েছিলুম তাই যথাসময়ে সেখানে গিয়ে হাজির হ'তে পেরেছিলুম।"

* * *

দরজার সম্মুখে মুণ্ডিতমস্তক কদাকার একটা লোকের দিকে সহসা দৃষ্টি পড়ায় চমকিত হইয়া রেখা বলিল "নীতীশ দা'—"

সবিস্ময়ে নীতীশ কহিল "অমন চম্‌কে উঠলে—ব্যাপার কি ?"

"ঐ যে দরজার সামনে—দেখুন না"—

"দরজার সামনে!" বলিয়া নীতীশ দরজার দিকে চাহিতেই আগন্তুক দুই হাত তুলিয়া অভিবাদন করিল।

গম্ভীর ভাবে নীতীশ বলিল "কে তুমি ? কি চাও"

আগন্তুক বলিল "আমি চাঁদু—"

"চাঁদু গুণ্ডা!" বলিয়া রেখা সোৎসুকে নীতীশের দিকে চাহিল।

নীতীশ বলিল "ভেতরে এসো"—

আগন্তুক কক্ষে প্রবেশ করিয়া নীতীশের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীতীশ বলিল "তুমি পালিয়েছিলে ভালই ক'রেছিলে এখন আবার ফিরে এলে কেন চাঁদু? পুলিষ তোমায় দেখলে ত ছাড়বে ব'লে মনে হয় না।"

চাঁদুর চক্ষু দুইটী অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় চাঁদু বলিল "পালিয়ে গিয়ে সবাই ঠিক রইলো বাবু, আমি থাকতে পারলাম না। আমার বুকটার ভেতর যেন কুলকাঠের আগুন জ্বলছে বাবু! চাঁদু গুণ্ডা বুড়ো হয়েও দশটা লোকের মওড়া নিতে পারতো—লেকিন বাবু, দেখুন আমার কি হাল হয়েছে। এই কালুটাকে ছেড়ে থাকতে পারলাম না বাবু। পুলিষ যদি আমায় ধ'রে সাজা দেয়—সেও ভাল, তবু আমি এখান থেকে ন'ড়বো না। আপনাদের পায়ের তলায় পড়ে থাকবো, তবু ছোঁড়াকে দিনান্তে একবার চোখের দেখা দেখতে পাবো। কাজে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। টাকার লোভে যাকে বুকে ক'রে মানুষ করেছি, এতটুকু থেকে এত বড়টী করেছি—তারই বুকে ছুরি চালাতে তৈরি হয়েছিলাম—কিন্তু বাবু মাথার উপর একজন আছে—যাকে কখনও মানিনি—কখনো ভাবিনি—ভুল ক'রেও একবার যার নাম করিনি। আজ

আপশোষ হচ্ছে—নিজের উপরেই ঘেন্না হচ্ছে—মনে হচ্ছে আমরা মানুষ না সয়তান। বললে হয়ত বিশ্বাস করবেন না বাবু, খেতে পারিনা—খাবার দেখলে মনে হয় যেন সব রক্ত মাখা! ঘুমুতে পারি না—মনে হয় যেন মানুষের তাজা রক্তের ঢেউ খেলছে আর সেই রক্তের দরিয়ায় কে যেন আমার টুঁটিটা ধ'রে ডুবিয়ে দিতে আসছে! ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠি—ঘুম ভেঙ্গে যায়। এম্নি করে আমি আর বাঁচবো না বাবু। তবু যে ক'টা দিন বাঁচি দয়া ক'রে আমায় থাকতে দিন্ আপনাদের পায়ের তলায়—" বলিয়া চাঁদু নীতীশের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

নীতীশ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই রেখা বলিল "তোমার কোন ভয় নেই চাঁদু, পুলিষের হাতে তোমায় পড়তে হবে না। আর পড়লেও তোমার মুক্তির জন্যে যদি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে পথে দাঁড়াতে হয় তাতেও আমরা পশ্চাৎপদ হবো না। কি বল কালু?"

কালু সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িল।

সহাস্যে নীতীশ বলিল "তবে আর কি—তুমি তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে এইখানে থাকো চাঁদু। চৌধুরীদের এত বড় একটা ষ্টেট রক্ষণাবেক্ষণ করবার ভার রইলো তোমার উপর। বুড়ো হ'লেও এখনো তুমি একাই পারবে দশজনের মওড়া নিতে। কেমন চাঁদু, তাতে তুমি রাজী?"

উচ্ছসিত কণ্ঠে চাঁদু বলিল "এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করছেন

বাবু? আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানেন বাবু, আমার নিজের উপর এতটা রাগ হচ্ছে যে একটা পাথর দিয়ে নিজের মাথাটা গুঁড়িয়ে ফেলি! এমন লোকের আমি কী সর্ব্বনাশ করতে গিয়েছিলাম!"

বলিয়া চাঁদু নীতাশের পায়ের উপর সজোরে মাথা ঠুকিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি চাঁদুর হাত দুখানা ধরিয়া নীতীশ বলিল "ওটা পাথর নয় চাঁদু, আমার পা! এখন উঠে পড় দেখি।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া চাঁদু বলিল "হুকুম মত সব করবো আমি, কিন্তু একটা কাজে হয়ত হুকুম নেবার ফুরসৎ পাবো না তার জন্যে কিছু মনে ক'রনা বাবু।"

সহাস্যে নীতীশ বলিল "ফুরসৎ পাবে না? এমন কি কাজ চাঁদু?"

দাঁতে দাঁত চাপিয়া দৃঢ়স্বরে চাঁদু বলিল "ভুলো বেটাকে আমি একবার দেখে নেব। আজ না হয় পালিয়েছে, লেকিন লুকিয়ে বেড়াবে ক'দিন? তাকে আসতেই হবে। যেদিন তাকে ধরবো তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবো। তখন কিন্তু আমায় কেউ কিছু বলতে পারবে না। একথা আমি আগেই বলেই রাখছি।"

সহাস্যে নীতীশ বলিল "ও ভোলানাথের কথা বলছো বুঝি? তোমায় তার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না চাঁদু, পুলিষ থেকে তার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে—পুলিষই তার ব্যবস্থা করবে।"

"সে বড় ধড়ীবাজ বাবু, তাকে ধরা বড় সহজ নয়। বেটা

বহুরূপী—লেকিন চাঁদু সর্দ্দারের চোখে ধূলো দেওয়া সহজ নয়। যে মূর্ত্তিই ধরুক সে আমার চোখে ধূলো দিতে পারবে না।

"বহুত আচ্ছা, তোমার যা খুসি তাই ক'রো চাঁদু, তাকে ধরতে পারলে পুলিষ থেকে আমি তোমায় বক্‌সিস্ দেওয়াবো।"

"ওসব বক্‌সিস্ ফক্‌সিসের তোয়াক্কা রাখিনা বাবু, হাত ছুটো ইস্‌পিস্ করছে—একবার ধরতে পারলে বক্‌সিসের সুদ পর্য্যন্ত উস্থুল করে নোব।"

"তাই করো তুমি—উপস্থিত স্নানটা সেরে নিয়ে কিছু খেয়ে নাও—আহার নিদ্রা ত্যাগ করে যা চেহারা করেছ!"

চেহারা আবার তৈরি ক'রে নেব হুজুর—আবার তৈরি করে নোব" ব'লতে বলিতে বৃদ্ধ যেন বিগত যৌবনের লুপ্তপ্রায় শক্তি ফিরিয়া পাইয়া দৃঢ় পাদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রেখা বলিল "জগতের কি বিচিত্র রীতি নীতীশ দা, এই মানুষ—মানুষও হয় আবার পশুও হয়।"

নীতীশ রেখার কথাটার জবাব দিবার পূর্ব্বেই দ্বারদেশে আর একজন আগন্তুককে দেখিয়া স্মিতমুখে বলিল "আসুন আসুন মুখুজ্যে মশায়, চৌধুরী পরিবারের চির-শুভানুধ্যায়ী আপনি আপনার এত সঙ্কোচ কেন?"

সহাস্যে মুখুজ্যে মহাশয় বলিলেন "না না সঙ্কোচের কথা নয়, তবে কি জানেন—এই মেয়েরা রয়েছেন কিনা!"

রেখা বলিল "জ্যেঠা মশায়, বাবার অবর্ত্তমানে আপনিই আমাদের একমাত্র অভিভাবক, আপনার মুখে এ কথাটা মানায় কি ?"

"হেঁ হেঁ—তা তো বটেই—তবে কি জানো মা, আজকালকার দিনে আমাদের মত বুড়োরা সব—ঐ যে তোমরা ইংরিজিতে কি বল—ওল্ড ফুল! তাই একটু সঙ্কোচ হয় বৈকি—তবে তোমাদের কথা স্বতন্ত্র।"

সহাস্যে নীতীশ বলিল "মুখুজ্যে মশায় স্পষ্টবক্তা লোক, কথাটা মিথ্যা বলেন নি, দুনিয়ার আব্‌হাওয়াটাই এই রকম।"

প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য রেখা বলিল "আচ্ছা নীতীশ দা আপনি যেদিন প্রথম বুড়ো সেজে কাছারী বাড়ী গিয়েছিলেন সেইদিন পথে জ্যেটা মশায়ের সঙ্গে যখন আপনার দেখা হ'ল সেদিন তিনি আপনাকে কোন কথা ভাঙ্গেননি, পরে আপনি কেমন ক'রে তাঁর কাছ থেকে পেটের কথা বার করলেন বলুন ত ?"

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া মুখুজ্যে মশায় বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "এর জবাব আমিই দিচ্ছি মা—আগে এক ছিলিম তামাক—তোমাদের এখানে হয়ত ওসব পাঠ নেই—নব্য দল তামাকটাকে ত বয়কট্ ক'রেছে—অথচ বোঝে না ঐ সিগারেট না ছাই—তার কাগজ পোড়া ধোঁয়া টেনে ফুস্‌ফুস্‌গুলো একেবারে জখম হয়ে যাচ্ছে। বলি এক ছিলিম গয়ার কি বিষ্ণুপুর কি আনারপুরের তামাক বেশ তাওয়া দিয়ে খেতে

যে কি আরাম তা হতভাগারা বোঝে না। তাতে স্বাস্থ্যও থাকে ভাল অথচ খেয়েও বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। বাংলা দেশটা উৎসন্ন যাচ্ছে এই সব নকলনবীশীর জন্যে।"

স্মিতমুখে কালু বলিল "পাঠ একেবারে উঠে যায়নি জ্যেঠা মশায়, আপনাদের জন্যে সে ব্যবস্থা রেখেছি।"

বলিয়া ভৃত্যকে তামাক দিতে আদেশ করিল। অনতিবিলম্বে ভৃত্য উত্তম সুগন্ধযুক্ত তামাক সাজিয়া নূতন গড়গড়াটা মুখুজ্যে মশায়ের কাছে রাখিয়া গেল।

সানন্দে মুখুজ্যে মশায় গড়গড়ার নলটা তুলিয়া লইয়া উপর্য্যুপরি কয়েকটা টান দিয়া কুণ্ডলীকৃত একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন "এই তো চাই বাবাজা—নিখিলের ছেলে ব'লে পরিচয় দিলে এইখানে।"

সহাস্যে রেখা বলিল "তাম্রকূট মাহাত্ম্য বর্ণনাটা ছেড়ে দিয়ে আসল কথাটা বলুন না জ্যেঠা মশায়?"

মুখুজ্যে মশায় বলিলেন "মুখে কিছু না বললেও আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি তুমিও মনে মনে তামাকের উপর একটু চটা। তা যতই রাগ কর মা—যা ভাল তাকে আমি ভাল বলবোই। হ্যাঁ। কি বলছিলুম—ঐ নীতীশ বাবুকে ঐ খবরগুলো দেওয়ার কথা—সেই ত দেওয়ানের লোকটাকে দেখে আমি স'রে পড়লুম —যদিও তখন বলবার সাহস ছিল না—তবুও বুঝেছিলুম ঐ বুড়ো লোকটা নিখিলের শুভানুধ্যায়ী। তারপর সেই রাত্রে— আন্দাজ বারোটা কি একটায়—চোরের মত নিঃশব্দে নিখিল

এলো আমার বাড়ীতে। বেচারী কাঁদতে লাগলো—বললে একটা না দুটো দিন পরেই চৌধুরী ষ্টেটের মালিক হ'বে ঐ দেওয়ানের রক্ষিতার ছেলে ভোলানাথ। সইতে পারলুম না বাবা সইতে পারলুম না—ভাবলুম রাত পোহালেই একবার যাবো পুলিষ আপিষে, কিন্তু কার কাছে যাবো, কাকে বলবো—কে আমার কথা বিশ্বাস ক'রবে? রাতটা কাটলো—পরের দিনটাও যায় যায়! সৌভাগ্যক্রমে আবার সেই বুড়ো এলো আমার বাড়ীতে। আমি তখন মরিয়া! সব কথা খুলে বললুম সেই বুড়োকে। বুড়ো ত আশ্বাস দিয়ে চলে গেল। মনটা কিন্তু তখনও স্থির হ'ল না—ভাবলুম একবার যাই এ্যাটর্ণী ধনঞ্জয় বাবুর আপিষে। চাদরখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়লুম। বাড়ী থেকে বেরিয়ে গলিটার মোড়ে এসেছি, যমদুতের মত দু'বেটা কোত্থেকে এসে আমার চোখে মুখে কাপড় বেঁধে একখানা মোটরে তুলে নিলে। মোটর ছুটলো কোথায় কে জানে! মুখে যে কাপড়খানা বেঁধে ছিল তা থেকে একটা তীব্র গন্ধ পেলুম—কী যে সে গন্ধ! উঃ এখনো মনে হ'লে প্রাণের ভেতরটা আনচান করে। তারপর কী যে হ'ল কিছুই মনে নেই। জ্ঞান হ'য়ে দেখলুম একজন অপরিচিত লোকের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি—তার পরের কথা ত তোমরা সবই জানো মা।"

সহানুভূতিপূর্ণস্বরে রেখা বলিল "আপনার ঋণ কখনো শোধ করতে পারবো না জ্যেঠা মশায়।"

স্মিতমুখে বৃদ্ধ বলিলেন "প্রত্যেক ঋণগ্রস্ত খাতক যদি

এই কথাই বলে তা'হলে মহাজনদের অবস্থা কি দাঁড়ায় বল ত' মা ?"

মুখুজ্যে মশায়ের সরল রসিকতায় সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

স্মিতমুখে নীতীশ বলিল "আপনাকে ক্লোরোফরম্ দিয়ে অজ্ঞান ক'রেছিল—আর যে আপনাকে ধ'রে গাড়াতে তুলেছিল তাকে এখন চিন্তে পারেন মুখুজ্যে মশায় ?"

"মুখোস্ পরা দুটো যোয়ান আমায় গাড়াতে তুলেছিল—ঐ চাঁদু বেটার দলের লোক আর কে ?" বলিয়া মুখুজ্যে মশায় নীতীশের মুখের দিকে চাহিলেন।

কথাটা শুনিয়া কালুর মুখখানা কেমন এক রকম হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া নীতীশ বলিল "শুনে-ছিলেন ত চাঁদু তার দলবল নিয়ে পালিয়েছে ?"

"শুনেছিলুম।"

"সে আবার ফিরে এসেছে মুখুজ্যে মশায়।"

"ফিরে এসেছে ? তাকে পুলিষে ধরিয়ে দিলে না ?"

"তা আর প্রয়োজন হ'বে না মুখুজ্যে মশায়।"

"সেকি ! সাপ আর সয়তান দুই-ই সমান—হাতে পেয়ে তাদের ছাড়তে নেই।"

"সে আর শয়তান নেই মুখুজ্যে মশায়। সে এখন সত্যি-কারের মানুষ।"

"খাঁটি মানুষের সংস্পর্শে এলে শয়তানও মানুষ হ'তে পারে।'

"আমরা তার উপর এই চৌধুরী ষ্টেটের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছি।"

"বেশ ক'রেছ বাবা, শুনে বড়ই আনন্দ হ'ল। একটা আপশোষ যে তোমরা চাঁতুর দলের লোকগুলোকে মানুষ ক'রে তুলতে পারতে যদি—দেশের—জাতির একটা মহাকল্যাণ হ'তো।"

"তারা যে হাতের বাইরে মুখুজ্যে মশায় ?"

"এখনও তারা আমার হাতের ভেতরে বাবু, বলেন ত তাদেরও এখানে নিয়ে আসি ?"

নীতীশ বলিল "পার ত সে ভার আমি নিতে পারি চাঁতু।"

রেখা বলিল "চৌধুরীদের ষ্টেটে করবার কাজ যথেষ্ট আছে চাঁতু, তুমি তাদের নিয়ে এসো।"

যখন মায়ের হুকুম পেয়েছি, তখন আমি তাদের কালই নিয়ে আসবো।" বলিয়া চাঁতু আহারের জন্য রান্না ঘরের দিকে গেল।

সহাস্যে নীতীশ বলিল "যাক্ এখন সব ব্যবস্থাই হ'ল কিন্তু আসল বিষয়টার ত কোন ব্যবস্থাই হ'ল না এটা কিন্তু ভারি অন্যায়! বিশেষ যখন মুখুজ্যে মশায় উপস্থিত রয়েছেন।"

পরিপূর্ণ আগ্রহে সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল "কী"—

স্মিতমুখে নীতীশ বলিল "এই রেখার বিয়ে অর্থাৎ তাকে একটী সুপাত্রের হাতে শুভদিনে শুভক্ষণে সমর্পণ—আর কি ?"

মুখুজ্যে মশায় বলিলেন "ঠিকই ত।"

স্মিতমুখে কালু বলিল "তার জন্যে ভাববার কি আছে বলুন ?"

গম্ভীরভাবে মুখুজ্যে মশায় বলিলেন "ভাববার কথা বৈকি বাবা, আজকালকার দিনে সুপাত্র খুঁজে পাওয়া বড়ই মুস্কিল। ঘর মেলে ত গুণবান পাত্রের অভাব, আবার অন্যদিকে হয় ত সুপাত্র পাওয়া গেল কিন্তু স্বঘর নয়। বিয়ে ব'লে একটা কথা ! ধন, মান, কুল, শীল সবই যাচাই ক'রে নিতে হ'বে।"

"তেমন যোগ্যপাত্র আমাদের হাতেই আছে জ্যেঠা মশায় খুঁজতে হবে না। বলিয়া কালু একবার নীতীশ বাবুর মুখের দিকে চাহিল।

নীতীশ সে চাহনার অর্থ বুঝিয়া সহাস্যে বলিল "সত্যিই ত কালু, আমরা যে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছায়া খুঁজে বেড়াচ্ছি ! পাত্র ত আমাদের হাতের কাছে।"

সবিস্ময়ে মুখুজ্যে মশায় বলিলেন "হাতের কাছে !"

স্মিতমুখে কালু বলিল "কেন এই রমেন বাবু ?„

সানন্দে মুখুজ্যে মশায় বলিলেন "ঠিকই ত ! আমরা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে ছায়া খুঁজে বেড়াচ্ছি !

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রেখা বলিল "তুমি আবার অবাধ্য হচ্ছো দাদা !"

সহাস্যে কালু বলিল "আপনিই বিচার করুন জ্যেঠা মশায়, মানুষ হবার জন্যে ছোট বোন হ'লেও আমি রেখার কথা শুনতে

পারি কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে বড় ভাইয়ের কথামত চলতে ছোট বোন সর্ব্বদাই বাধ্য। নয় কি জ্যেঠা মশায় ?”

মুখুজ্যে মশায় বলিলেন “নিশ্চয়ই। তাহলে বাবাজী শুভস্য শীঘ্রম্ !”

এক্ষণে নিরুদ্দিষ্ট ভোলানাথের কি হইল ? সহৃদয় পাঠক পাঠিকা আমাদের পরবর্ত্তী গ্রন্থ **“রেখা কোথায়”** তাহাতে সন্ধান লইবেন।